

বাগবাজার রৌডিং লাইভ্রেরী

তারিখ নির্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
৩	৩/১/৭৮	৪/১/৭৮	৪	১৫/২/৭৮	৬/৩/৭৮
২৬৩	১৩/৬/৭৮	১৫/৬/৭৮	৬৩০	১৮/৮/৭৮	২৪/৮/৭৮
৩৬	১/৩/৭৮	৪/৮/৭৮	১৮	২/৮/৭৮	২/৮/৭৮
৫১০	১/৮/৭৮	১৬/৮/৭৮	২৫	১/৯/৭৮	২৮/৯/৭৮
৩০১	১/৭/৭৮	১/৯/৭৮	২৬	২/৯/৭৮	
৬৪৩	১/১/৮/৭৮	২/৪/৭৮	৭২	২/৯/৭৮	২/৯/৭৮
৭৪	২/১/৭৮	২/৪/৭৮	৭৫	২/১/৭৮	২/১/৭৮
৬৪	১/৪/৬	১/৫/৬			
৩৩	১/১/৮	১/৫/৮			
২৮৪	১/৮/৮				
৩৭	১/৯/৮				
৭৫৮	১/৯/৮				
৬৬২	২/১/১০				

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

২১

বেদ-বাণী ।

প্রথম প্রচার ।

দ্বিতীয়া আবস্থি ।



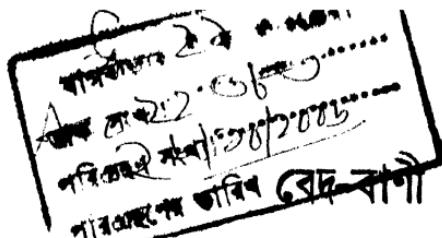
প্রকাশক

শ্রীমতিলাল সেন, বি-এ ।

বরিশাল ।

১৩৩২ সাল ।

সর্ব স্বত্ত্ব সংরক্ষিত] মুল্য :— { কাগজে বাঁধাই ১ টাকা ।
কাপড়ে বাঁধাই ১০% আনা ।



২৭৫.৫

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচার প্রাপ্তির ঠিকানা :—

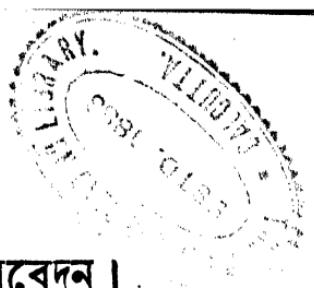
- ১। শ্রীশিলেন্দ্র কুমার বসু,
২৯ নং মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।
- ২। শ্রীলিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল,
পটুয়াখালী, বরিশাল।
- ৩। শ্রীমতিলাল সেন, বি-এ,
চক্ বাজার, বরিশাল।
- ৪। ডাক্তার শ্রীরামানুজ চক্রবর্তী,
১৪ নং ফরডাইস লেন, কলিকাতা।
- ৫। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক,
২০৩। ১।, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

মূল্য :—

প্রথম প্রচার :—	{	কাগজে বাঁধাই ১ টাকা।
দ্বিতীয় প্রচার :—		কাপড়ে বাঁধাই ১০% আনা।
	{	কাগজে বাঁধাই ১০ আনা।
		কাপড়ে বাঁধাই ১০% আনা।

কুন্তলীন প্রেস, ৬১নং বৌবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা,

অপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।



প্রকাশকের নিবেদন।

কোনও মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধকের কল্যাণার্থ যে সকল
পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকখানি মাত্র এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ
করিলাম। উদ্দেশ্য—যদি আর কাহারও কল্যাণ হয়।

গ্রন্থে বিষয় সহজবোধ্য করিবার জন্য, পার্শ্ব-সূচী (Marginal notes) ও পাদ-টীকা (Foot-notes) যোগ করিয়া দিলাম।

তগবান যদি সকল পত্র প্রকাশ করিবার শক্তি দেন, তবে সাধনার
বিভিন্ন অবস্থার সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানাইতে পারিব। এ খণ্ডে
তাহার অংশমাত্রই দিতে সমর্থ হইলাম।

সাধক ! মনে রাখিবেন—“সকল ঔষধই যেমন সকল রোগীর জন্য
নয়, সকল নিয়মও তেমনি সকলের জন্য নয়”। এ গ্রন্থে সাধনার কত
কথাই আছে, আপনার সাধন ভাবের যেটী অশ্বকুল, আপনি কেবল
সেইটাই গ্রহণ করিবেন।

এই গ্রন্থের মধ্যে অধ্যাত্ম-রাজ্যের যে সকল তথ্য মিলিবে, তাহার
একটো অশুমান-কল্পনা-বা-অতিরঞ্জন-মূলক নহে; সকলই অশুভ্রতির
কথা। আপনারাও সেই অস্ত্রসন্ত-সন্ত্যকে লাভ করুন, ইহাই
প্রার্থনা। ওম।



প্রথম অনুবাক।

১

২০

৩



আকাশ ও বাতাস, দিবস ও যামিনী, মরণ ও অমরণ, ব্রহ্ম ও জগৎ—
কিছুই যখন ছিল না, যাহা আছে এবং যাহা নাই,
তাহার কিছুই যখন ছিল না, তখন কেবল একই
বর্তমান ছিলেন; সেই এক হইতে স্বতন্ত্র আর কিছুই
ছিল না; ‘কিছুনা’য় আবরিত হইয়া সেই এক চৈতন্য-
সত্তা যেন মহাধ্যানেই বিরাজমান ছিলেন!*

*নাসদাসীজ্ঞে সদাসীতদানীঃ নাসীদ্বজ্ঞে নো ব্যোমা পরো ষৎ।

কিমাবরীঃ কৃহ কস্ত শর্মন্তঃ কিমাসীদ্বহনঃ গভীরঃ ॥১॥

ন মৃত্যুরাসীদ্বৃত্তঃ ন তহি ন বাত্যা অহ আসীৎ প্রকেতঃ ।

আনীদবাত্তঃ স্থধৰ্ম তদেকং তত্ত্বাক্ষুণ্ণ পরঃ কিংচনাস ॥২॥

তথ আসীতমসা গুড় হমগ্রেহপ্রকেতং সলিলঃ সর্বমা ইনঃ ।

তুচ্ছেনাভু পিহিতং যদাসীতপস্তুমহিনাজামতেকং ॥৩॥

খণ্ড-সংহিতা, ১০ম মণ্ডল, ১২৯শ সূক্ত ।

বেদ-বাণী

সে এক গভীরতম গভীরতা ! সে এক অতুলনীয় গান্ধীর্য ! সে এক সীমা-হীন অনন্ত !

সেই এক পরমাত্মাই যখন ছিলেন, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে বুবিবে ?

অঙ্ককারে আবার অঙ্ককারের প্রকাশ কি ? অনন্তে আবার অনন্তের প্রকাশ কি ? অব্দেতে আবার অব্দেতের প্রকাশ কি ?

সেই এক প্রকাশিত হইলেন। লীলাই বল, স্বভাবই বল, আর যে কারণই বল, তিনি প্রকাশিত হইলেন।

অব্দেতের প্রকাশের জন্য দৈত, অনন্তের প্রকাশের জন্য সান্ত, স্থথের প্রকাশের জন্য দুঃখ, পরমাত্মার প্রকাশের জন্য জগৎ প্রয়োজন।

দুঃখই স্থথময়কে প্রকাশ করিল। জড়ই চৈতন্যকে প্রচার করিল। অনিত্যই নিত্যের সন্ধান বলিয়া দিল। বছই একের আভাস প্রদান করিল।

তুষার-মণিত হিম-গিরি তাঁহার মহিমা প্রকট করিল। সীমা-শূন্য অস্মুনিধি তাঁহারই গান্ধীর্য প্রদর্শন করিল। তাঁহারই তেজ মার্ত্তগে, তাঁহারই সৌন্দর্য কুশ্মে, তাঁহারই প্রেম মাতৃ-সন্তে,—তাঁহারই ক্ষমতা জগচক্রে প্রকাশিত হইল।—অনন্ত প্রকারের অনন্ত চিম্বীর (Chimney)

বেদ-বাণী

ভিতর দিয়া এক অনন্ত-জ্যোতির অনন্ত প্রকারের
প্রকাশ হইল !

কে বলিবে, কেমন করিয়া এই স্ফটি হইল ? সর্বগত
নিরঙ্গন চৈতন্য-দেব ব্রহ্মাণ্ড রূপে, বিরাট শরীরে প্রকাশিত
হইলেন ।

কি মহিমা-মণ্ডিত বিশ্ব-মূর্তি ! স্বর্গ তাঁহার মন্তক,
ভাস্তুর তাঁহার লোচন, পৰন তাঁহার নিষ্ঠাস, আকাশ
তাঁহার দেহ, পৃথিবী তাঁহার পদ !

কিন্তু, মনে করিওনা, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশেই পরমাত্মা
নিঃশেষিত হইয়াছেন বা কমিয়া গিয়াছেন বা পরিবর্তিত
হইয়াছেন । তিনি পূর্বেও যেমন ছিলেন, এখনও
তেমনই রহিলেন ! এখনও তেমনই পূর্ণ, তেমনই ছিল,
তেমনই অনন্ত, তেমনই এক-রস, তেমনই অবকাশ-
বিহীন !

অঙ্গ-সমূজ যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনই রহিলেন ;
অথচ ইহার মধ্যে, ইহারই শক্তিতে, ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্বুদ্ উঠিল,
ভাসিল, খেলিতে লাগিল ! আবার, সেই বুদ্বুদের
ভিতরেও, বাহিরেরই মত, এক অর্থণ চৈতন্য-সন্তা
সর্বজ্ঞ সমভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন ! ইহা কেমনে
হইল, কে জানে ?

কিন্তু, বুদ্বুদ্ কতক্ষণ থাকে ? চপলা কতক্ষণ ন্ত্য
করে ? ব্রহ্মাণ্ডই বা কতক্ষণ থাকিবে ?

বেদ-বাণী

বুদ্ধবুদ্ধ সাগরে বিলীন হইবে। যা কিছু আছে, তা ও থাকিবে না ; যা নাই, তা ও থাকিবে না। কোন চিহ্নও থাকিবে না। কেবল **একই একের** উপর বিরাজ করিবেন। কেবল **একই** যেম মহাধ্যানে বিরাজমান থাকিবেন !

আর, এই **একের** ভিতরে যে বিশ্বের অভিনয়, ইনি তাহার নিয়ন্তা হইয়াও অচল, কর্তা হইয়াও অকর্তা, সর্বগত হইয়াও নির্লিপ্ত ! ইনি সর্বদাই ধীর, স্থির ও শান্ত, ‘শুন্দম-অপাপবিদ্ধম’।

এই যে বিশ্বের খেলা, ইহাকে সত্য বলিতে হয়, বল ; মিথ্যা বলিতে হয়, বল ; আর যা কিছু বলিতে হয়, বল ; কিন্তু এ খেলা একবার দুইবারের জন্য নয় ;—কতবার কত বিশ্ব, বৃহুদের মত, ইহাতে উঠিবে, উঠিয়া খেলিবে, খেলিয়া আবার ইহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। একটিও বরাবর থাকিবে না। কিন্তু, এই অবকাশ-হীন, বিকার-হীন, সম-রস **একই** একই ভাবে বরাবর ছিলেন, বরাবর আছেন, বরাবর থাকিবেন। এই এক চৈত্য-সত্তাই সর্বদা সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান। এই এক আনন্দ-স্বরূপই সর্বদা সর্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

ভগবৎ-প্রাপ্তি ইহাকে না পাইলে অভাব-বোধ ঘোচে না, সংসার-উদ্দেশ্য বন্ধন টুটে না, দুঃখের অবসান হয় না।

ইহাকে পাইলেই আনন্দ, ইহাকে পাইলেই তৃপ্তি,

বেদ-বাণী



ইঁহাকে পাইলেই শান্তি ।

ইঁহাকে পাওয়াই জীবনের লক্ষ্য ; ইঁহাকে লাভ করাই পরম পুরুষার্থ ; এবং, ইঁহাকে পাইবার চেষ্টাই কর্তব্য এবং একমাত্র কর্তব্য ;—তাহাই পুণ্য, তাহাই ধৰ্ম এবং তাহাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধিকার ।

ইঁহাকে যদি এই শরীরেই লাভ করিতে পার, তবেই জীবন সফল ।

ইঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ-পণ কর । ‘ইঁহাকে না পাইয়া কিছুতেই নিরুত্ত হইবে না’—বুদ্ধ-দেবের মত, এমন প্রতিজ্ঞা কর । উৎসাহের সহিত, অধ্যবসায়ের সহিত, নিপুণতার সহিত অগ্রসর হও ।

কিন্তু, ইঁহাকে কেমন করিয়া পাইবে ? চক্ষু ঝাঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য ঝাঁহাকে বর্ণন করিতে পারে না, মন ঝাঁহাকে চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, যিনি সৃষ্টির অতীত এবং বৃদ্ধির পর, সেই গুণাত্মীত পর-ব্রহ্মকে কেমন করিয়া মিলাইবে ?

উপায় আছে । ‘অবাঙ্গ্মনসগোচরম্’ হইলেও, তিনি ভক্তি-লভ্য, তিনি ভাব-গম্য ।

উপায়

মনকে বিষয়-বিমুখ করিয়া ভগবন্মুখী কর । সর্বদা ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক ।

ভগবানে যার অহুরাগ জগ্নিয়াছে, তার বেদ-পুরাণে প্রযোজন কি ? যে বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করিয়াছে, তার

বেদ-বাণী

দর্শনশাস্ত্রে প্রয়োজন কি? যে জগদগুরুর মঙ্গল-হস্ত
সর্বদা দেখিতে পাইতেছে, তার অন্ত সাহায্যের প্রয়োজন
কি? যার মন ভগবানে ডুবিয়াছে, তার জগতে প্রয়োজন
কি?

সর্বদা তাঁহাকে ভাব, তাঁহার চিন্তা কর, তাঁহাতে
ডুবিয়া থাক, তাঁহাতে বিজীব হইয়া যাও। নিত্য-স্মরণে,
অক্লাদের মত, কৃতার্থ হও।

৩/কাশীধাম ;
১১ই পৌষ, ১৩২৪।

୪

ନିରାପଦ୍ଧତି ।

* * * ଦୀର୍ଘ ପତ୍ର ଲିଖିତେ ବଲିଯାଛ ; ଲେଖା-ପଡ଼ାୟ,
କଥା-ବାର୍ତ୍ତାୟ ଆର ବେଶୀ ଫଳ କି ? ଉପନିଷତ୍ ବଲେନ :—

ଅହୁଭୂତିଃ ବିନା ମୁଢୋ ବୃଥା ବ୍ରକ୍ଷଣି ମୋଦତେ ।

ପ୍ରତିବିଷ୍ଟିତ-ଶାଖାଗ୍ର-ଫଳାସ୍ଵାଦନ-ମୋଦବ୍ୟ ॥

ତାଇ, ଅହୁଭୂତି ଚାଇ । ବୁଝିତେ ହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସକଳ
ହିଁଯାଛେନ ଓ ସକଳ କରିତେଛେନ । ସକଳ ରୂପଙ୍କ ତାହାର
ରୂପ, ସକଳ ଶବ୍ଦଙ୍କ ତାହାର ନାମ ଏବଂ ସକଳ କର୍ମଙ୍କ ତାହାର
ଆନନ୍ଦ-ଲୀଳା । ବୁକ୍ଷେର ମର୍ମରେ, ଅମରେର ଗୁଞ୍ଜରେ, ନଦୀର କୁଳ-
ଧନିତେ, ବ୍ୟାସ୍ରେ ଭୟାବହ ଗର୍ଜନେ, କ୍ରୋଧୀର ଉତ୍ତେଜିତ
ଚୀତକାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମିକେର ପବିତ୍ର ସଙ୍କୀତେ ପ୍ରେମଯେର ରସମୟ
ନାମଙ୍କ ଶୁଣିତେ ହିବେ । ପରାର୍ଥ ଆତ୍ମ-ବିଦ୍ରଜନେ ଏବଂ
ଆଜ୍ଞାର୍ଥେ ପର-ପୀଡ଼ନେ ସମଭାବେହ ତାହାର ପ୍ରେମ-ଲୀଳା ଦର୍ଶନ
କରିତେ ହିବେ । ଚିତ୍କରେର ତୁଳିକା, କଶାଇଏର ଛୁରିକା
ଏବଂ ଦେବ-ମୂର୍ତ୍ତିର ପୁଷ୍ପ-ମାଲିକା,—ଏ ସକଳଙ୍କ ‘ତିନି’ ବଲିଯା
ମନେ କରିତେ ହିବେ । ଆବାର, ଯେ ଅନନ୍ତ-ଶକ୍ତି ବିଧାତା
ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ-କୋଟି ବ୍ରକ୍ଷାଣେ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅନନ୍ତ ରୂପ
ଧାରଣ କରିତେ ପାରିତେଛେନ, ତିନି—ମେଇ ଇଚ୍ଛାମୟ କୃପା-

ଅହୁଭୂତି

বেদ-বাণী

নিধান ভক্তের মনোরঞ্জনের জন্য, আমাদিগের মঙ্গলের নিয়িত, উপাসকের ইচ্ছা ও প্রকৃতি অনুসারে, এক বা অনেক মূর্তি যে ধারণ করিতে পারেন, ইহা ও বুঝিতে হইবে। বুঝিবার জন্য প্রথমে বিশ্বাস, পরে আলোচনা ও চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বাস উপলব্ধিতে পরিণত হয়। এবং এই প্রকার উপলব্ধি, সময়-ক্রমে উচ্চতর উপলব্ধি সমূহে সাধককে লইয়া যায়। তখন জ্ঞান ও ভক্তি, সাকার ও নিরাকার, দ্বৈতবাদ ও অর্দ্বেতবাদ—এ সকল বিবাদ ও সন্দেহ চিরকালের জন্য বিদ্যায় গ্রহণ করে।

কি কর্তব্য

এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য, অবশ্যই, চেষ্টা করিতে হইবে। যদিও ব্রহ্মচর্যবলে শরীর চলিশ বৎসর বয়সেও কর্মক্ষম থাকিতে পারে, তথাপি ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা চলিশ বৎসর বয়সে যে কর্ম-ক্ষমতা কমিয়া যাইবে, ইহা প্রকৃতির অন্তর্জন্মনীয় নিয়ম। তাই, একটু সময়ও ফেন বৃথা ব্যয়িত না হয়। যে প্রকার বন্দোবস্ত করিলে সাধনের অধিকতম স্ববিধি হয়, তাহাই করণীয়। যে কর্ম ভগবান-লাভের সহায়, তাহাই কর্তব্য, তাহাই পুণ্য এবং তাহাই মঙ্গলজনক; আর যাহা ভগবৎ-পথের অন্তর্যায়, তাহাই অকর্তব্য, তাহাই পাপ এবং তাহাই অঙ্গভের নিদান। লোকের মনৱক্ষা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অন্ত কোন কারণে সাধনের বিষ্ণ ঘটান মানসিক দুর্বলতা মাত্র। সাধনের পক্ষে সকল প্রকার চঞ্চলতাই দোষজনক। এক প্রকার নিয়ম অনুসারে

বেদ-বাণী

বহুকাল চলিতে হয়। থাকা, থাওয়া, শোওয়া, সাধনকরা
প্রভৃতি সকল কর্মই স্বশৃঙ্খলা ও স্বনিয়মের সহিত চলা
উচিত। * * * * *

তবে, যদি ভগবানে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা থাকে, ‘যাহা
যখন প্রয়োজন, তিনিই করিয়া দিবেন, মানুষের কোন
হাত নাই, মানুষ তাহার হাতের পুতুল মাত্র’—এইরূপ দৃঢ়-
বিশ্বাস থাকে, তবে কিছুই করিতে হয় না। এ প্রকার
সাধকের নিয়মিত ধ্যান, জগ কিছুই বেশী দিন থাকে না।
গানে আছে :—

‘মদনের যাগ-যজ্ঞ ব্ৰহ্মাময়ীৰ রাঙা পায়’।

এ অবস্থা আসিলে, ‘সাধন করিব’, ‘মুক্তিলাভ করিব’,
‘ভগবদ্দৰ্শন করিব’, এ সকল ইচ্ছাও থাকে না। তখন
কেবল বলে, “তোমার ইচ্ছা হটক পূৰ্ণ, কুণ্ডাময় স্বামি !”
“ধনং মদীঘং তব পাদ-পক্ষজম্ম ।” * * * * ইতি ।

স্বর্গাশ্রম ;

শুভাকাঞ্জী—

১১১'১৪

ଶ୍ରୀ

ନିରାପଦ୍ମ ।

ଚିଠି ଲିଖିବାର ପୂର୍ବେ ଏକଟି କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଯା ଲାଇ ।
ଅନାଥ ବାଲକ ତୋମରା ତ କତ ଲୋକକେ ଦୟା କର,—ଏକଟି ଅନାଥ
ବାଲକକେ ଆଶ୍ରମ ଦିତେ ପାର ? ଛେଳେଟିର ନା ଆଛେ ମା,
ନା ଆଛେ ବାବା ; ଥାକିବାର ସର ନାହିଁ, ପରିବାର କାପଡ଼
ନାହିଁ । ଏଇ ପ୍ରତି କି ତୋମାଦେର ଦୟା ହିଁବେ ?

ଛେଳେଟି ଆଶ୍ରମେର ଜଣ୍ଠ କତ ଲୋକେର ନିକଟେ ଗିଯାଛେ !
ଅନ୍ଧକାରମୟୀ ରଜନୀର କ୍ରୋଡ଼େ ସଥନ ଜଗଃ ନିଦ୍ରା-ଶୁଖ-ମଘ,
ତଥନ ଏକଟୁ ଆଶ୍ରମେର ଜଣ୍ଠ କତ ଲୋକେର ଦୟାରେ ଧାକା
ଦିଯାଛେ ! କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କେହିଁ ଦୟାର ଥୋଲେ ନା—କେହ ସାଡ଼ା
ଦେଇ ନା—କାହାରେ ଘୁମ ଧେନ ଭାଙ୍ଗେ ନା ! ଡାକେର ପର ଡାକ
ଶୁଣିଯା, ଧାକାର ପର ଧାକାର ଶବ୍ଦ ପାଇୟା, ଘୁମ ଏକ ଏକ ବାର
ଭାଙ୍ଗିଲେଓ ଆବାର ଅମ୍ବନିଇ ନାକ ଡାକିତେ ଆରଣ୍ୟ କରେ !
ଏହି ବାଲକଟିର କଥା କତ ଲୋକେ ଶୁଣିଯାଛେ, କିନ୍ତୁ କେହିଁ
ଏ ବିଷୟେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏ ନା । ମନୋଯୋଗୀ ହିଁବେଇ ବା
କେନ ? ସଂସାରେର ଲୋକ ତେଲୋ ମାଥାଯାଇ ତେଲ ସମେ, ଫିରେ
ପାବାର ଜଣ୍ଠାଇ ଦାନ କରେ । ଏଖାନେ ତ ପ୍ରେମେର ହାଟ ନାହିଁ,—
ସର୍ବତ୍ର କେନା-ବେଚା—ଦୋକାନଦାରୀ ! ତାହିଁ, ଲୋକେ ଏ'କେ

বেদ-বাণী

আশ্রয় দিতে চায় না। অবগ্নি, ছেনেটির একটু দোষও আছে। সে বলে, “যে ঘরে আমাকে থাকিতে হইবে, সে ঘরে আর কেহ থাকিতে পাইবে না,—গৃহস্থামীও না। আমিই সে ঘরের সর্বময় কর্তা হইব।” কয় জনে তেমন ভাবে—অতিথিকে নাগমহাশ্যের মত—ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে? আরও একটু দোষ আছে,—স্বযোগ পাইলেই, আশ্রয়দাতার যথাসর্বস্ব চুরি করে! পওহারী বাবার মত ক'জন আছে যে জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া চোরকে সর্বস্ব অর্পণ করিবে? অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দের মত উন্মাদ কোথায় পাওয়া যায় যে হত্যাকামীকেও অবাধে প্রেম বিলাইবে?

সংসারের ‘দয়ালু’ বড়লোকদের আশা ছাড়িয়া দিয়া বালকটি আশ্রয়ের জন্য প্রায়ই বনে বনে, পাহাড় পর্বতে—যেখানে ভিক্ষুগণ কিছু হারাইবার আশঙ্কা করে না—সুরিয়া বেড়ায়। বালকটি কিন্তু সদাই বলে, “যে আমাকে আশ্রয় দান করিবে, তার কোনই ভয় নাই।” এ প্রলাপ বাক্যেরই বা অর্থ কি?

তাহাকে, পাইবার জন্য প্রয়োজন,—দেহকৃপ দেবালয়-থানি সম্পূর্ণরূপে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া,—সর্বস্ব-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ সম্পন্ন করা—শরীর, মন, আণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমুদয়ই, বিনা প্রত্যাশায়, তাহাকে অর্পণ করা। সরল ভাবে বলিতে হইবে:—

ভগবানে আশ্রয়-বিসর্জন

বেদ-বাণী

“নিবেদয়ামি চাআনং, স্বং গতিঃ পরমেশ্বর ।”

এই সকল ঠিক ঠিক হইলেই তাহার উত্তর হয় :—

“অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িত্যামি, মা শুচঃ ।”

এই যে আত্ম-নিবেদন, ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিসর্জন, ইহার মধ্যে, লক্ষ্য করিলে, প্রেম-প্রবাহী দেখিতে পাইবে । প্রেম প্রত্যাশা রাখে না, দোকানদারী জানে না, স্বার্থপরতার ধার ধারে না । সে দিয়াই স্থথী, সে পাইতে চায় না । ‘ভাল না বাসিয়া পারি না—তাই ভালবাসি ; কেন,—জানি না । ভালবাসিতে হয়,—তাই ভালবাসি । কিছুই চাই না । আমাকে যে ভাবে রাখিয়া তিনি সন্তুষ্ট, তাহাতেই আমি স্থথী । তিনি কৃপা করুন্ বা না করুন্, আমি চাই কেবল তাকে ভালবাসিতে ।’—ইহাই প্রেমের স্বরূপ । এই প্রেম লাভ করিবার জন্য ঘোল-আনা মনই তাতে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হয় । চেষ্টা করিতে করিতেই চেষ্টা ফলবত্তী হয় ।

কেহ বলেন, “যতই সাধন-ভজন করি, যতই আশা করি, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হইবার নহে । তবে আর আশা করিয়া বৃথা অশান্তি ভোগ করিব কেন ? ধার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে ; ধাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে একটি সামান্য ধূলি-কণাকেও স্থান-অষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই ; যে অনন্ত-মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের প্রত্যেকের উন্নতি এবং মুক্তির জন্ম,

বেদ-বাণী

তাঁহার প্রেম-লীলার পূর্ণস্বের জন্য, প্রত্যেক জীবকে, প্রত্যেক জাতিকে ও প্রত্যেক জগৎকে প্রতি মুহূর্তে শুভ পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ; যিনি আমাদের বাস্তব-মঙ্গল আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞানেন ও ইচ্ছা করেন ; আমাদিগের কর্তব্য,—সমুদয় অজ্ঞানকৃত বাসনা ও কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বথা তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্তন করা । ‘তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক’ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রার্থনা কখনও মানব-কঠো ধ্বনিত হয় নাই ।”

‘ছোট আমি’কে ত্যাগ করিতে হইবে । নিজের কর্তৃত্ব বিসর্জন দিতে চেষ্টা করিতে হইবে ।

দ্রৌপদী যতক্ষণ লজ্জা নিবারণের জন্য হাতে কাপড় ধরিয়া উচ্ছেস্থরে “বিপদে কাণ্ডারি মধুসূদন !” বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, ততক্ষণ অবিচলিত-প্রেমময়ের কর্ণে সে কাতর বিলাপ প্রবেশ করে নাই । কিন্তু যখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়া দুই হাত উর্কে তুলিয়া সরল মনে বলিলেন, “তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করণাময়স্বামি !” তখনই সেই মনের অস্ফুট-বাণী ভগবানের বধির কর্ণে প্রবিষ্ট হইল—বন্দের দীর্ঘতা দুঃশাসনের আশ্রী শক্তিকে পরাজিত করিল ।

যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, “অনন্তশক্তি বিশ্ব-বিধাতাই সকল করাইতেছেন । তাঁহার নিকটে কিছুই অসন্তব নাই,—এ কথা বিশ্বাস করিতে হইবে । যখন

বেদ-বাণী

কোথায়ও বক্তৃতা করিতে হয়, পূর্বে তজ্জন্ম প্রস্তুত হইও না। কারণ, প্রস্তুত হওয়া ত নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করা। যিনি মুককেও বাচাল করিতে পারেন, বক্তৃতা যদি তাঁহারই ইচ্ছায় হয়, তবে, পূর্বে চেষ্টা না করিলেও তাঁহার শক্তি বক্তৃতা-রূপে তোমার ওষ্ঠদ্বয় হইতে প্রকাশিত হইবে।”

নির্ভরশীল ব্যক্তি কখনও মনে করে, ‘ঘতদিন তিনি অহং রাখিবেন, ততদিন কেবল তাঁহারই নাম, তাঁহাকেই চিন্তা করিতে থাকি। এই শরীরকে যে ভাবে ইচ্ছা, রাখুন।’

আবার, কখনও কখনও সাধন ভজন করিতেও ইচ্ছা হয় না, নাম করিতেও ভাল লাগে না।

কখনও সাধক মনে করে, ‘তিনিই সকল করাইতেছেন’; কখনও বা মনে হয়, ‘তিনিই সকল করিতেছেন—সাধনও তিনিই করিতেছেন। কোন শরীরে মুক্ত হইয়া, কোন শরীরে সাধক হইয়া, কোন শরীরে বা বন্ধ থাকিয়া সেই আনন্দময় প্রেম-লীলা সম্পাদন করিতেছেন।’

কখনও কেহ বলে, ‘তিনিইত সকল করেন। আমি যে বিষয়-চিন্তা করি, নানা ব্যাপারে লিপ্ত আছি, এও ত তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা নয় বলিয়াই আমি সাধন করি না।’ কথাটাতে সত্য আছে বটে; কিন্তু, যে ঠিক ঠিক মনে করে যে ভগবানই সকল করেন, যে ঠিক ঠিক

বেদ-বাণী

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করে, সে ভগবানকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। সে যাই করুক, জগ-ধ্যান করুক আর না করুক, সর্বকর্ত্ত্বের-কর্ত্তা-ভগবানে মন থাকিবেই। এইটাই পরীক্ষা।

‘আমি তাহাতে সর্ব-সমর্পণ করিয়াছি, সেই বলেই তাহাকে পাইব’, এ ভাবও থাকিবে না। কঠোর সাধনই কর, আর সর্বস্ব তাহাকে সমর্পণ করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস ও নির্ভরই কর, আর যে উপায়ই অবলম্বন কর,— তার কৃপা ব্যতীত তাহাকে পাইবার অন্য পথ নাই এবং কোন কর্মই সেই পরমানন্দকে পাইবার পক্ষে প্রচুর নহে। তাই, সমুদ্ধয় বাসনা ত্যাগ করা চাই ; সমুদ্ধয় চিন্তা বর্জন করা চাই ; সর্বদা ভগবানে মন রাখা চাই। এই ভাবের চেষ্টা চলিতে চলিতে মন নির্শল হইবে, অবিশ্বার গ্রহিত ভিন্ন হইবে, দ্বন্দ্যে শাস্তিময়ের আসন স্ফুরিত হইবে।

একটি বিশ্বাস থাকা চাই,—‘তিনি যখন যা ইচ্ছা, তাই করিতে পারেন। তার ইচ্ছা হইলে প্রত্যেক মৃহুত্তেই আমাকে যে কোন রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিতে পারেন। আমি যাহাই করি না কেন, যেমনই হই না কেন, কোন বাধা নাই।’ সকল সময়ে ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইতি।

সর্গাশ্রম ;

শুভাকাঞ্জী

৮।১।'১৪

* * *

ନିରାପଦ୍ଧତି ।

ସକଳ ବାସନା-କାମନା ଭଗବାନେର ପାଦପଦ୍ମେ ବିସର୍ଜନ ଦିତେ ହିବେ—ଏକପ ପୂର୍ବପତ୍ରେ ଲିଖିତ ହିଯାଛେ । କିନ୍ତୁ “ଆଶା-ପାଶ-ଶତେର୍ବଦୀ” କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ କେମନ କରିଯା ତାହାତେ ସମ୍ରଥ ହିବେ ? ମେ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ପ୍ରକୃତିର କରାଯସ୍ତ ହିଯାଇ ରହିଯାଛେ ! ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗଲି ଯେ ଆପାତମନୋରମ ବିସ୍ମୟ-ଜାଲେଇ ଆବଦ୍ଧ ! ମେ ଯେ ଦେହକେଇ ଆୟ୍ମା ମନେ କରିଯା ଦୈହିକ-ସ୍ଵର୍ଥ-ମାଧ୍ୟନେଇ ବ୍ୟନ୍ତ ! ମେ ଯେ କାହାକେ ଆପନ, କାହାକେ ପର ମନେ କରିଯା ଆୟ୍ମା-ବକ୍ଷଣେ ଓ ପର-ଦମନେ ସଦାଇ ନିୟୁକ୍ତ ! ମେ ଯେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶକ୍ତାୟ ସର୍ବଦା ଭୀତ ଓ ସନ୍ତ୍ରନ୍ତ ! ସାହାରା ଭାଲଲୋକ, ତାହାରା ଓ ଯେ ପର-ଦୁଃଖ-ମୋଚନେଚ୍ଛାୟ କାତର ! ଏଥିନ ଉପାୟ କି ?

ନିଷ୍ଠେଗୁଣୀ ହିନ୍ଦୁ-
ବାର ଉପାୟ

ଶାନ୍ତି ବଲେନ, କୌଟା ଦିଯା ଘେମନ କୌଟା ତୁଳିତେ ହୟ, ତେମନି ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣେର ଆଶ୍ରୟ ଲହିଯା ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣକେ ପରାଭୂତ କରିତେ ହୟ; ପରେ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣକେ ଓ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେ ଗୁଣାତୀତ, ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏଯା ସାଇଁ । ପ୍ରଥମତଃ ସାହିକ ବିଭୀଷଣେର ସାହାଯ୍ୟେ କୁନ୍ତକର୍ଣ୍ଣପୀ ତମ ଓ ରାବଣରପୀ ରଜ ଗୁଣକେ ପରାନ୍ତ କରିଯା, ପରେ ଲକ୍ଷାର ବିଭୀଷଣକେ ଆବାର

বেদ-বাণী

লক্ষ্যাই পাঠাইয়া দিতে হয়। ভগবান বলিয়াছেন,—

“ত্রেণ্য-বিষয়া বেদা, নিষ্ঠেণ্যে ভবার্জন।”

অনেক সময়ে বহিরাবরণ দেখিয়া তামসকে সাধিক
বা শুণাতীত বলিয়া ভূম হইতে পারে। তাই ত্রিগুণের
প্রকৃতি বেশ করিয়া বুঝিতে হয়। গীতা এ বিষয় বেশ
স্পষ্টক্রমে নির্দেশ করিয়াছেন।

বাসনাগুলিকে ক্রমে ক্রমে ভগবন্ধু করিতে হয়।
জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবদ্দর্শন এই সকলই কামনা করিতে
হইবে। এবং তন্ত্রিমিত, তৎসঙ্গে অন্ত্যান্ত ইচ্ছাগুলিকে
দমন করিতে হইবে। যতই ভগবানের দিকে টান
বাঢ়িবে, ততই অন্ত্যান্ত প্রবৃত্তি আপনিই সংবত হইতে
থাকিবে। তারপর যা প্রয়োজন, ভগবানই করিয়া
লইবেন।

ভগবদ্বিষয়ক কামনায় দোষ নাই। তুমি ওগুলি বেশ
রাখিতে পার।

যে মনে করে, ‘পুতুল-বাজীর পুতুল আমরা, যেমন
নাচায, তেমনি নাচি’; যে চিন্তা করে, ‘তিনিই সকল
যত্ত্বের যত্ত্বী’; যে ভাবে, ‘সাপ হয়ে কাটি তুমি, ওরা হয়ে
বাড়’; যে দেখে, ‘এত দয়া ও পরোপকারের চেষ্টা সত্ত্বেও
পৃথিবীর দৈন্য, দুর্দশা যেমন তেমনই আছে; দুঃখকে এক-
কালে তাড়াইয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব’; তার মন আর
বেশী দিন বাসনা-কামনায় আন্দোলিত হয় না। যে বুঝিতে

বাসনা

বেদ-বাণী

আরঞ্জ করে—‘যখনই মনে তরঙ্গ উঠিতে থাকে, তখনই
ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাই’, তার মন কি আর কর্ষে
আসক্ত হয়?

লোকের প্রকৃতি কি? সে স্থথ চায়, দুঃখ চায় না।
যে স্থথটুকু পাই, তাহা ধরিয়া থাকিব; অথচ তৎসঙ্গে
অবিচ্ছেদ-ভাবে-সম্বন্ধ যে দুঃখটুকু, তাহা লইব না! তা
হবে কেন? হয়, দুইই ছাড় ; নয়, দুইই লইতে হইবে।
এ সকল বিচার করা চাই।

যখন পূর্বসংস্কার-বশতঃ কর্ম-প্রয়োগ মনে জাগে,
তখন ভগবানে সমর্পিত-চিন্ত সাধক মনে করে, ‘সকলই
যখন ভগবানে সমর্পণ করা হইয়াছে, তখন আর আনি
কর্ত্তা হইবার কে? কার জন্য কে কি কর্ম করিবে?’

যদি সংসারের ছোট-খাটো স্থথ ত্যাগ করিলে অনন্ত
স্থথ পাওয়া যায়, তাঁতে ক্ষতি কি?

কিন্ত, যাহুষ যতই বিচার করুক, দেহে আত্ম-বুদ্ধি
বশতঃ কামনা ও চাঙ্গল্য নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে
না। কিন্ত, তজ্জ্য কোন আশঙ্কা করিতে হইবে না।
সাধন-পথে-অগ্রসর মানব যখনই শক্তির অল্পতা বোধ
করে, চড়াই উঠিতে ইঁপাইয়া পড়ে, তখনই দুর্বলের বল
দীনবন্ধু—“জগজ্জিতায় কৃষণয়” নির্জীব দেহে সংজীবনী সুধা
সঞ্চারিত করেন এবং প্রয়োজন হইলে স্বয়ংই পথ-শ্রান্তকে
বহন করিয়া লইয়া যান। এই জন্যই ততিনি মঙ্গলময়;

এই জন্মই ত তিনি প্রেমময় পতিতপাবন ! নহিলে, মায়া-জাল-জড়িত দুর্বল মনুষ্যের উপায় কি ? নহিলে, কোন্‌আশ্চাসে, কোন্‌বিশ্বাসে, কোন্‌প্রাণে মানব তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবে ? “ন যে ভদ্রঃ প্রণগ্নতি”—এই আশ্চাস-বাণী কি প্রেম-কর্তৃণাই ঘোষণা করিতেছে ! গীতার কথা একটাও অবিশ্বাস করিও না । ভগবান যোগযুক্ত—সমাধিষ্ঠ হইয়া গীতা বলিয়াছিলেন,—এ কথা মহাভারতে আছে ।

যে যে প্রকারের লোকই হউক না কেন,—পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু—প্রত্যেকেরই কতকগুলি শুভ মুহূর্ত আসে, তখন সে প্রশান্ত-চিত্ত থাকে । ঐ সময়ে যদি যথাসাধ্য সরল ভাবে বলে, ‘ঠাকুর ! তুমি আমার সমস্ত ভার গ্রহণ কর ; আমি চলিতে পারি না, তুমি কোলে করিয়া লইয়া যাও । আমি আশা-পাশে বদ্ধ, মোহ-মন্দিরায় অচেতন, ভাল-মন্দ বুঝিতেছি না,—তুমি আমার মঙ্গল কর । আমি সাধন জানিনা, কৃপা করিয়া তুমি আমায় দেখা দাও’ ; তাহা হইলে, সে কথা ভগবানের কর্ণে নিশ্চয়ই পহঁচিবে ; ক্রমে ক্রমে ঐক্রপ শুভ মুহূর্তের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে এবং অনন্ত করুণার বিশাল দ্বার তাহার জন্ম চির-মুক্ত হইবে ।

প্রথম প্রথম অনেক চাক্ষল্য হয় । একবার আত্ম-সমর্পণ করিলাম ; একটু পরেই অহং আসিয়া আমার

বেদ-বাণী

অজ্ঞাতসারে কোথায় লইয়া গেল ! যখনই টের পাই,
তখনই পুনরায় আত্ম-সমর্পণের সঙ্গে করিতে হয় । এই-
রূপ করিতে করিতেই অহঙ্কার ও চাক্ষুল্য দূর হয় ।

তাই বলিতেছি, কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই ।
যে অবস্থাপন্নই হও না কেন, যত অধিক সময় ও যত
অধিক বার সন্তব, তাঁর দিকে তাকাইয়া থাক । তিনি
নিশ্চয়ই কোলে তুলিয়া লইবেন । যাহা প্রয়োজন, সকলই
ঘরে বসিয়া পাইবে । অনেক বড় লোকের ছেলে স্কুলে
যায় না ; শিক্ষক বাড়ী আসিয়া পড়াইয়া যান । ‘মায়ের-
ছেলে’ রামকৃষ্ণের শিক্ষার জন্যও শিক্ষকগণ যথাসময়ে
বাড়ীতেই আসিতেন । আবশ্যক হইলে ভগবান নিজেই
ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ—আরও কত কি—
শিখাইয়া দিয়া থাকেন ।

মনে রাখিও, তাহার একটা দুর্বলতা আছে ; চোখের
জল—সরল হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন মোটেই সহ করিতে
পারেন না ! ধ্যান করিতে পারিতেছ না ?—একবার কাদ
দেখি ; দেখিবে—পর মুহূর্তে ধ্যানে সজীব মুর্তি আসিয়াছে ।

আরও একটা কথা । যত কিছু কর্ম হইতেছে, যত
কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, ভগবানই সে সকলের একমাত্র
স্বাধীন কারণ । ‘এইটা ঘটিয়াছে, অতএব এইটা
হইবেই,—ইহা ঠিক নহে । ইচ্ছাময়ের ক্ষমা ইচ্ছা,

৬ - ২২
 A.C. ২২৬৮
 ২৫। ১। ১৯২৬ বেদ-বাণী

তাহাই সংঘটিত হইতেছে ও হইবে। তাহার রাজ্য অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। তোমার কনিষ্ঠা কল্প পিছিল যয়দানে দৌড়িতেছে বলিয়াই যে সে আচাড় থাইবে, এমন নয়। অনেকেই ও অবস্থায় আচাড় থায় বটে; কিন্তু সকলকেই আচাড় থাইতেই হইবে, ইহা মিথ্যা কথা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে আচাড় থাইতেও পারে, আবার তাঁর ইচ্ছা হইলে ঐ স্থানে দৌড়াইলেও সে পড়িয়া যাইবে না। তাঁর ইচ্ছাতে অনেক লোকেই ঐ ভাবে দৌড়াইতে যাইয়া আচাড় থায়। আবার, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে সকলেই আচাড় থাইবে। আচাড় থাওয়া না থাওয়া পিছিলতার বা দৌড়াইবার বা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না; সর্ব-কর্মের কর্ত্তা ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। বিশ্ব-সাম্রাজ্যের যিনি আইন-কর্ত্তা, সেই সর্বশক্তিমান ইচ্ছা করিলে কোন সময়ে কোন আইনের ব্যতিক্রম করিতেও সমর্থ। তাহার ইচ্ছাতে রক্ত-জবার গাছে সাধারণতঃ লাল ফুলই ফোটে বটে; কিন্তু, কখনও সাদা ফুল ফুটিতেও পারে। এটা চিন্তা করিও এবং সমুদয় বাসনা ও চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া, সর্বদা তাহার উপর নির্ভর করিতেই যত্নশীল থাকিও।

নির্ভরতার ভিত্তি কি, জান? ‘তিনি মঙ্গলময়, প্রেমময়’—এই বিশ্বাস।

ইতি স্তান্ত বিচার দ্বারা দৃঢ়
 বাহ্যিকার বীজি শাইরো
 ডাক সংস্কা।.....
 পরিশেষ সংস্কা।.....
 পরিশেষ আবিৎ

ভগবানের
মঙ্গলময়

বেদ-বাণী

করিতে হয়। ‘তিনি সর্বদা সকলের মঙ্গলই করিতেছেন ; আমরা অজ্ঞান-বশতঃ যাহাকে অমঙ্গল মনে করি, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে মঙ্গলই’ ; এই সত্যটা বিশ্বাস ও উপলক্ষ্মি করিতে হইবে। নতুবা অনেক সময়ে চাঞ্চল্য আসিবে। একজন কোন এক প্রকারের সাধন করিয়া বেশ উন্নতি লাভ করিল ; অমনি মনে হয়, ‘আমি কেন নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি ? আমারও ঐক্যপ করিলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধি লাভ হইত ।’ কিন্তু, ঐ পক্ষা অবলম্বন করিলে যে তোমার অধিকতর সময় লাগিবে না, বা কোন প্রকারের অস্থুবিধি ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ কি ? আর তুমি কোন শক্তিমান যে নিজের বলে সিদ্ধি লাভ করিবার আশ্পর্দ্ধা কর ? ফলতঃ, ‘নিজে কিছু করিতে পারি’—এই বিশ্বাস যতদিন থাকে, ততদিন ঠিক ঠিক নির্ভরতা আসে না।

অবোধ মানব বোঝে না যে যাহার যেকোপ ঔষধের প্রয়োজন, বৈষ্টরাজ তাহাকে তাহাই দিতেছেন। মা এক ছেলেকে মাছ-ভাত দিলেন, এক ছেলেকে সান্ত্বণ দিলেন, আর এক ছেলেকে কিছুই দিলেন না। এ বিভিন্ন ব্যবস্থা যে ছেলেদের মঙ্গলের জন্যই। ইহা যে মায়ের প্রেমেরই পরিচায়ক। যেখানে প্রেম নাই, সেখানেই পেটেন্ট ঔষধ ;—সকলের জন্য একক্রপ ব্যবস্থা। প্রেমের রাজ্যেই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ব্যবস্থা।

বলিতে পার, ‘তিনি যদি মঙ্গলময়ই হন, তবে জগতে এত রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য, জরা-মৃত্যু কেন?’ ইহার উত্তরে তোমাকে এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে তুমি আস্তা, তুমি শরীর নহ। আস্তার বিকাশের জন্মই শরীর। আস্তার উন্নতির জন্ম ভগবান শরীরকে কথনও স্থথে, কথনও বা দুঃখে নিপাতিত করেন। আবার, বর্তমান শরীর দ্বারা যতটুকু কার্য হইবার সম্ভব, সে-টুকু পূর্ণ হইলেই অধিকতর উন্নতির জন্ম, উৎকৃষ্টতর শরীর লাভের নিমিত্ত, তিনি পুরাতন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করাইয়া থাকেন।

ছাত্র যখন পাঠশালায় বেত্তাঘাত প্রাপ্ত হয়, রোগীর ফোটকে যখন অস্ত্র-প্রয়োগ করা হয়, তখন শিক্ষক ও চিকিৎসককে কি কেহ অমঙ্গলকর মনে করে?

আচাড় খাওয়া কষ্টকর বটে, কিন্তু আচাড় খাইতে খাইতেই ছেলে দাঢ়াইতে শিখে। একবার আগুণে আঙ্গুল পুড়িলেই শিশু সতর্ক হয়। নতুবা শুধু উপদেশে লোক প্রস্তুত হয় না।

রোগের ভয়, সমাজের ভয়, আইনের ভয় না থাকিলে কি সাধারণ লোক সংযমী হইত? অপমান এবং লাঞ্ছনা, অনুত্তাপ এবং বিবেকের দংশন কর লোককে উন্নত করিতেছে!

অন্ত দিকে, আবার, মনে কর, কর্তব্য-পরায়ণ ভীমসেন

বেদ-বাণী

যখন ভগবানের আদেশ সত্ত্বেও অন্ত্রত্যাগ করিলেন না,
তখন বৈষ্ণবান্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানই
তাহাকে আবৃত করিলেন !

পত্রে আর কত লিখিব ? সাধন-পথে যতই অগ্রসর
হইবে, ভগবানের মঙ্গলময়ত্ব তোমার নিকটে ততই অধিক-
তর পরিশূল্ট হইবে । বর্তমানে, বিচার করিয়া কিছু কিছু
বুঝিতে পারিবে, আর বাকীটুকু বিশ্বাস করিয়া লইতে
হইবে । সর্বদাই মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে,—‘প্রত্যেক
জীবের পক্ষে যেমন, সমাজ এবং জগতের পক্ষেও তেমনি,—
ভগবান সদাই প্রেমময় এবং মঙ্গলময়’ ।

স্মর্যের তেজ সর্বত্রই সমান ভাবে পতিত হয় ।
সেখানে মৃড়ি, মিছ'রির সমান দর । ভক্তের প্রতি
অধিক প্রেম, অভক্তের প্রতি ঘৃণা বা অল্প প্রেম—ইহা
ভগবানের রাজ্যে নাই । বিশ্ব-জননীর নিকট সকল
সন্তানই সমান প্রিয় । তিনি সকলকেই বিভিন্ন পথ দিয়া
একই স্থানে লইয়া যান । শিব প্রত্যেককেই শিবত্ব
দান করেন । তিনি সম-দর্শন । বড় নদী ও ছোট
নদী সমুদ্রে পড়িলে কি আর তাহাদের ভেদ
থাকে ?—উভয়েই সমুদ্র হইয়া যায় । যমুনার পবিত্র
সলিল আর নর্দমার দুর্গক্ষময় বদ্ধ-জল, জাহুবীতে পতিত
হইলে উভয়েরই ভেদ ঘূচিয়া যায় ; উভয়েই তখন গঙ্গারপে

বেদ-বাণী

জগৎ-পাবণী শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাই, ভয় পাইও না,
সন্দেহ করিও না, অবিশ্বাসী হইও না। অকুতোভয়ে,
প্রশান্তচিত্তে, বিনা প্রত্যাশায়, অনুরাগের সহিত,
তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন কর; সর্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয়
গ্রহণ কর, তাঁহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়। অমৃত-কুণ্ডে
ডুবিয়া থাক। চির-অমরত্বের ইহাই সনাতন পন্থ।

স্বর্গাঞ্চম;

১৪।।।'১৪

* * *



୪

ନିରାପଦ ।

ଏ ସେ ଲୋକେ ବଲେ, “ଚୋର ପାଳା’ଲେ ବୁନ୍ଦି ବାଡ଼େ,”— ଏଟା କଥାର କଥା ନଯ, ମୂର୍ଖ ସତ୍ୟ । ଆର କଥାଟା ସେ କେବଳ ଚୋର ସମ୍ବନ୍ଧେଇ ସତ୍ୟ, ତା ନଯ ; ସାବତୀୟ ସଟନା ସମ୍ବନ୍ଧେଇ ଏହି କଥାଟା ଥାଏ । ଅତୀତ ସଟନାବଳୀ ଶରଣ କରିଯା ଆମରା କତ ସମୟେଇ କତ ପ୍ରକାର ଜଲ୍ଲନା-କଲ୍ଲନା କରିଯା ଥାକି । ‘ଏଇପ ନା କରିଯା ଏଇକପ କରିଲେ ଭାଲ ହିତ’, ‘ଅୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅୟକ କାଜ କରିଲେ ଅୟକେର କ୍ଷତି ହିତ’— ଏବିଧି-ଅନ୍ତର୍ଗତ-ପ୍ରକାରେ-କଲ୍ଲନା-ଜାଳ-ଜଡ଼ିତ ହିଯା କତ ଅନାବଶ୍ଯକ ମୃତ ସଟନା ଆମାଦିଗେର ମନୋରାଜ୍ୟ ଚାରିଯୁଗେର ଅମର ହିଯା ବାସ କରିଯା ଥାକେ । କେବଳ ସେ ଅତୀତ କରୁଥିଲ ମାନସ-ସର୍ଗେର ଅମର ଦେବତା, ତା ନଯ ; କତ ଭବିଷ୍ୟଃ ଆଶା, ଅଭ୍ୟମାନ ଓ କଲ୍ଲନାକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଯା କତ ସମୟେଇ ଆମରା ସୁଧ-ଦୁଃଖ, ସୁଵିଧା-ଅସୁଵିଧା ଓ ଉତ୍ସବ-ଅବନତିର କତ ନଭିଷ୍ମଶୀ ପ୍ରାସାଦ ଗଡ଼ି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି । ନିଜ୍ରା-କାଳେ ସତ ସପ ଦେଖା ଯାଯ, ତଦପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ସପ ଜାଗରଣ-କାଳେ ସଟିଯା ଥାକେ । ବ୍ରକ୍ଷାର ଶ୍ଵାସ ଆମାଦେର ମନୋ ପ୍ରେତି ମୁହଁର୍ତ୍ତେ

বেদ-বাণী

অনন্ত অক্ষাৎ স্থষ্টি করিতেছে ।

সাধকের প্রধান কর্তব্য,—এই স্থষ্টি বন্ধ করা । অক্ষার
পূজা করিতে হইবে না,—তাঁহাকে পেন্সন্ দিয়া বিদায়
করিতে হইবে । বাহিরের জগৎ আছে থাক ; দেখিতে
হইবে, বেন ভিতরে সংসারারণ্য না জয়ায় ।

এজন্ত, প্রথমতঃ সংকল্প করা চাই । “আমার মন
কোনও দিকেই যাইতে পারিবে না ; আমি কোনও
বিষয়েরই চিন্তা করিব না”—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করা চাই ।
সর্বদা জ্ঞান-খঙ্গ হাতে লইয়া সতর্ক থাকা চাই । মনে
যথনই যে চিন্তা উঠিবে, তখনই সেটিকে ধ্বংস করিতে
হইবে । এইরূপে মন-রাবণের ‘এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া
লক্ষ নাতি’কে নিধন করা চাই ।

অনেক সময়ে অনেক চিন্তা আমাদের অলঙ্ঘিতে,
মহিরাবণ ও ডিশ্বকাদির মত, আমাদিগকে ভগবৎ-সমীপ
হইতে দূর দূরান্তে লইয়া যায় । কত দূর যাইয়া টের
পাই । টের পাওয়া মাত্রই, বলরামের মত, দৈত্য-দলন
করিতে হইবে ।

এই ভাবে কিছু কাল যুক্ত চালাইতে পারিলে,—
রাবণের পুত্র পৌত্রাদির বিনাশ হইলে, রাবণের মৃত্যু
অবশ্যভাবী । “রাবণের মৃত্যু-বাণ রাবণেরই ঘরে” ; মন
তখন নিজেই নিজকে মারিয়া ফেলিবে ।

অতি সাধানে সংগ্রাম করিতে হয় । কোন চিন্তাকেই

বনোবাশ

বেদ-বাণী

উপেক্ষা করিতে হইবে না। কোন শক্তিকেই কৃপা করিলে চলিবেন। শক্তির শেষ রাখা নিরাপদ নহে। অত্যেক চিন্তাই রক্তবীজ,—ইহা মনে রাখিতে হইবে। কেবল সংহার, কেবল সংহার। এইরূপ অব্যবরত সংহারের ফলে যখন মনোরাজ্য শুশানে পরিগত হইবে, তখনই তথায় শুশান-রঞ্জিনী আনন্দময়ীর আবির্ভাব হইবে।

যুক্ত কম্পিত-কলেবর হইবার কোনই কারণ নাই। পার্থ-সারথী সমুদয় ভাস্তি দূর করিবেন, বর্ষের মত আবরণ করিয়া ব্রহ্মান্ত্র হইতে রক্ষা করিবেন এবং, শক্তির অঙ্গতা দেখিলে, নিজেই রথ-চক্র হস্তে লইয়া শক্ত-বিনাশে অগ্রসর হইবেন। তাহারই নাম করিতে করিতে, কালীয়-দমন-কারীর মত, মনের মন্তকে মৃত্য করিতে হইবে। দমন তিনিই করিয়া দিবেন। “নিগিতমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ত্।”

চিন্তা-বর্জনের জন্য, মনকে প্রশাস্ত করিবার জন্য, বিষয়ের দোষ-দর্শন এবং ধর্ম-লাভের উপকারিতা-চিন্তন ত করিবেই ; তৎসঙ্গে যথাসন্ত্বর দৃশ্য-মার্জনের চেষ্টাও করিতে-হইবে। যা না করিলে চলে, তা করিবে না ; যা না বলিলে চলে, তা বলিবে না ; যা না ভাবিলে চলে, তা ভাবিবে না। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—

“ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ।”

কোন বিষয়ের চিন্তা, কোনও প্রকারের সংকল্প-বিকল্প, কোনও রকমের বাসনা-কামনা যাহাতে না হয়, তজ্জ্ঞ

বেদ-বাণী

সর্বদা হঁসিয়ার থাকিতে হইবে। কিন্তু, কেবল ইহাতেই কাজ চলিবে না; সর্বদা ভগবৎ-স্মরণ ও আবশ্যক। সর্বদাই ভগবানে মন রাখিবার চেষ্টা করিবে। যখনই মন অন্য দিকে যায়, তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া ভগবানে লাগাইতে হইবে। “ময়ি চানন্ত্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।” গীতায় আছে :—

“অনন্তচেতাঃ সততঃ যো মাং শ্঵রতি নিত্যশঃ ।

তস্মাহং স্মৃতভঃ পার্থ নিত্য-সুভৃত্য যোগিনঃ ॥”

প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে এক বার বা দুই বার বা তিন বার কোন নির্দিষ্ট আসনে সম-কায়-শিরোগ্রীব হইয়া বসিয়া নির্দিষ্ট প্রকারে ধ্যানাদি করিবে। অগ্নাত্য সময়ে, যেমন ভাবে হয়, চিন্তা—স্মরণ-মনন করিলে চলিবে।

স্নানাহার প্রভৃতি অবশ্য-করণীয় কর্ষণুলি কোন-না-কোন প্রকারে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া ভাল; নতুবা, সর্বদা ভগবৎ-স্মরণ স্মাধ্য হয় না।

যোগবাণিষ্ঠ বলেন, ‘আত্মজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—এই তিনটিই একই সময়ে অভ্যাস করিতে হয়।’

যাহা সাধনের কোনৱুল সহায়তা করে না, সেৱুল কর্ম ও চিন্তা সম্পূর্ণরূপেই বর্জনীয়।

যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রত্যহই গীতাখানা-পড়িও। কেবল পাতা উল্টাইয়া গেলে চলিবে না। গাঁটির অধিক শ্লোক পড়িবার দরকার নাই। পড়িয়া,

বেদ-বাণী

ঐ শ্লোক কয়েকটির সমন্বে আধ-ঘণ্টা বা তিন-কোষাঠার
কাল চিন্তা করিতে থাকিবে। টাকা অনুযায়ী চিন্তা
করিতে বলিতেছি না। তোমার মনই টাকা
হইবে।

ভাল লাগিলে বিষ্ণুপ্রাণ, যোগ-বাণিষ্ঠ রামায়ণ ও
কোন কোন উপনিষৎ পড়িতে পার।

স্বর্গাশ্রম ;

৫২'১৪

* * *



ঁ

নিরাপৎস্ত।

লক্ষ্মন-বোলার নিকটে সময়ে সময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শুক-পক্ষী
শুক-পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। শুক-পক্ষীর বৃক্ষ-চাতুর্যের
অনেক কাহিনী পুস্তকে পড়িয়াছি, লোক-মুখেও
শুনিয়াছি। মনে হয়, বিনা কারণে সে এই প্রশংসার
অধিকারী হয় নাই। ব্যোম-বিহারী, মুক্ত-স্বত্বাব একটা
শুককে ধৃত করিয়া স্থনির্মিত লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর,
তোমার হৃদয়ের সমুদয় স্বেচ্ছ-গ্রীতিদ্বারা তাহার উধাও
মনকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হও, স্বৰ্বর্ণ-পাত্রে কঢ়িকর
পান-ভোজনাদি প্রদানে তাহার চিত্ত-ভাস্তি জয়াইতে চেষ্টা
কর;—সকলই বিফল হইবে। সে তাহার মুখের (মুখ
বৃক্ষের স্থান) সাহায্যে শৃঙ্খল কর্তৃন করিয়া লৃপ্ত স্বাধীনতাৰ
উদ্বার সাধন কৰিবে। আমাদিগের আদর্শ পূর্বপূরুষ—
মহীয়ান আদি-যানব—সনকাদি ব্ৰহ্মাৱ-প্ৰথমজাত-পুত্ৰ-
চতুষ্টয়ও জন্মদাতাৰ সমুদয় প্ৰয়াস বিফল কৰিয়া, দেহ-
পিঞ্জর হইতে চিৱমুক্তিৰ নিমিত্ত গহন বনেৰ অতিথি
হইয়াছিলেন। বিশ্ব-শিল্পীৰ প্ৰথম উচ্চম ব্যৰ্থ হইল ! কিন্তু
তিনি ছাড়িবাৰ পাত্ৰ নহেন। শুক-পক্ষীৰ জন্য অহিফেনেৰ

বেদ-বাণী

বক্ষন ও মৃত্তি আবিক্ষার হইল,—‘মোহন’বাণী প্রস্তুত হইল,—ইঞ্জিয়-
দ্বার-গুলি বহির্দিকে উদ্ঘাটিত হইল। মানব মোহ-মদিলা
পান করিল,—‘মোহন’ বাণীর ‘মোহিনী’তে ভাস্ত হইয়া
তাহার মন-যমূল উজান বহিল;—নিত্যানন্দমূৰ্তি বৈকৃষ্ণধাম
ভুলিয়া যাইয়া স্থখের লোভে বিষয়ের দিকে ধাৰমান
হইল! কিন্তু ফল হইল কি? স্থখ কি মিলিল? কেমন
কৰিয়া মিলিবে? স্থখকে পরিত্যাগ কৰিয়া, স্থখ ভাবিয়া
ছুঁথের পেছনে চলিলে, কেমন কৰিয়া স্থখ মিলিবে? তাই,
স্থখের অঙ্গেণ আৱ শেষ হইতেছে না। অনবৱত ছুটা-
ছুটি চলিয়াছে, কিন্তু এ স্থূলীর্ঘ পন্থার অন্ত হইতেছে না।
মাঝে মাঝে যখন পায়ে বেদনা হয়, পথ-আঁস্তিতে দুর্বল
পথিক হয়েরান্ হয়, তখন পথি-পার্শ্বে ক্ষণিক বিশ্রাম কৰিয়া
একটু আৱাম লাভ কৰে মাত্ৰ। কিন্তু তাহা আৱাম মাত্ৰ
—ছুঁথের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্ৰ;—স্থখ নহে। আৱ সে
আৱামই বা কতক্ষণ? কয়েক মিনিট পৱেই যে আৱার
গমন-ক্লেশ ভোগ কৰিতে হইবে! তাই, এ আৱামে
নাভ নাই। এ বিশ্রাম ষে পদ-সূগলকে আৱাম অবসৱ্রান্তি
কৰিয়া দেয়! যত দিন গমনের পরিসমাপ্তি না হইবে,
যত দিন বিষয়-কাননে অমণ চলিতে থাকিবে, তত দিন
ঐৱাবত-পৃষ্ঠে অমৱাবতীৱ নন্দন-কাননেই বিহার কৰ আৱ
দণ্ড-কমণ্ডলু-হষ্টে উত্তৱাখণ্ডেই বিচৱণ কৰ, স্থখ—অপৰি-
চিহ্ন নিত্য-স্থখ মিলিবে না।

ভবের হাটে আসিয়া সকলেই স্বৰ্থ কিনিতে ব্যস্ত ।
স্বথের স্বরূপ কি, কত মূল্যে কোথায় পাওয়া যায়,
তাহা জানে না ; কেবল রব—স্বৰ্থ চাই, স্বৰ্থ চাই ।
মানব প্রথমতঃ বাল্যকালে নানা ভাবের, নানা সাজের,
বং-বেরং-এর পুতুল পাইয়াই স্বৰ্থী হয় ; তখন মনে
করে, ‘আমি স্বৰ্থী’ । কিন্তু কিছু কাল পরে, কৈশোরে
আর পুতুলকে স্বথের উপকরণ মনে করে না । তখন
পরীক্ষায় উচ্চস্থান ও স্বদৃগ্ধ পরিচ্ছন্নাদিই স্বৰ্থময় বলিয়া
ধারণা জন্মে । কিন্তু সে-ই বা কত দিন ? যৌবনাগমে
বিবাহিত জীবনে সে বোধ করে, ‘পূর্বে কত বিষয়তেই
স্বৰ্থ মনে করিয়া সে আন্ত হইয়াছে !’ কিন্তু কাল-শ্রোত
সদাই প্রবহ্মান ; প্রৌঢ়ে ঐশ্বর্য ও খ্যাতিই স্বথের নিদান
বলিয়া প্রতীত হয় । এইরূপে দেখিতে পাই, কোন
বিষয়ই ত নিরবচ্ছিন্ন স্বৰ্থ প্রদান করিতেছে না !
স্বৰ্থ যদি বিষয়ে থাকিত, তবে আজ যাহাতে স্বৰ্থী হই,
কাল তাহাতে হই না কেন ? আমি যাহা পাইলে উৎফুল্ল
হই, তুমি তাহাতে গ্রীত হইতেছ না কেন ? শীত-কালে
যে গরম কাপড় র্যবহার করিয়া আরাম পাই, গ্রীষ্ম-কালে
তাহা কষ্টদায়ক হইবে কেন ? যে সম্পত্তি পাইলে আমি
নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান করি, তাহা থাকিতেও ধনী ব্যক্তি
পুত্র-শোকে অধীর কেন ? বাস্তবিক, চিন্তা করিয়া দেখ,
বুঝিবে,—বিষয়ে স্বৰ্থ নাই, থাকিতে পারে না । যে

বেদ-বাণী

‘আবিল-মধু’কে* (গঞ্জটি মনে আছে ত ?) সাংসারিক মানব স্বর্থ বলিয়া মনে করে, তাহা Positive স্বর্থ নহে ;—Negative, দুঃখের সামরিক-নিরুত্তি-মাত্র ; তাহা বেদনার ব্যারামের অহিফেন—ভ্রমণ-পথে ২।। মিনিট বিশ্বাস মাত্র—এতদত্তিরিক্ত নহে ।

* ঘোর এক ছর্যোগের সঙ্গ্যায় দিগ্ভাস্ত এক পথিক শ্রান্ত-দেহে যথন নিবিড় এক জঙ্গলের মধ্য দিয়া আশ্রয়-আশায় চলিতেছিল, এক উন্মত্ত হস্তী আসিয়া তাহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। পথিক আণ-ভয়ে উর্ক-খাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক গভীর গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। পড়িতে পড়িতে গর্ভ-মুখের লতাজালে পা আঁটকাইয়া যাওয়ায় পথিক হেট-মুণ্ডে উর্ক-পদে ঝুলিতে লাগিল। গর্তের নীচে ছিল এক ক্রৃ সর্প, ফণা বিস্তার করিয়া সে পথিককে দংশন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। হস্তী তো গর্ভ-মুখেই দাঢ়াইয়াছিল। পথিক ভয়ে একেবারে নিঃশব্দ নিষ্পল হইয়া ঝুলিতে লাগিল। এমন সময়ে সমীপবর্তী বৃক্ষের মৌচাকটি ভাঙ্গিয়া গেল ; ক্ষিপ্ত মৌমাছির দল দংশন-জ্বালায় বিহুল করিলেও পথিক একটুও নড়িতে সাহস করিল না। ওদিকে এক মূর্ধিক আসিয়া গর্ভ-মুখের লতাগুলির মূল একটা একটা করিয়া কাটিতে লাগিল। এমন সময়ে এক ফেঁটা মধু ধূলা-বালিতে মিশিয়া আঁটার মত গিয়া পথিকের ওষ্ঠে পড়িল। পথিক চাটিয়া মধুর আবাদ পাইতেই আর এক ফেঁটা গিয়া পড়িল। পথিক আসন্নতম মৃত্যুর মুখেও ঐ মধুর লোভে সব ঝুলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত আরামে সে ফেঁটা চাটিতে চাটিতে ভাবিতে লাগিল, আবার কথন এক ফেঁটা পড়িবে !

বেদ-বাণী

কুইনাইন খাইয়া মাঝে মাঝে একটু স্বস্তবোধ কর,—
যহিলে যালেরিয়া লাগিয়াই আছে। আফিং খাইলেও
যমুনার ব্যারাম একেবারে সারিয়া যায় না। দুঃখ জগতে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়া আছে।

আর ঐ যে relief, দুঃখের সাময়িক নিরুত্তি,—ইহাই
কি সর্বদা পাওয়া যায়? কত সময়ে দেখা যায় ক্ষুণ্নবৃত্তির
জন্য খাত্ত লইয়া আসিতে রাস্তায় আছাঢ় খাওয়াতে
খাবার নষ্ট হইয়া গেল! সকল পরিশ্রম বিফল হইল!
শুলতান মামুদ কত অর্থ লুঠন করিলেন, কিন্তু তোগ
করিতে পারিলেন না। ভাবী স্বথের অমোদ উপকরণ
ঠাহার মৃত্যু-যন্ত্রণাকে বর্ণিতই করিয়াছিল! যে দিকেই
গাই, দুঃখ যেন বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছে। আছা,
এই দুঃখাস্তুরের কি নিধন হয় না? দুঃখের চির-নিরুত্তি
কি হয় না? কেন হইবে না? উন্নত চিকিৎসকের ঘায়,
রোগের কারণ অনুসন্ধান কর। দেখিবে—স্বথের লোভে
ভ্রমণ করিতেছে বলিয়াই পথ-আন্তি-ক্লেশ; বুঝিবে—স্বথের
আশা করিতেছে বলিয়াই দুঃখ। তাই, স্বথের আশা পরি-
ত্যাগ কর;—দুঃখের চির-নিরুত্তি হইবে। স্বথের আশা
করিলে স্বথ পাইবে না; আশা বিসর্জন করিলেই
শান্তি, নিরাশা হইলেই নিত্যানন্দের অধিকার-গ্রাহ্ণ।
তাই, দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে, পূর্ণনন্দ লাভ করিতে
হইলে, যমুনার উজান-শ্রোত ফিরাইয়া দিতে হইবে, স্বাভা-

ত্যাগেই শান্তি

বেদ-বাণী

বিকী গতির প্রবর্তন করিতে হইবে, সনকাদির অনুবর্তন
করিতে হইবে—আশা, বাসনা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে
হইবে। নতুবা, কৃন্তনে যাহার আরস্ত, যন্ত্রণায় যাহার
সমাপ্তি, চাঞ্চল্যই যাহার স্বভাব, এমন জীবনে দুঃখ-ভোগ
আনিবার্য। তাই, শ্বিগণ বলিয়াছেন, ত্যাগেই স্থিৎ,
ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগই অযুত্ত-লাভের একমাত্র উপায়।
আবার মজা এমনি, ঠিক ঠিক ত্যাগ হইলে কিছুই ত্যাগ
হয় না ;—সকলই যেন চক্ৰবৰ্ক্ষ-হারে-স্বদসহ ঘৰে ফিরিয়া
আইসে। ত্যাগের অবশ্যস্তাবী ফল প্ৰেমানন্দ যথন জন্মে,
তথন এই দুঃখময় জগৎ আবার সুধাময় হইয়া যায়।
তথন প্ৰকৃতিৱাণী যেন নৃতন বেশ পরিধান কৱিয়া কত
আনন্দ প্ৰদান কৱেন ; তথন প্ৰত্যেক দ্রব্যে—প্ৰেময়ের
অঙ্গাবৱণের এক একটা বোতামে কত সৌন্দৰ্য্য, কত
লাবণ্য প্ৰতিভাত হয় ; তথন প্ৰত্যেক পৰমাণু যেন অনন্তত
লাভ কৱে ; তথন জড়জগৎ চৈতত্ত্বময়, প্ৰেমময় হইয়া
নীৱৰ ভাষায় কত কথা বলিয়া থাকে ;—সে কথায় কত
প্ৰেম, কত জ্ঞান, কত শান্তি !

স্বৰ্গাশ্রম ;

১৪।২।'১৪

ওঁ

নিরাপৎ।

আচ্ছা, বল দেখি, তোমাদের পোষাকিসের “পিয়ন”
হইতে হইলে কি বেদান্ত-পরীক্ষা পাশ করিতে হয়? তার
আচরণ কিন্তু খাঁটি বৈদান্তিকেরই মত। তোমরা তাকে যে
চিঠির তাড়াই দাও, তা লইয়াই সে ছুটিতে থাকে। “দক্ষিণ
মহাসাগরের একটি দ্বীপে একটা কুকুরের ছুইটা ‘ল্যাজ’
আছে”, এই অত্যাবশ্রুক সংবাদটা পড়িবার জন্য আমরা
“বস্তুমতী”র সকল দিক্ তন্ত্র করিয়া খুঁজি। কিন্তু,
তার হাতে নানা প্রকারের কত চিঠি,—অথচ কোন
সংবাদের দিকেই সে জঙ্গেপ করে না। রাস্তা দিয়া,
চিঠির তাড়া লইয়া, আগমন মনে চলিয়া যায়।—কত
লোককে হাস্য, কত লোককে কাদায়; কিন্তু, সে আত্ম-
সংস্কৃত,—কোন হাসি-কাহার সহিতই ঘোগ দেয় না;
সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। কেহ একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে অচেতন
হইল; কেহ বহুকাল পরে, শিব-পূজার ফলে পুত্রলাভ
করিয়াছে জানিয়া উৎফুল্ল; কেহ পত্র পাইবার আশা
বিফল হইল বলিয়া বিষম; কেহ বা শক্তির বিজয়-সংবাদে
কাতর ও হিংসাযুক্ত! সকল প্রকারের ভাব-তরঙ্গ রাস্তার

পোষাকিসের
পিয়ন

বেদ-বাণী

উভয় পার্শ্বে পরিবেষণ করিতে করিতে সে চলিয়া যায় ;
কিন্তু কেহই তাহাকে শক্ত বা মিত্র মনে করে না, সে-ও
কাহাকে আপন বা পর মনে করিয়া ভাল বা মন্দ সংবাদ
দেয় না ! আরও দেখ, তোমাদিগের অপেক্ষা ধারা বড়
বড় কর্মচারী, তাদের ত কথাই নাই,—তোমরাই কি
সকলকে সমান ভাবে দেখ ? তোমরা বন্ধুর বাড়ী যাইতে
প্রীত হও, সম-পদস্থ লোকের বাড়ী যাইতে পার, কিন্তু
'নীচ' জনের কাছে যাইতে চাও না । কিন্তু পিয়ন তার
গবাক্ষ-মণ্ডিত, ধূলিকণাপূর্ণ জামা গায়ে দিয়া, ধনীর প্রাসাদে
ও বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গালের নিকটে, মহাবিদ্বান ও মহামূর্খ
উভয়ের নিকটে, সৎ ও অসৎ সকলের নিকটেই সমভাবে
উপস্থিত হয় ;—কিছুই দ্বিধাবোধ করে না । এ লোক
যদি ৭ বেতন পায় বলিয়া বৈদান্তিক না হয়, তবে, যে
৩০০ টাকা মাহিয়ানা পাইয়া, লিখিবার কলম খারাপ
হইলে কলমের তিন পুরুষ তুলিয়া গালি দিতে থাকে, সে
কি অনেক কেতাব কঠস্থ করিয়াছে বলিয়াই বৈদান্তিক
হইবে ? আচ্ছা, আর এক দিক দিয়া দেখা যাউক ।
তুমি ৪০ টাকা বেতনের চাকর, আর পিয়ন ৭ টাকার
চাকর, এই ত তফাত । কিন্তু উভয়েই যদি একত্র হইয়া
কোথায়ও যাও, আর উভয়কেই একরকমের আসনে
বসিতে বলা হয়, তবে কি তুমি নিজকে অপমানিত মনে
কর না ? পিয়ন তোমা অপেক্ষা চরিত্রবান হইতে পারে ;

—কিন্তু সে যে অল্প বেতনের চাকর ! কাজেই যে ব্যক্তি
উভয়কে সমান আসন দেয়, সে সংসারের হিসাবে নেহাঁ
বে-আকেল। এই প্রকারের এক বে-আকেলের কথা
একটু লিখি। সে—স্মর্য। সমন্বের লোণা জল এবং
নর্দমার দুর্গন্ধ বন্ধ-জল তোমার আমার নিকটে বিভিন্ন
আসন পাইলেও, স্মর্যের নিকটে এক আসনই পায় ;—
সকলেরই একই মেঘে স্থান। সেখানে কোন ভেদ নাই,
কোন তফাঁ নাই। অভেদ-দর্শনই জ্ঞান, সমস্তই যোগ,
এক ভাবে অথবা নিজের ভাবে সর্বদা থাকাই গুণাতীত
অবস্থা।

যে দেখে, “সকলই ‘তিনি’ময় ; অন্তরে বাহিরে
তিনি ; অন্তর-বাহিরও তিনি” ; যে জানে, “তাঁর
ভিতরেই সকল, প্রত্যেকের ভিতরেই তিনি এবং প্রত্যেক-
টিও তিনি” ; যে বোঝে, “তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই,
সকলই তাঁর ক্লপ, সকলই তাঁর বিকাশ” ; যে উপলক্ষি করে,
“সকল শরীর, সকল অণু-পরমাণু তাঁর শক্তি-প্রকাশের,
প্রেম-নীলার যত্নমাত্র ; তিনিই সকল শরীরে দেখেন,
বলেন, শুনেন ও আস্থাদন করেন, তিনিই সকল মনে
চিন্তা করেন, তিনিই সাপ হ'য়ে কাটেন ও ওবা হ'য়ে
ঝাড়েন” ; যে মনে করে, “স্তুতি-তুঃখ, ভাল-মন্দ, ধর্মাধর্ম,
পাপ-পুণ্য, কর্তব্যাকর্তব্য, উচ্চ-নীচ—এ সকলই সেই
একেরই বিভিন্ন প্রকাশ” ; সে আর ভাব-বিপর্যয় দ্বারা

সমর্পণ

বেদ-বাণী

মুঢ ও প্রতারিত হইবে কেন? সে যে বদ্মায়েসের
বদ্মাইসিতে ও সাধুর সাধনায় তুল্য ভাবেই তাহাকে
দেখিতে পায়। তাই তার কাছে হেয় ও উপাদেয়, নিন্দা
ও প্রশংসা, উন্নতি ও অবনতি, ভাল ও মন্দ—এ সকলই
বিভিন্নতা-শূন্য হইয়া যায়। সংসারের কর্ষের জন্য—
অধ্যাত্ম-রামায়ণের রামের মত—সে নানা ভাবের অভিনয়ই
করে; কিন্তু সে কোন ভাবই ভিতরে গ্রহণ করে না;—সে
“আপনাতে আপনি” থাকে।

সাধনা দ্বারা এ ভাব দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। “সকলই
তিনি; ঋপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, ভাব-জ্ঞান-কর্ম এবং
এ সকলের অতীত চৈতন্য-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ—এ সম্ময়ই
তিনি”—এই প্রকার চিন্তা করিতে হয়। চিন্তার ফলে
তামস ও রাজস ভাব দূরীভূত হয় ও সাহস্রিক সমতা
আসে এবং তৎপর ভাবাতীত, গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়।
ইহাই সাধনার লক্ষ্য।

তাই, সকল সময়ে ছেঁসিয়ার থাকিতে হয়, যেন কখনও
কোন কর্ম, কোন ভাব, কোন বস্তু আমাকে আন্দোলিত
করিতে না পারে।

আরও একটা কথা মনে রাখিতে হয়। প্রত্যেক
কর্মেরই ফল আছে। যখনই যে ভাব মনে
আসে, যে কর্মই কর,—তা সামান্য হউক বা
মহৎ হউক, অন্তে জাহুক আর নাই জাহুক,—

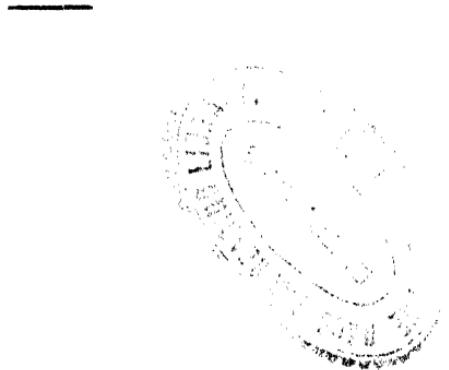
বেদ-বাণী

তার ফল ভোগ করিতে হইবে। যেমন কর্ষ কর,
যেমন চিষ্ঠা কর, ফলও তেমনই হইবে। অন্তের
দোষের নিমিত্তও যদি তাহার উপর বিরক্তি-ভাব মনে
জাগে, তবে তৎফলে দুঃখ আসিবেই। যেমন ভাব,
তেমন লাভ।

স্বর্গাশ্রম ;

৩০।১।১৪

* * *



୪୭

ନିରାପଦ୍ରୁ ।

ଏକବାର ମହାବାଙ୍ଗୀ ଉପଲକ୍ଷେ ତିନ ସହୋଦର ସମୁଦ୍ର-ମାନ
କରିତେ ଗିଯାଛିଲ । ତୁପୁର ବେଳା, ଏକଇ ସମୟେ—ଏକ ଶୁଭ
ମୁଁହୁର୍ତ୍ତେ—ତିନ ଜନଇ ଜଳେ ନାମିଲ । କିନ୍ତୁ ଫଳ ହଇଲ କି ?
ସର୍ବଜ୍ୟେଷ୍ଠ—ଚିନିର ପୁତୁଳ—ଆର ଫିରିଲ ନା ! ଶରୀର ପରି-
ତ୍ୟାଗ କରିଯା—ଅନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେହ ସମର୍ପନ କରିଯା
ଅନ୍ତ କାଳେର ଜଣ ଅନ୍ତ ସାଗରେ ମିଶିଯା ରହିଲ । ମଧ୍ୟମ—
ଶାକଡାର ପୁତୁଳ—ଦେହ ଲଈଯା—ଦେହର ବହିରାକାର ଲଈଯା
ଉଠିଲ ବଟେ ; କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜଳମୟ, ଭିତର ବାହିର ସର୍ବତ୍ରାଇ
ଜଳ । ଆର ସର୍ବ-କନିଷ୍ଠ—ଉତ୍କଷ୍ଟ ପାଥରେର ପୁତୁଲଟା—ଯେମନ
ଛିଲ, ତେମନଇ ରହିଲ ;—ତାର ଭିତରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଜଳଓ
ଢୋକେ ନାଇ; ବାହିରେ ଯା ଲାଗିଯାଛିଲ, ତାଓ ଶୀଘ୍ରଇ ଶୁକାଇଯା
ଗେଲ ।

ବିଷୟ-ପରାଯଣ ମଂସାରୀ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକ୍ଷରେର ପୁତୁଳ ;—
ଯତଇ ତୀର୍ଥ-ମାନ ଓ ଦେବ-ମୃଣ୍ଡି-ଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତି-ପାଠ ଓ ଉପଦେଶ-
ଶ୍ରବଣ କରିବି ନା କେନ, କିଛୁଇ ତାଦେର ଭିତରକେ ସହଜେ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିତେ ପାରେ ନା ।

ଭକ୍ତି

କିନ୍ତୁ, ଭଗବାନେର ଅନ୍ତ-କରଣା-ବଲେ ସଥନ ମାନବ ଭକ୍ତି-

বেদ-বাণী

ধনের অধিকারী হয়, তখন ভক্তির মাহাত্ম্যে, অস্তর বক্ষে পরিণত হয়, বন্ধু চিনিতে পরিণত হয়, আর চিনি নিজের সমুদয় ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জন করিয়া, সর্বগত অনন্ত বিশ্বরূপ ধারণ করে। একমাত্র ভক্তিই এই অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম।

নারদ যখন মূর্তি-লাভের নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদা দৈববাণী ধ্বনিত হইল :—

“ যদি অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র হরি বিরাজমান থাকেন, তবে আর তপস্ত্যায় লাভ কি ? যদি অন্তরে-বাহিরে কুত্রাপি হরি না থাকেন, তবেই বা তপস্ত্যা করিয়া ফল কি ? স্মৃতরাং হে বৎস ! ক্ষান্ত হও, তপস্ত্যা পরিত্যাগ করিয়া হরি-ভক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট হও। হরি-ভক্তির গুণেই অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া জ্ঞান-সিদ্ধ শক্তরের নিকটে ঘাইয়া ভক্তি শিক্ষা কর।”

গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন :—

“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্য। লভ্যস্তন্তয়া।”

ঝাহারা সৌভাগ্যবলে প্রেম-কণিকার অপূর্ব আস্থাদ অঙ্গভব করিয়াছেন, তাহারাই বুঝিয়াছেন—প্রেম কি অমূল্য বস্ত ; তাহারাই বুঝিয়াছেন—প্রেমের তুলনায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঐশ্বর্য বৃথা এবং অকিঞ্চিতকর। তাই, যখন মহাভক্ত রায়দাসের সাংসারিক অর্থ-কুচ্ছুতা দূর করিবার নিমিত্ত ভগবান বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া তাহাকে

বেদ-বাণী

একথানা স্পর্শমণি প্রদান করিলেন, তখন প্রেম-বিজড়িত কঢ়ে রায়দাস বলিয়াছিলেন, “ভক্তগণের নিকটে প্রেময়ের চরণ-কমলই অমূল্য নিধি। হৃদয়ের স্থূল দুর্গে আমি সেই অমূল্য নিধিকে সংযতে রক্ষা করিতেছি;—দিবসের আলোকে কিঞ্চিৎ রজনীর অঙ্ককারে কথনই কেহ তাহাকে চুরি করিতে পারিবে না। সেই অতুল সম্পত্তি আমার হৃদয়-ভাঙ্গারে সঁক্ষিত থাকিতে সামান্য একথানা প্রস্তুর লইতে যাইব কেন?” রায়দাস স্বচ্ছ চিত্তে সাত-রাজার-ধন স্পর্শমণি প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ভঙ্গ-লাভে
উপায়

এখন প্রশ্ন এই,—কেমন করিয়া ভঙ্গ লাভ করিব ?
পাষাণ-হৃদয়ে কেমন করিয়া প্রেম-গঙ্গা প্রবাহিত হইবে ?

ভগবান বলিয়াছেন :—

“ধ্যায়তো বিষয়ান् পুংসঃ সঙ্গস্ত্রেষু পজায়তে ।

সঙ্গাং সংজ্ঞায়তে কামঃ কামাং ক্রোধো ভিজায়তে ॥

ক্রোধাদ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাং স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাং প্রগন্থতি ॥”

বিষয় সম্বন্ধে যে নিয়ম, ভগবান সম্বন্ধেও সেই নিয়মই কার্য্যকারী হইবে। ভগবচিত্তা করিতে করিতে ভগবানে আসক্তি জন্মিবে, আসক্তি হইতে তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মিবে। ব্যাকুলতা জন্মিলেই বৈরাগ্যের উদয় হইবে। তাহা হইতে ভগবানের সহিত নেকট্য—প্রেম আসিবে। প্রেমের ফলে বিষয়-স্মৃতি দূর হইবে; এবং

বেদ-বাণী

সঞ্চল-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ভাল-মন্দ প্রত্তির বিচারও বক্ষ হইবে। তাহার ফলে অহক্ষার—জীবত্ব ঘুচিয়া যাইবে।

তাই, দুর্বল মহুয়াগণের নিমিত্ত ভগবানের উপদেশ :—

“অনন্তচেতাঃ সততং যো মাঃ শ্঵ারতি নিত্যশঃ।

তস্মাহং স্থুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তশ্চ যোগিনঃ ॥”

সর্বদা তাঁহাকে চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলে তিনিই দয়া করিয়া সাধককে জ্ঞান-ভক্তির অধিকার প্রদান করেন।

আত্মত্যাগী, ধৰ্মপরায়ণ শিবি রাজার উপাখ্যান জানত? একদা শ্রেনুরূপী দেবরাজ কর্তৃক অমুসৃত হইয়া কপোতকূপী অঞ্চ ধৰ্মনিষ্ঠ শিবির নিকটে উপস্থিত হইলেন। শিবি নিজের শরীর শ্রেনকে অর্পণ করিয়া সংযতে কপোতকে রক্ষা করিলেন। এই আঝোৎসর্গের ফলে শিবি-শরীর বিদীর্ঘ করিয়া এক স্থপ্রসিদ্ধ লাবণ্যময় তনয় জন্মগ্রহণ করিল।

যে জ্যোতির্ময় মহীয়ান পুরুষের তেজে সকল প্রকাশিত ও তেজঃসম্পন্ন হয়, সেই স্থপ্রকাশ, সর্বগত কর্মণা-নিধান বিশ্ব-বিধাতা উপযুক্ত সময়ে জ্ঞান-ভক্তির শান্তিময় বিমল জ্যোতিকে ধৰ্ম-পরায়ণ সাধকের নিকটে প্রেরণ করেন। মধু-লুক সাধক তখন দেহ-মমতা বিসর্জন করিয়া—তহু, মন, ধন সকলই সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-পদে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হ'ন। তখন—আত্ম-সমর্পণ সম্যক্-

বেদ-বাণী

অনুষ্ঠিত হইলে, সাধক নশ্বর দেহের বিনিময়ে বিজ্ঞানানন্দ—প্রেমানন্দ—নিত্যানন্দ নামক মনোমোহন পুত্র-রত্ন লাভ করিয়া ধন্ত্ব হ'ন।

কিন্তু একটা কথা আছে। কর্তব্য কর্ষাদি ত সম্পন্ন করিতেই হইবে। যখন হাতে কোন কাজ থাকিবে না, তখনই না হয় ভগবানকে চিন্তা করা চলে। যখন কর্ষ করিব, তখন ভগবচিন্তা কিন্তু পে করিব?

যদি তোমাদিগকে বলি, ‘একটা বরফের পুতুল গঙ্গা-জলে দাঢ়াইয়া গঙ্গা-জল দিয়া গঙ্গা-পূজা করিতেছে’; তাহা হইলে কি তোমরা আশ্চর্যান্বিত হইবে? কিন্তু, ভাবিয়া দেখ, আমরা প্রত্যেকেই কি ঐ প্রকারের এক একটি বরফের পুতুল নই?

ভজ-কবি গাহিয়াছেন :—

“সে কোন্ জোছনা দেশ সইরে ॥

যে দেশের অভিধানে, ‘আমি’ মানে ‘তুমি’রে ।

‘তুমি’ মানে ‘আমি’ বই অন্ত কিছু নাইরে ॥

সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার চুপে ।

নিরাকার ফুটে উঠে সাকার ঝুপে ॥”

যদি এক অনন্ত ভগবান অঙ্গাঙ্গপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; যদি অঙ্গাঙ্গ তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি প্রত্যেক জীবে—প্রত্যেক পদার্থে বিরাজ করেন; যদি তিনিই সকল শরীরে ‘আমি’ ‘আমি’ করেন, এবং

প্রত্যেক শরীরে ‘আমি’ সাজিয়া নিজকেই নানাপ্রকারে ‘তুমি’ ও ‘সে’ বলিয়া থাকেন ; যদি সমুদয় শক্তি—সমুদয় স্পন্দন—সমুদয় পরিবর্তন—সমুদয় কর্ম তিনিই এবং তাহারই অভিব্যক্তি, ইহা ঠিক হয় ; যদি তিনি ভিন্ন অপর কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে ; তবে সর্বদা সর্বত্র ঋক্ষ-দর্শন অসম্ভব হইবে কেন ?

গীতায় পড়িয়াছ :—

“**অৰ্ক্ষার্পণং ঋক্ষ হবিত্র শ্লাঘী অৰ্ক্ষণা হত্ম্ ।**

অঙ্গেব তেন গন্তব্যং অৰ্ক্ষকর্মসমাধিনা ॥”

সকল বিষয় তিনি, সকল কর্ম তিনি, সকল ভাব তিনি—তিনি ভিন্ন যে কিছুই নাই—জগৎ তিনি, আবার জগৎ ‘তিনি’য়।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

“নগর ফের,—মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্লামা মাকে ।

আহার কর,—মনে কর, আহৃতি দেই শ্লামা মাকে ॥

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান ।

যত শোন কর্পুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে ॥”

এই প্রকার ধারণা করিতে করিতে বহুত একত্বে পরিণত হয়, সমতা ও শাস্তি হৃদয় অধিকার করে, শোক-মোহ চিরকালের জন্য পলায়ন করে ।

একত্বই কি প্রেম নহে ? যেখানে একত্ব, সেইখানেই ভালবাসা ; যেখানে বিপ্রতি, সেইখানেই বিরোধ । তাই, যখন

বেদ-বাণী

সাধন করিতে করিতে একত্র হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তখনই
প্রেম-গঙ্গার আবির্ভাবে মন নিত্যানন্দে ঘগ্ন হইয়া যায়।
তখন সাধক কোলাহল-মুখরিত মগরেই থাকুন, আর জন-
মানব-শৃঙ্খলা গিরি-কন্দরেই বাস করুন; কর্মেই রত থাকুন
আর সমাধি-স্থিতিই করুন; তিনি সর্বদাই মনানন্দে
ভগবানের পূজাই করিতেছেন। তাঁহার কাছে আর নবমী
তিথি আসিতে পারে না—তাঁহার সঙ্কি-পূজার শেষ হয় না।

তিনি যে কেবল নিজেই প্রেমময়ের পূজাপরায়ণ হন,
তা নয়; তিনি দেখিতে পান,—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, প্রত্যেক
অণু-পরমাণু প্রতিমূহূর্তে ভগবানের পূজা করিতেছে। গঙ্গা-
দেবী বরফে পরিগত হইয়া গঙ্গায় দাঢ়াইয়া গঙ্গা-জলে
গঙ্গা-পূজা করিতেছেন! এ প্রেমপূজার—এ আনন্দলীলার
বিরাম নাই—বুঝি আদি-অন্তও নাই!

স্বর্গাঞ্চ ;

২৫১২'১৪

* * *

ঞ

হংখের মত বক্তু, হংখের মত সহায়, হংখের মত
হিতকারী আৱ কে আছে? কল্যাণময় ভগবানেৱ দ্বাৱা
প্ৰেৰিত হইয়া যথনই সে আমাৱ নিকটে উপনীত হয়,
তথনই যেন তাহাকে গ্ৰীতিৰ সহিত, আদৰেৱ সহিত
সমৰ্দ্ধিত কৱিতে সক্ষম হই।

হংখেৰ মত

কে আমাকে অনলস ও কৰ্মপৰায়ণ কৱে ?
কে আমাকে নিপুণ ও শক্তিমান কৱিয়া তোলে ?
কে আমাকে অভিজ্ঞ ও বহুদৰ্শী কৱিয়া দেয় ?

হংখেৰ মত

কে আমাকে ধৈৰ্য এবং অধ্যবসায় প্ৰদান কৱে ?
কে আমাকে শ্রীকাবান, বীৰ্যবান ও উৎসাহসম্পন্ন
কৱে ?
কে আমাৱ শক্তি-মন্দিৱেৱ গুপ্তদ্বাৱ উদ্ঘাটিত কৱিয়া
দেয় ?

বেদ-বাণী

হংখের মত

কে আমার গ্রহণীর কার্য করে ?

কে আমার ভূম সংশোধন করে ?

কে আমার ভূম নিবারণ করে ?

হংখের মত

কে আমাকে সংযত করে ?

কে আমাকে নির্শল করে ?

কে আমাকে সৎপথে প্রেরণ করে ?

হংখের মত

কে আমাকে উদারতা ও সহানুভূতি শিক্ষা দেয় ?

কে আমাকে পরার্থে আত্মানে প্রেরণা করে ?

কে আমাকে জীব-প্রেম, বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা

করিয়া ভগবৎপদারবিন্দে উপনীত করায় ?

হংখের মত

কে আমার অভিযানকে থর্ক করে ?

কে আমাকে ভক্তিমান ও সমর্পিত-চিন্ত করে ?

কে আমাকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করিয়া দেয় ?

হংখের মত

কে আমাকে বিচারবান ও বৈরাগ্যবান করে ?

বেদ-বাণী

কে আমাকে আমার ও জগতের স্বরূপ-বোধ

জন্মাইয়া দেয় ?

কে আমার কর্তব্য-বুদ্ধি জাগাইয়া দিয়া আমাকে

শান্তি-পথে পরিচালিত করে ?

দৃঃখের মত

কে স্থথ-প্রাপ্তির হেতু হয় ?

কে দৃঃখ-বিনাশে সক্ষম ?

কে শান্তিদান করিতে সমর্থ ?

তাই,—যে কোন নামে, যে কোন রূপে, যে কোন বেশে, যে কোন অহুচরের সহিতই সে আমার সমীপস্থ হউক না কেন, সর্বদাই যেন তাহাকে সন্তোষের সহিত, শান্তির সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থ হই ।

দৃঃখই ধ্রুবকে নিত্য-পদ প্রদান করিয়াছে । দৃঃখই প্রহ্লাদ-চরিত্রকে উজ্জল করিয়াছে । দৃঃখই যবন হরি-দাসকে বরণীয় করিয়াছে ।

নল এবং রাম, সীতা এবং সাবিত্রী, যুধিষ্ঠির এবং হরিশচন্দ্ৰ,—দৃঃখই ইহাদিগের মহস্ত ঘোষিত করিয়াছে ।

দৃঃখই সাধককে সিদ্ধ করে । দৃঃখই তপস্বীকে আধি করে । দৃঃখই আমাদিগের ভগবৎ-স্মৃতি বজায় রাখে ।

বেদ-বাণী

কুস্তীদেবী বলিয়াছিলেন, “গ্রামো ! আমার দুঃখ-তর্দিশার
মেঘ কদাপি যেন অপসারিত করিও না।”

ভগবানের কৃপায় যে স্বধা-সমুদ্রের অধিকার লাভ
করিব, তাহার তুলনায় জগ্ন-জগ্নাস্তরের দুঃখরাশিও
তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং গোপ্যদাপেক্ষাও নগণ্য। তবে,—
বৰ্ষ-লাভের জগ্ন, শাস্তি-লাভের জগ্ন যে দুঃখ-ভোগ
অনিবার্য, তাহা আমাকে নিরসন্ধ ও পশ্চাংপদ করিবে
কেন ?

প্রারক্ত ত ভোগ করিতেই হইবে। যতটুকু দুঃখ ভোগ
করিতেছি, ততটুকু প্রারক্ত খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে; আর
মেই পরিমাণে আমি শাস্তির দিকে, আনন্দের দিকে
অগ্রসর হইতেছি। তবে আর দুঃখাগমে আমি উৎফুল্ল
হইব না কেন ?

তিনিই যখন সকল সাজিয়াছেন, তিনিই যখন সর্বজড়
রহিয়াছেন, তখন দুঃখের মধ্যেও কেন তাঁর প্রসন্ন বদন—
কেন তাঁর বরাভয়দায়িনী মধুর মৃত্তি দেখিব না ?

সকলই যখন তাঁহারই কৃপ, তখন বিশ্ব-মূর্তির সেবক
আমি কেমন করিয়া দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিব ?

যে প্রেমময়ের দর্শনাভিলাষে আমি দিন-ঘায়িনী
প্রতীক্ষা করিতেছি, তাঁহার অগ্রদৃতস্বরূপ দুঃখরাশিকে
কেন আমি সাদৰে অভিনন্দিত করিব না ?

যে মঙ্গলময়ের পাদমূলে আমি আত্ম-বিসর্জন করিয়াছি,

বেদ-বাণী

তাহারই প্রেরিত দুঃখাকার দর্শন করিয়া আমি বিষণ্ণ
হইব কেন ?

অমৃত-সরোবরের দিকে পিপাসার্ত আমি ব্যাকুল
প্রাণে ছুঁটিয়াছি ;—দুঃখরূপ সামাজি ধূলিকগা কোথায় আমার
চরণে সংযুক্ত হইল, তা ভাবিবার, দেখিবার অবসর আমার
কোথায় ?

স্বর্থময়ের স্বর্থ-স্বৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রেমময়ের
উপনেত্র চক্ষে ধারণ করিয়া যে বিশ্ব-মন্দিরে বিচরণ
করিতেছে, তাহার নিকটে আর দুঃখের দুঃখ কি ?
সমুদয় দুঃখ-কষ্টই যে তাহার নিকটে স্বর্থময়, মধুময়
হইয়া যায় ।

৪/কাশীধাম ।

ତୁ

অভ্যাস ও
বৈরাগ্য

সର୍ବନିୟମ୍ଭା ବିଶ୍-ବିଧାତା—ଜ୍ଞାନମୟ, ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ସର୍ବ-
ଶକ୍ତିମାନ । ମେହି ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବଦାଇ ଆମା-
ଦିଗେର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିତେଛେ, ସର୍ବଦାଇ ଆମାଦିଗଙ୍କେ
ମଙ୍ଗଲେର ପଥେ, ମୁକ୍ତିର ପଥେ ପରିଚାଲିତ କରିତେଛେ ।
ଯାହାକେ ଶୁଭ ବଲିତେଛି, ଯାହାକେ ଅଶୁଭ ବଲିତେଛି,—
ଆମରା ବୁଝି ଆର ନା ବୁଝି—ମେ ସକଳଟି ଆମାଦେର ମଙ୍ଗଲେର
ଜଣ୍ଠ । ବୁଝି ଆର ନା ବୁଝି, ଜାନି ଆର ନା ଜାନି, ତିନି
ସର୍ବଦାଇ ଆମାଦିଗେର ସମ୍ମଦ୍ୟ ଭାର ବହନ କରିତେଛେ, ସର୍ବଦାଇ
ଆମାଦିଗେର ପ୍ରୟୋଜନାତ୍ମକପ ସେବା କରିତେଛେ, ସର୍ବଦାଇ
ଆମାଦିଗଙ୍କେ ତ୍ାହାର ଆଶ୍ରଯେ ରାଖିଯା ରକ୍ଷା କରିତେଛେ ।
ତ୍ଥାତେ ବିଶ୍‌ଵାସ ସ୍ଥାପନ କରିଯା,—ତ୍ଥାର ଉପର ନିର୍ଭର
କରିଯା,—ଦେହ-ଘନେର ସମ୍ମଦ୍ୟ ଭାର ତ୍ଥାର ପ୍ରତି ଅର୍ପଣ
କରିଯା,—ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ନିକ୍ରଦେଗ ହିଁଯା ତ୍ଥାର ଶାନ୍ତିମୟୀ ଚିନ୍ତାୟ
କାଳ କର୍ତ୍ତନ କରିତେ ଥାକିବ ।

୧

ଏই ପତ୍ରଖାନିର ସଥ୍ୟେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟେର ଜନ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଅକାରେ
ବିଚାର ଆଛେ; ତାହାର ସକଳଗୁଲିଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଜନ୍ମ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକୃତିର ସାଧକେର ଜନ୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଅକାରେର ବିଚାର ଗ୍ରହଣୀୟ ।

বেদ-বাণী

আমাদের যা'-কিছু প্রয়োজন, তৎসমুদয়ের উৎকৃষ্টতম
ব্যবস্থা যখন তিনিই করিতেছেন, তখন আর আমাদিগের
অন্য কর্মের আবশ্যক কি ? নিশি-দিন তাঁরই মহিমা স্মরণ
করিব ।

২

অভিমান-বশে যা করি, তাতেই বন্ধন-গ্রস্ত হই ; তবে
আর আমি অভিমানকে, কর্তৃত্ব-বৃদ্ধিকে প্রশ্রয় দিব কেন ?

৩

ভগবানই সকল কর্মের কর্তা । আমার আবার কর্ম
কি ? আমার আবার কর্তব্য কি ? যদি কর্তব্য কিছু থাকে,
তাহা একমাত্র ভগবৎ-স্মরণ ।

৪

সর্বশক্তিমান বিশ্ব-সপ্রাটি কি মরিয়া গিয়াছেন ? তিনি
কি আমাকে বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-ভাব অর্পণ করিয়াছেন ?
তিনি কি আমা অপেক্ষা কম বৃক্ষিমান এবং কম সমর্থ ?
জগতের প্রতি কি তিনি আমা অপেক্ষা কম প্রেমসম্পন্ন ?

৫৫

বেদ-বাণী

তবে,—কেন আমি বিশ্ব-রাজ্যের ব্যবস্থার পরিবর্তন-প্রয়াসী
হইব ? কেন আমি অভিমান-বশে পাষণ্ড-দলনে বদ্ধ-কষ্ট
হইব ? কেন আমি নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া জগতের
শাস্তিভঙ্গ করিব ?

৫

আমার উপরে এবং অন্তের উপরে—সমগ্র জগতের
উপরে স্থুৎ-চংখের, ভাল-মন্দের ঘাত-প্রতিঘাত অবিরাম
চলিতেছে। কে ইহাকে নিবারণ করিবে ? কে ইহার
গতিকে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত করিবে ? বৃথাই আমার
চাঞ্চল্য, বৃথাই আমার দাঙ্গিক যত্ন ! একটী সামাজিক
পিপীলিকা-দংশনে, একটী সামাজিক ফোড়ার যন্ত্রণায় আমি
কাতর হই ; আমার আবার শক্তির অভিমান ? যে সর্বদা
অপরের ভয়ে ভীত ও সন্তুষ্ট, যে সর্বদা অপরের
অমুগ্রহ-লাভের প্রয়াসী, সেই আমার আবার শক্তির
অভিমান ? যে নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারে না,
যে ইচ্ছা করিলেই নিজের শরীর ও মনের মন্দটুকু দূর
করিতে সমর্থ হয় না, যার ইচ্ছার বিকল্পে সর্বদাই সকল
কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে, সেই আমার আবার কর্তৃত্বাভি-
মান ? দূর হউক আমার দণ্ড, দূর হউক আমার অহঙ্কার,
দূর হউক আমার অভিমান-প্রস্তুত কর্ম সমূদয় ! যার

বেদ-বাণী

অঙ্গুলি-সঞ্চালনে অনস্ত বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ড সৰ্বদা পরিচালিত
হইতেছে, তাহাতে আত্ম-বিসজ্জন কৱিয়া তন্ময় হইয়া
থাকিব।

৬

পাহাড় ছাড়িয়া বালিৰ বাঁধেৰ উপৰ দালান তুলিব
কেন? ভগবানকে ছাড়িয়া জগতেৰ উপৰ নিৰ্ভৱ কৱিব
কেন?

৭

মিছ্ৰি ফেলিয়া কে শুড় থাইবে? ভগবৎ-স্মৰণ মুক্তি-
প্ৰদ, বিষয়-স্মৰণ বন্ধন-প্ৰদ। ভগবৎ-স্মৰণ পৱিত্যাগ
কৱিয়া আমি বিষয়-স্মৰণ কৱিব কেন?

৮

সমুদয় ভোগ্যবস্তু একত্ৰিত হইয়াও যখন আমাকে
অক্ষানন্দেৰ সমান স্মৃথ দান কৱিতে পাৱে না, বিষয়াৱণ্যে
ভ্ৰমণ বন্ধ না হইলে যখন অক্ষানন্দ মিলিবে না, তখন
ভগবচ্ছস্তা পৱিত্যাগ কৱিয়া আমি বিষয়-বাসনা কৱিব কেন?

৯

৫৭

বেদ-বাণী

অঙ্গীতের অনন্ত জন্মে ত কত বিষয়-সেবাই করিয়াছি,
কিন্তু তাহার ফলে ত জন্ম-বন্ধ ঘোচে নাই। তবে আর
এ জন্মে বিষয়-সেবা-নিরত থাকিয়া শাস্তি-নাথের সেবা
পরিত্যাগ করিব কেন ?

১০

আমার মন যখন একটি-মাত্র পদার্থকেও আশ্রয় দান
করে, তখন দশ দিক হইতে পঞ্চাশটি পদার্থ মুখ ব্যাদান
করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আইসে। তবে আর আমি
বিষয়-গত-চিত্ত হইয়া হৃদয় হইতে হৃদয়ের ধনকে তাড়াইয়া
দিব কেন ?

১১

অনিত্য বিষয়ে যার সন্তোষ, তার নিত্যানন্দে প্রয়োজন
কি ? নিত্যানন্দের প্রয়োজন-বোধ যাহার নাই, তার
শাস্তি লাভের সন্তানন্দ বা কি ? আমি ক্ষুদ্র বিষয়ে লুক
হইয়া ভূমানন্দকে পরিত্যাগ করিব কেন ?

১২

ঘেটুকু স্থথ, ঘেটুকু শাস্তি পাইতেছি, তাহা যাহার

৫৮

বেদ-বাণী

নিকট হইতে পাইতেছি ; দুঃখ-কষ্টময় সংসার-পথে যিনি
আমার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন ; যিনি সর্বদা কোলে
করিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন ; যিনি সর্বদাই আমাকে
শান্তির পথে পরিচালিত করিতেছেন ; সত্য-লাভের পক্ষে
ঝাহার কৃপাই আমার একমাত্র আশার স্থল ; ঝাহার করণ।
আমি কতবার উপলক্ষি করিয়াছি ; যিনি আমার আপনার
হইতেও আপনার ; সেই অন্তর্যামী হৃদয়-দেবতাকে বিশ্বত
হইয়া আমি কোন্ প্রাণে বিষয়-পঞ্চককে হৃদয় দান করিব ?

১৩

ঝাহার প্রসাদে শুভবৃক্ষি গ্রাহ্য হইয়াছি, ঝাহার কৃপায়
শাধন-পথে অগ্রসর হইতেছি, তাঁহার-ইচ্ছায়-কিছু-সিদ্ধাই-
ও-সাংসারিক-স্বৰ্থ-স্ববিধা লাভ করিয়া তাঁহাকেই ভুলিয়া
থাকিব ?

১৪

ভোগ যখন অশান্তি দূর করিতে পারে না, ত্যাগই
যখন শান্তি-লাভের একমাত্র উপায়, তখন আমি ত্যাগী
না হইয়া ভোগী হইব কেন ?

১৫

৫৯

বেদ-বাণী

যেমন কর্ম, তেমনই যজুরি। তবে ভজন ছাড়িয়া
অন্ত কর্মে প্রবৃত্ত হইব কেন?

১৬

আমার অসৎ কর্ম ও অসৎ চিন্তা যেমন আমাকে
অবনত করে, তেমন জগৎকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে; তবে
কেন আমি আত্ম-চিন্তা-পরাঞ্জুখ হইয়া বিষয়-বাসনায়, দেহ-
বাসনায়, স্বার্থ-বাসনায় নিযুক্ত হইব?

১৭

অক্ষত্তেই আমার স্বরূপ, অক্ষত্তেই আমার পূর্ণত্ব, অক্ষেই
আমার শিতি, অক্ষেই আমার আমিত্ব, অক্ষত্তেই আমার
মুক্তি। তবে কেন আমি আত্ম-বিশ্঵ত হইয়া পঞ্চভূতকে
'আমি' বলিয়া প্রতারিত হইব?

১৮

যে অস্তঃকরণ লাভ করিয়াছি, ভগবচিন্তাতেই ইহার
সার্থকতা। যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, ভগবানের সেবাতেই
ইহার সার্থকতা। তবে কেন আমি ধৰ্মনির্ণয় না হইয়া

৬০

পঙ্ক-বৃত্তিতে মানব-জীবন কর্তৃন করিব ?

১৯

মৃত্যু-কালের চিন্তা পরকালকে নিয়ন্ত্রিত করিবে।
কখন মৃত্যু আসিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। বিষয়-চিন্তার
সহিতই আমাকে যদি সে গ্রাস করে, তবে ত ভবিষ্যৎ
অঙ্ককারময় ! তাই, বর্তমান কালে কিছুতেই আমি
ভগবানকে ভুলিতে পারিব না।

২০

এখন যদি বিষয়-চিন্তা করি, তবে সেই চিন্তার অভ্যাসে
মৃত্যুকালে আমার মন বিষয়াকার ধারণ করিতেও ত
পারে। তাই, বিষয়-চিন্তা সর্বদাই বর্জনীয়।

২১

পরিত্র জীবন ধাপন করিতে পারিলে অকুতোভয়ে,
হাসিতে হাসিতে, আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন
করিতে পারিব। তবে আমি কেন সর্বদা ‘শুद্ধমপাপ-
বিন্ধন’ নিরঞ্জনে মনঃসমাধান করিব না ?

২২

৬১

বেদ-বাণী

একাই সংসারে আসিয়াছি, একাই সংসার হইয়ে
বিদ্যায় লইব। অঙ্গের সহিত সমস্ক পাতাইয়াই এই
অশান্তির জাল প্রস্তুত করিতেছি। মোহ-জাল ছিপ্প হউক
আসক্তির বন্ধন ঘোচন হউক, আমি শান্ত-মনে আত্ম-
চিন্তায় রাত হই।

২৩

কেহ ভাল বা মন্দ, তাতে আমার কি আসে যায়;
আমি কেন বৃথা সে চিন্তায় আত্মহারা হইব? আমি
সর্বদাই আত্ম-দেবের পূজায় নিযুক্ত থাকিব।

২৪

ভগবানই সকল সাজিয়াছেন, তিনিই সকল করিতে-
ছেন। তবে আর সমালোচনা কেন? তবে আর মনের
চাঞ্চল্য কেন? তবে আর অভিমান-প্রবাহ কেন? তবে
আর মন সমরস থাকিবে না কেন?

২৫

“সর্বং খৰিদং ব্ৰহ্ম।” এক তিনিই আছেন। তিনিই

৬২

বেদ-বাণী

সকল। সকলই তিনি। তবে আর জগৎ আমার সাধন-পথে কিরূপে দাঢ়াইবে? তবে আর আমার সর্বদা অক্ষ-স্মরণ কেন অসম্ভব হইবে? যখনই যে বিষয়ে মন যাইবে, তখনই তাহাকে অক্ষময় মনে করিয়া মনকে ভগবন্নয় করিব।

২৬

তাঁর জগৎ লইয়া তিনি যেমন' ইচ্ছা খেলুন। তা লইয়া আমি মাথা ঘামাইব কেন? আমি কেবল তাঁকে ডাকিব, তাঁকে ভাবিব, তাঁতে ডুবিয়া যাইব।

২৭

জগতের আবার গুরুত্ব কি? জাগতিক ব্যাপারের জন্য আমার অশাস্ত্র উপস্থিত হইবে কেন? সর্বত্র ভগবানের রসময় লীলা-বিলাস দর্শন করিয়া অরুদিন তাঁহাতে ডুবিয়া থাকিব।

২৮

যখনই কর্ষ-প্রবৃত্তি জাগে, যখনই চিন্তা-তরঙ্গ মনকে আলোড়িত করে, অমনি সে প্রবৃত্তির বেগ, সে তরঙ্গের

৬৩

বেদ-বাণী

চাঞ্চল্য আত্ম-চিন্তা দ্বারা বন্ধ করিব না কেন ?

২৯

যদি কথনও বিষয়-ব্যবহার করিতেই হয়, বিষয়ের
বিষয়স্ত বর্জন করিয়া, বিষয়ে ভগবদ্ধর্শন করিয়া, বিষয়-
ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ-পরায়ণ হইব ।

৩০

বর্তমানের সঙ্গম-কল্পনা, বর্তমানের বিষয়-গ্রহণ কেবল
যে বর্তমান কালকেই নষ্ট করে, তা নয় ; ভবিষ্যতের সাধন-
ভজনেরও অন্তরায় হইবে । তাই, অন্তঃকরণকে, ইন্দ্রিয়-
গুলিকে সর্বপ্রয়ত্নে বশীভৃত করিয়া, অন্তমুখ করিয়া সর্বদা
ভগবানের ধ্যান করিব ।

৩১

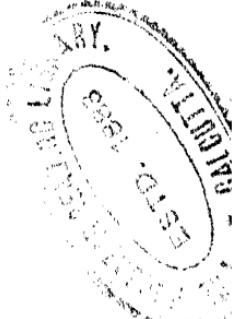
আমি ত “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ঃ সনাতনঃ ।”
আমি ত কথনও কিছুই করি না । “গুণা গুণেষু বর্তন্তে ।”
কর্মের সহিত আমার কি সম্পর্ক ? যাহা হয় হউক ।

৬৪

বেদ-বাণী

কর্ম-চিন্তায় চঞ্চল হইয়া আমি ধর্ম-চিন্তা পরিত্যাগ করিব
কেন ?

৩২



অনন্ত শরীর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যে মায়া-বশে
স্পন্দিত হইতেছে। ইহাদের সহিত আমার কি সমৰ্থ ?
এগুলি আমার মধ্যে থাকিয়াও নাই। আমি নির্বিকার
পরমাত্মা ।

৩৩

রঞ্জুতে যেমন সপ্ত-ভূম, অঙ্গেও তেমনি জগদ্ভূম
হইতেছে। জগতের আবার সত্যতা কি ? সত্য-ভাবনা
পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা-ভাবনা করিব কেন ?

৩৪

আমি শরীর নই, আমি আত্মা । তবে আর আমি
দেহ-বাসনায় অস্থির হইয়া আত্ম-চিন্তা বিসর্জন দিব কেন ?

৩৫

যখন আমি ব্রহ্মনির্ণ থাকি, তখন আমি কি মহান् !

ঙ

৬৫

বেদ-বাণী

আর যখন বিষয়াসক্ত হই, তখন চৌদ্দ-পোয়া-পুটুলিতে-
আবক্ষ আমি কত ক্ষুদ্র, কত দুর্বল, কত দুর্দশাপন্ন !
তবে আর আমি নিজেকে নিজে ছোট করিব কেন ? নিজের
পায়ে নিজে কুড়ুল মারিব কেন ? ‘বড় আমি’ না হইয়া
‘ছোট আমি’ হইব কেন ? চৈতন্য-স্বরূপ না হইয়া
বিষয়ের দাস হইব কেন ?

৩৬

ব্যক্তি-বিশেষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্তুই কি আমি জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছি ? তবে আমি লোক-রঞ্জনের নিমিত্ত
শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য ধর্মনিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিব কেন ?

৩৭

সংসারে যাহাদিগকে ‘আপন’ বলিয়া জানিতাম, তাহা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে আমি প্রেময়ের অন্তসঞ্চানে
বহির্গত হইয়াছি, সেই আমি আবার কোন্ মুখে, কোন্
উদ্দেশ্যে, কোন্ বিবেচনায় দেহ-মুখের জন্য, যশ-মানের
জন্য, লোক-রঞ্জনের জন্য নানা বিষয়ে মনোযোগী হইয়া
লক্ষ্য-অষ্ট হইব ?

৩৮

৬৬

বেদ-বাণী

সর্বস্তু-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ সম্পাদনে ত্রতী হইয়া যে
আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার আশা করিতেছি, সেই আমি এক
খণ্ড কৌপীনের অপহরণে চঞ্চল হইব কেন, প্রতিপত্তির
ইচ্ছায় ব্যতিব্যস্ত থাকিব কেন, লাঙ্গনার ভয়ে সশঙ্খ
রহিব কেন, ক্ষণিক আরামের লোভে ছুটাছুটি করিব
কেন, বঙ্গ-বিয়োগে কাতর হইব কেন, সমুদ্র জাগতিক
ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া শান্ত মনে ভগবচিন্তা করিতে
পারিব না কেন ?

৩৯

দুঃখ, দৈন্য সংসারে অপরিহার্য । যত সহ করা যায়,
ততই দুঃখের দুঃখত্ব কমিয়া যায় । যত অস্থির হইবে,
ততই দুঃখের দুঃখক্রপত্ব বাঢ়িবে । তবে আর আমি দুঃখ-
চিন্তায় অধীর হইয়া নিত্য-চিন্তা বিসর্জন করিব কেন ?

৪০

অমৃতস্তু-লাভেই যথন আমাদিগের লক্ষ্য, ভগবদ্ধর্শনই
যথন মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধিকার, শান্তি-লাভের
চেষ্টাই যথন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য এবং পরম পুরুষার্থ,
তথন সামান্য দুঃখ, কষ্ট এবং অস্তুবিধার ভয়ে কেন

৬৭

বেদ-বাণী

আমি ভগবচিন্তা বর্জন করিয়া ক্ষণিক স্থানের চেষ্টায়
নিযুক্ত হইব ?

৪১

কোন্ কর্ম ধর্ম অপেক্ষা বড় ? কোন্ কর্ম সাধন
অপেক্ষা অগ্রে নিষ্পাদ্য ? তবে, এখনই আমার সম্মুখে
সাধনের যে স্থূলতা ও স্থুলিকা উপস্থিত, তাহার সদ্ব্যবহার
না করিয়া বর্তমান সময়ে আমি অন্ত কর্মে প্রবৃত্ত হইব
কেন ?

৪২

বর্তমানে সাধনের যে স্থূলতা আছে, তাহা যে ভবিষ্যতে
মিলিবে, তার নিশ্চয়তা কি ? তবে আর সাধন-ভজন
ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া এখন বিষয়-কর্মে মনোনিবেশ
করিব কেন ?

৪৩

শাস্তি-জ্ঞানাভি যদি আমার জীবনের লক্ষ্য হয়, লক্ষ্য-
সিদ্ধির জন্য যদি আমার ঐকান্তিক বাসনাই থাকে, তবে

৬৮

বেদ-বাণী

আমি লক্ষ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল কর্ষে নিযুক্ত হইয়া সাধনার—
সিদ্ধি-লাভের বিষ্ণ ঘটাইব কেন ?

৪৪

ধর্ম-লাভ করিবার পূর্বে অন্ত কর্ষে আমার কি
অধিকার, অন্ত কর্ষে আমার কি প্রয়োজন ?

৪৫

এই মুহূর্তে ভগবানের নাম না করিয়া আমি অন্ত কথা
বলিব কেন ? এখন ভগবানের রূপ না দেখিয়া অন্ত রূপ
দেখিব কেন ? বর্তমানে ভগবানের মাহাত্ম্য চিন্তা না
করিয়া বিষয়-চিন্তা করিব কেন ?

৪৬

যখন অন্তের দোষের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখন কেন আমি
নিজের দোষ দর্শন করিব না, কেন আমি নিজে নির্দোষ
হইয়া ভগবানের সাক্ষাত্কার-লাভের অধিকারী হইব না ?

৪৭

৬৯

বেদ-বাণী

কপটতা ধর্ম-সাধনের প্রধান অস্তরায়। তবে কেন
আমি চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভগবান হইতে দূরে
সরিয়া যাইব ?

৪৮

কেন আমি শাস্ত্রের মর্যাদা লজ্জন করিব ? কেন
আমি শাস্ত্রালোকে—সাধনালোকে সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত
না করিব ? কেন আমি মিথ্যা জগতের মায়াময় পদাৰ্থ-
গুলিতে কৌতুহলসম্পন্ন হইব ? কেন আমি ঋষি-মুনি-
গণের উচ্চাদর্শের অমুকরণ না করিব ? কেন আমি
ঝেঁষ্টতম পদবীতে আরোহণের চেষ্টা না করিব ? কেন
আমি রোগ ও শোকে, বাধা ও বিষ্ণে, ভয় ও সংশয়ে,
আলঙ্গ ও সাময়িক অকৃতকার্যতায় উদ্ঘমশূণ্য হইয়া সিদ্ধি-
লাভের পূর্বেই সাধন-সমর পরিত্যাগ করিব ? সেই
আফলোদয়-কর্মা টিট্টিতের * মত, অধ্যবসায় সহকারে,
আমিও কেন সকল সময় যথাসাধ্য ধর্ম-সাধনে অতিবাহিত

* এক টিট্টিভ-দল্পতি একবার বিদেশে যাইবার সময়ে তাহাদের ডিম-
গুলি সমুদ্রের তীরে এক গর্তে রাখিয়া গিয়াছিল। ডিমগুলি সমুদ্র
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, টিট্টিভির এই আশঙ্কা বুঝিয়া টিট্টিভ সমুদ্রকে
শুনাইয়াই বলিয়া গেল, সে তাহা হইলে সমুদ্র শোষণ করিবে নিশ্চয়।
সমুদ্র কিন্তু কৌতুহলী হইয়া ডিমগুলি লুকাইয়া রাখিল। কিছু দিন

বেদ-বাণী

না করিব ? কেন আমি শ্রুক্ষা-হীন, বীর্য-হীন, ধৈর্য-হীন,
উৎসাহ-হীন হইব ?

৪৯

সময় কম, কাজ অনেক। আমার কি অন্ত দিকে
মন দিবার অবসর আছে ?

৫০

স্বর্গাঞ্চ ;

১৭১১১'১৭

পরে ফিরিয়া আসিয়া টিট্টিভ ডিম না পাইয়া রাগে তার কথামত
সমৃদ্ধ শোষণ করিবার জন্য ঠোঁটে করিয়া এক এক বিলু জল লইয়া
তাঁরে ফেলিতে লাগিল। টিট্টিভী শোকাচ্ছৰা হইলেও অবিলম্বে
আসিয়া স্বামীর সহায়তা আরম্ভ করিল। কতক্ষণ পরে একর্ষাক চড়ুই
পাখী আসিয়া এই কাজে দেখিয়া প্রথমে বিশ্বাসে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু
পরক্ষণেই সব শুনিয়া জাত-ভাইদের প্রতি কর্তব্য করিবার জন্য গঙ্গার
ভাবে তাহাদের কাজে যোগ দিল। এই রকম করিয়া ছোট বড়
অনেক পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া তাহাদের সাহায্যে লাগিয়া গেল।
সকলের সমবেত-চেষ্টায়ও যে জল উঠিতেছিল, তাঁতে সমুদ্রের ভারী
আনন্দ হইতেছিল। এমন সময়ে বিহঙ্গমরাজ মহাবল গঞ্জড় আকাশ-
পথে যাইতে যাইতে এই বাপার দেখিয়া নামিয়া আসিলেন এবং
সমস্তটা শুনিয়া টিট্টিভের সত্যপ্রতিজ্ঞাতা, আশুশঙ্কির উপর শ্রুতি এবং
অধ্যাবসায় দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পক্ষী-জাতির অবমাননার সমুচিত
সাজা দিবার জন্য সমুদ্র-শোষণ আরম্ভ করিলেন। সমুদ্র ভয়ে ডিমগুলি
টিট্টিভকে ফিরাইয়া দিয়া ক্ষমা চাহিয়া তবে গরুড়কে নিরস্ত করিয়া
আপনাকে বাঁচাইল।

৭১

ସ୍ଵଯଞ୍ଜ୍ୟାତି ଚିନ୍ମଣିର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ସକଳ ଭକ୍ତିମାନେର
ହୃଦୟ-କନ୍ଦର ଉତ୍ସାହିତ ହୟ, ତୀହାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵକେହି ଏକ
ବିଜ୍ଞାନୀର ଅବହୁ। ‘ନବ ରାଗେ ରଙ୍ଗିତ’ ଦର୍ଶନ କରେନ । ନିରଞ୍ଜନକେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ
ହେଇଥା ତୀହାରା ନିର୍ମଳ ହନ; ତୀହାଦିଗେର ଚକ୍ଷେ ଜଗଂତ୍ର
ନିର୍ମଳ ହେଇଥା ଯାଏ । ତୀହାଦିଗେର ନିକଟେ ପାପ ନାହିଁ, ଦୋଷ
ନାହିଁ, ବିଦେଶ ନାହିଁ । ତୀହାଦେର ନିକଟେ ସମ୍ମଦୟ ଜଲଇ ଗାନ୍ଧ-
ବାରି, ସମ୍ମଦୟ ସ୍ଥଳଇ ବ୍ରନ୍ଦାରଣ୍ୟ, ସମ୍ମଦୟ ଜୀବ-ଶରୀରଇ ଦେବ-
ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ସମ୍ମଦୟ ଅଞ୍ଚାଣ୍ଡି ଭଗବାନେର ମନ୍ଦିର । ମହାଜ୍ଞା
ଅର୍ଜୁନଦାସେର ନାମ ଶୁଣିଯାଇ । ଆମରା ଯାହାକେ ଭାଲ ବଲି,
ଆମରା ଯାହାକେ ମନ୍ଦ ବଲି, ଏମନ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ନର-ନାରୀ
ତୀହାରେ ଦୃଷ୍ଟି-ପଥେ ପତିତ ହେଇଥାଛେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ତାହାଦେର
ମଧ୍ୟେ ଦୋଷ-ଶୁଣ ଦେଖେନ ନାହିଁ । ତିନି ଦେଖିତେନ—ପ୍ରତ୍ୟେକ
ହୃଦୟେଇ ତୀହାର ପ୍ରିୟତମ ବିରାଜମାନ ରହିଯାଛେ । ତାହିଁ,
ସଥନଇ କୋନ ମାନବ-ମୃତ୍ତି ତୀହାର ନୟନ-ଗୋଚର ହେତ, ତଥନଇ
ତିନି ପ୍ରେମାର୍ଦ୍ଧଦୟେ ତାହାର ମୟୁଖେ ଆରାତି କରିତେନ ।
ତିନି ଅତ୍ୱଭବ କରିତେନ—ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଗବାନଇ ସକଳ
ଶରୀରେ ଶରୀରୀ, ସକଳ ଦେହେର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସକଳ ଇଞ୍ଜିଯେର

নিয়ামক। এই সকল মহাপুরুষ কেবল যে জীব-শরীরেই
ভগবানের প্রকাশ উপলক্ষ্মি করেন, তা নয়; তাহারা
জড়ের মধ্যেও চৈতত্ত্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। মহাআ-
তুলসীদাস-বংশাবতঃস স্বামী রামতীর্থজী লিখিতে লিখিতে
হস্তস্থিত পেনসিলটাইর দিকে তাকাইয়া তাবে বিভোর
হইতেন এবং সেইটিকে বারষ্বার চুম্বন করিতে থাকিতেন।
এই যে অনন্ত কর্ম-শ্রোত, এই যে অনন্ত ভাব-প্রবাহ,—
এ সকলকে তাহারা প্রেময়ের লীলা-বিলাস বলিয়াই
অবগত হন। কর্ষের মধ্যেও বিশ্বরূপকে পূর্ণরূপে অনুভব
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, গাজীপুরের মহাআ
পওহারী বাবা যেরূপ প্রেমের সহিত, যেরূপ মনোযোগের
সহিত ভজন করিতেন, ঠিক তেমনই প্রেম, তেমনই
মনোযোগের সহিত থালা-বাটীও পরিষ্কার করিতেন। এই
বিজ্ঞানবান মুনিগণের প্রজ্ঞা-নেত্র সর্বদাই সর্বাধার অবিনাশী
চৈতত্ত্ব-দেবের উপর গৃহ্ণ-দৃষ্টি থাকে। তাহারা দেখিতে
পান—ধীর, স্থির, শান্ত চিৎ-সমুদ্রের ভিতরে অনন্ত অঙ্গাঙ্গ,
অনন্ত পরমাণু-পুঁজি, অনন্ত শরীর, অনন্ত ভাব সর্বদা ক্রীড়া
করিতেছে। তাহারা বোধ করেন যে ঐ নিত্য, সর্বগত
চিৎ-সমুদ্রই স্ব-স্বরূপে সর্বদা পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকিয়াও
স্বীয় অনন্ত-শক্তি-বলে এই অনিত্য, অস্থির নাম-রূপাত্মক
জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাহারা জানেন যে
বিশ্বকর্মা ভগবানই সকল যত্নের যত্নী, সকল শরীরের কর্ত্তা।

বেদ-বাণী

এবং সকল কর্মের নিয়ন্তা। তাঁহারা অনুভব করেন—
তিনিই সকল শরীরে বজ্ঞা, তিনিই সকল শরীরে শ্রোতা,
তিনিই সকল শরীরে ভোক্তা এবং তিনিই সকল শরীরে
জ্ঞাতা এবং জ্ঞাত্বা; একমাত্র তিনিই ছিলেন, একমাত্র
তিনিই আছেন, একমাত্র তিনিই থাকিবেন; তিনি ভিন্ন
অন্য কিছু কখনও ছিল না, তিনি ভিন্ন অন্য কিছু এখনও
নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না; যা কিছু, সকলই
তিনি, সকলই তাঁর, সকলই তাঁহাতে এবং তিনিই সকলে।

এই যে উপলক্ষি, এই যে অপরোক্ষানুভূতি, ইহা মহা-
পুরুষগণ জন্মকালেই প্রাপ্ত হন না। তাঁহারাও তোমার
আমার মতই থাকিয়া সাধন-সহায়ে পরিশেষে জ্ঞান-প্রেমের
উচ্চতম পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন। মহাত্মা
বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন,
“আমি তোমাদেরই মত ছিলাম। আমারও কত দুর্বলতা
ছিল। কিন্তু সাধন করিতে করিতে ভগবানের কৃপা লাভ
করিয়াছি। এখন এমন অবস্থায় আছি যে পূর্বের
দুর্বলতাগুলি কেমন করিয়া আমার মধ্যে ছিল, তা ভাবিতে-
ও এখন বিস্ময় হয়। সাধন-বলেই আমি একপ হইতে
পারিয়াছি; সাধন বলে তোমরাও এইকপ হইতে
পারিবে।” উৎসাহের সহিত সাধন করিতে হইবে, সিদ্ধি
লাভ পর্যন্ত সাধনে লাগিয়া থাকিতে হইবে। উপরোক্ত
ভাগ্যবানদিগের হৃদয়-পক্ষজ প্রেম-প্রবাহের মধ্যময় প্লাবনে

বিজ্ঞান
সাধন-নৃত্য

সাধন নিরবচ্ছিন্ন
হওয়া চাই

বেদ-বাণী

যেমন ভাবে অভিষিঞ্চ হইয়াছিল, আমাদিগের হৃদয়কেও
যদি তেমন ভাবে প্রেম-রসে আপ্নুত করিতে চাই, তবে
উইঁদিগের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত সত্য-স্বরূপকে দিবানিশি
অরুধ্যান করিতে হইবে। তাহাকে ভাবিতে হইবে,
তাহাতে ডুবিতে হইবে, তাহার মধ্যে নিজকে হারাইয়া
ফেলিতে হইবে। কুকুর যখন ঝটি লইয়া পলায়ন করিতে-
ছিল, তখনও বামদেবের * সর্বত্র-ব্রহ্ম-দৃষ্টি অব্যাহত ছিল
বলিয়াই সে দিন তাহার জীবন চিরকালের তরে ধন্ত
হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, যে দিন রামদাস *

* দিনমান তপস্থায় যাপন করিয়া সন্ধ্যায় বামদেব ভগবানকে ভোগ
নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। এক সন্ধ্যায় শোগের জন্ম ঝটিতে
যী মাথিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা কদাকার কুকুর আসিয়া এক-
খানা ঝটি লইয়া পলাইয়া গেল। ঝটিখানাতে যী মাথান হইয়াছিল
না ; বামদেব যী'র ভাঁড় হাতে করিয়া কুকুরের পিছন পিছন দোড়াইতে
লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন “ওরে ! দাঁড়া, যীটা মাথিয়ে দেই !”
কিছুদূর গিয়া আর কুকুর দেখা গেল না। বামদেবের সম্মুখে প্রসন্ন-
মৃত্তি তাহার উপাস্ত দেবতা, শিতমুখের একপ্রাপ্তে ঝটিখানা রহিয়াছে।
দেবতা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “বামদেব ! তোমার সাধনা পূর্ণ
হইয়াছে, তুমি সর্বভূতেই আমাকে তুল্যরূপে ভালবাসিতে শিখিয়াছ ।”

+ একদা সাধু রামদাস আপন আশ্রমের নিকটেই মহাঞ্জা তুলসী-
দামের দর্শন লাভ করিয়া তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন, “মহারাজ ! আমাকে
কৃপা করিয়া ভগবানকে দেখাইতে হইবে ।” তুলসীদাস কহিলেন
“আচ্ছা কাল ছপুরে ভগবান তোমার আশ্রমে যাবেন ।” রামদাস

বেদ-বাণী

ভগবদ্দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, সেই দিন সমীপাগতা কৃপাময়ী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভে বঞ্চিত হইয়া কি পরিতাপেই না দক্ষ হইয়াছিলেন ! তাই বলিতেছি, যদি জীবনকে কৃতার্থ করিবারই বাসনা থাকে, তবে একটু সময়ও নষ্ট করিতে হইবে না । সর্বদাই ভগবচিষ্ঠা করিতে হইবে, সর্বদাই কোন না কোন প্রকারে ভগবানে মন লাগাইয়া রাখিতে হইবে ।

সাধন যদি কখনও ভাগ্যবলে কোন তত্ত্বদশী প্রেমিকের সঙ্গ-
লাভ করিতে পার, তাহার সেবা কর এবং তাহার নিকট
হইতে ভগবানের মাহাত্ম্য অবণ কর । উইঁর চরণোপাস্তে

আশ্রমে আসিয়া কতরকম করিয়া আশ্রম সাজাইলেন এবং ভগবানের প্রসাদ পাইবার জন্য সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়া বিবিধ ভোগ সম্ভার প্রস্তুত করিলেন । এদিকে তো পরদিন ছপুর প্রায় অতীত হইয়া গেল, ভগবান আর আসিতেছেন না ! রামদাস উৎকষ্টিত হইয়া ধৰ-
বাহির করিতেছেন, এমন সময়ে চীৎকার উঠিল, এক মহিষ আসিয়া
সব থাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেছে । রামদাস তাড়াতাড়ি এক লাঠি
দ্বারা মহিষকে উভয়েরপে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, এবং সন্ধ্যার
সময়ে কুরু-চিষ্ঠে আসিয়া তুলসীদাসকে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া
নিল। করিলে, তুলসীদাস কহিলেন, “ভগবান আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন,
তিনি ছপুরেই তোমার আশ্রমে গিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাহাকে
মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ !” রামদাস কান্দিতে লাগিলেন, “ভগবান
কতুরপেই কতসময়ে অভাগাদের কাছে আসিয়া থাক ! হায় ! অক
আমরা তোমায় চিনিতে পারি না !”

উপবিষ্ট হইয়া উপনিষৎ, গীতা, বিশ্ব-ভাগবৎ, দেবী-ভাগবৎ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। অথবা, তাহা সম্ভব না হইলে, ঐ পুস্তকগুলি নিজে নিজেই বুঝিবার চেষ্টা কর। নিজেনে সমাসীন হইয়া ভগবত্ত্ব চিন্তা কর এবং স্মষ্টি-কার্য্যের পর্যালোচনা দ্বারা বিধাতার অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য এবং অনন্ত মহিমার ধারণা করিতে যত্নবান হও। শ্রবণ ও বিচারাদির সাহায্যে তাহার মঙ্গলময়ত্বের অনুভব করিতে সচেষ্ট হও। তাহার মহিমাব্যঞ্জক স্তোত্র এবং সঙ্গীত গান এবং শ্রবণ কর। যখন কোন মন্দিরে গমন কর, তখন চিন্তা কর—‘তিনিই পূজ্য দেব-মূর্তি সাজিয়াছেন, তিনিই পূজক হইয়াছেন, তিনিই পূজা এবং তিনিই পূজার উপকরণ।’ প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে মনে কর—‘নিরাধার অনন্ত-দেবের আবার পরিক্রমণ কি? তবে তিনিই তাহার কর্তকগুলি শরীরে তাহার এই বিশ্রাম শরীরকে প্রদক্ষিণ করিয়া লীলা করিতেছেন। অথবা, সর্বাধার হইলেও তিনি প্রত্যেক স্থানেই পূর্ণক্রপে বিরাজ-মান; তাই, এই মন্দির-প্রদক্ষিণে বিশ্বাধারকেই প্রদক্ষিণ করা হইতেছে।’ সংকীর্তন শুনিয়া মনে কর—‘তিনিই এই সকল শরীরে নিজের মহিমা নিজেই কীর্তন করিয়া কি অপরূপ নাট্যেরই না অভিনয় করিতেছেন! তিনিই সাপ সাজিয়া দংশনাকরেন, ওৰা সাজিয়া চিকিৎসা করেন, রোগী

বেদ-বাণী

সাজিয়া দুঃখ ভোগ করেন।^১ প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে
উপযুক্ত আসনে যথানিয়মে উপবিষ্ট হইয়া অথঙ্গ, অদৈত
সচিদানন্দের ধ্যান কর। ধ্যান-কালে অথবা অন্ত সময়ে
প্রণব-মন্ত্র জপ কর। প্রণবের অর্থ এবং মাহাত্ম্য চিন্তা
কর। ঘেঁষের গর্জনে, বিহঙ্গের কলরবে, রোগীর আর্তনাদে
প্রণব-ধ্বনিই শ্ববণ কর। নিষ্ঠুর নিশ্চিতে শুনিতে থাক—
অনাহত ধ্বনির প্রবাহ-তরঙ্গে জগৎ প্লাবিত হইতেছে।
আর, সন্তব হইলে, অনুভব কর—তোমার ভিতরেও
অনাহত-ধ্বনির অচিহ্ন প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা-
কালে নানকের* মত চিন্তা কর—‘ভগবান প্রকৃতি সাজিয়া
কেমন স্থন্দর ভাবে নিজের আরতি করিতেছেন !’ আকাশে
পক্ষী ও পুরুরে মাছ দেখিয়া চিন্তা কর—‘সকল শরীরই
চিদাকাশের উড়যনশীল পক্ষী এবং চিৎ-সমুদ্রের সন্তুরণশীল
মৎস্য।’ রেলগাড়ীতে চড়িয়া মনে কর—‘ড্রাইভার যেমন
গাড়ীগুলিকে আপুন ইচ্ছায় চালাইতেছে, অন্তর্যামী

* গুরু নানক ত্রীক্ষেত্রে আসিয়া এক সন্ধ্যায় শ্রীত্রিজগন্নাথ-দেবের
আরতি দেখিতে যখন মলিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, গুরজীর দীর্ঘশাঙ্ক
দর্শনে পাণাগণ তাহাকে মুসলমান মনে করিয়া বাধা দিল। সঙ্গের
শিষ্যবর্গকে ব্যাখ্যা করিয়া নানক নিঃশব্দে সমুদ্র-তৌরে আসিলেন
এবং ভগবানের অথঙ্গ বিরাট আরতি—গগনের থালায় চন্দ্ৰ সূর্য দীপ-
যুগল আৱ তাৱার মাল্য লইয়া, পৰন চামৰ ও অনাহত শব্দের বাজন
ভেড়ী ছারা পূজাৱাণী প্রকৃতি যে মহান স্থন্দর—গভীৰ আৱতি কৰিতে-

ভগবানও তেমনই তাহার ইচ্ছামত সকলকে পরিচালিত করিতেছেন।' তোমার ইচ্ছা ও সম্ভবির অপেক্ষা না করিয়াই যে তোমার শরীরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্মৃতি—সকল কালেই অনবরত প্রাণ-ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা উপলক্ষ কর এবং তাহার মূলে ভগবৎ-শক্তি দর্শন কর। ঐ যে বালকটী একটী কাচের গেলাস হস্তে লইয়া যাইতেছে, ঐ চলন্ত গেলাসটির ভিতরে বাহিরে রোদ থাকিলেও রোদ যেমন কখনও চলে না, তেমনই পরমাত্মা এই সকল চলন-শীল শরীরের ভিতরে বাহিরে সমভাবে থাকিয়াও সর্বদা ধীর, স্থির, শাস্ত, নির্বিকার। মনে কোন ভাব-তরঙ্গ উঠিলে মনে কর—'উহা চিৎ-সাগরেরই তরঙ্গ।' কোন বিষয়ে যখন মন যাইবে, তখন চিন্তা কর—'ভগবানই ঐ বিষয়কুপে প্রকাশিত হইয়াছেন; উহা ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নয়।' যখনই কাহাকেও কোন কর্ষ করিতে হেন, তাহা দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু শিষ্যগণের মনঃক্ষেত্র ঘূচিল না। তখন নানক কাতরে ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভগবান! ভক্তের মান রক্ষা কর; তুমি অবেধগণকে জানিয়ে দেও, ভগবান ভক্তকে কখনও ছাড়েন নাই।" ভক্তের ভগবান সে রাত্রেই সোনার থালার করিয়া মন্দিরের প্রসাদ দিয়া গেলেন। কিন্তু সকলে তা জানিতে পারিল না বলিয়া নানক আবার কাতরে নিবেদন করিলেন, "সমুদ্রের জল লবণাঙ্গ, তুমি এখানে সকলের পানের জন্ত স্বচ্ছ, স্বাদ, স্বশীতল গঙ্গাজলের উৎস স্ফটি কর।" ভগবান ভক্তের আবদ্ধার রাখিলেন। আজও সে উৎস গুপ্ত-গঙ্গা নামে থাক্ত।

বেদ-বাণী

দেখিতে পাও, মনে কর—‘ভগবানই ঐ শরীরে ঐ কর্ষ করিতেছেন ; কর্তা তিনি, কর্ষণ তিনি, শরীরণ তিনি।’

যথনই কাহারও কথা বা আচরণে তোমার অসন্তোষ, বিরক্তি বা ক্রোধ উৎপন্ন হয়, অমনি স্মরণ কর—‘এই কথা বা আচরণের কর্তা মঙ্গলময় ভগবান।’ যথনই দুই জনের মধ্যে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়, অমনি মনে কর—‘এক জনই এই দুই বিভিন্ন ক্লপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের অভিনয় করিতেছেন। প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-স্বরূপ ; কে ছোট, কে বড় ?’ কাহারও প্রতি ঘৃণা বা বিষ্঵ে জন্মিলে চিন্তা কর—‘ঐ হৃদয়ে আমার আরাধ্যদেব নিবাস করিতেছেন ; তিনিই ঐ লীলা-শরীর ধারণ করিয়াছেন এবং তিনিই ঐ শরীরের কর্তা।’ মনে রাখ—‘যথনই কাহাকে ঘৃণা করি, তাহাতে ভগবানকেই ঘৃণা করা হয় ; যথনই কাহারও প্রতি ক্রোধ করি, তখন ভগবানের প্রতিই ক্রোধ করা হয় ; যথনই কাহারও নিন্দা করি, তাহাতে ভগবানেরই নিন্দা করা হয়।’ সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া সমালোচনা ও দোষ-দর্শনাদি পরিহার কর। অন্তের দোষ-দর্শন আমাদিগের একটি গুরুতর দোষ ; তাহা নিবারণ করিবার জন্য সর্বদা সতর্ক থাক এবং বিচার ও প্রার্থনার সাহায্য গ্রহণ কর। যথন কেহ তোমার প্রশংসা করে, তখন মনে কর—‘যে কর্ষের জন্য এই প্রশংসা হইতেছে, তাহার কর্তা ত ভগবানই।’ তিনিই এক

বেদ-বাণী

শরীরে এক কর্ম করেন, অপর এক শরীরে আবার সেই কর্মের সমালোচনা করেন। এই তাহার লীলা। এই সমালোচনার আবার গুরুত্ব কি ?' জাতি-কুল, বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য, ধন-মান কিম্বা গুণ বা সৌন্দর্যের জন্য যখন অভিমান জাগে, তখন মনে কর—‘কর্তা ত ভগবান, আমি অভিমান করিবার কে ?’ ভাব—‘ভগবানই অভিমান করিতেছেন, এ অভিমান-তরঙ্গও ভগবানই।’ মনে কর—‘ভগবান তাঁর যে শরীরে যখন যেমন ইচ্ছা, সেই শরীরে তখন তেমনই খেলিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা হইলে শরীরের সাজ পরিবর্তন করিতেও পারেন। যে শরীর আজ স্ফুর, কাল তাহা কুৎসিত হইতেছে, ধনী নির্ধন হইতেছে, বুদ্ধিমান বিকৃত-মস্তিষ্ক হইতেছে, বলবান দুর্বল হইতেছে। পক্ষান্তরে, ছোট বড় হইতেছে, মূখ পশ্চিম হইতেছে, নগণ্য ব্যক্তি সম্মানাস্পদ হইতেছে। দশ জন অপেক্ষা আমি অধিক গুণ-সম্পদ বটে, কিন্তু আমা অপেক্ষা গুণবান লোকের সংখ্যাও কম নহে। কোন না কোন প্রকারে প্রত্যেক শরীরই আমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।’ চিন্তা কর—‘দেহাত্মবুদ্ধি যতই বাড়িতেছে, ততই আমি ভগবান হইতে দূরে যাইতেছি।’ ভাবনা কর—‘সকলই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। সকল শরীরই আমার নিকটে সমান ; তবে আর শরীর-বিশেষকে “আমি” বা “আমার” মনে করিয়া অভিমান-পাশেই বা বন্ধ হইব কেন, আর স্থথ-দুঃখের ফাদেই বা পড়িব কেন ?’

বেদ-বাণী

চলিবার সময়ে মনে কর—‘ভগবানই এই শরীরে চলিতেছেন।’ বলিবার সময়ে মনে কর—‘ভগবানই এই শরীরে বলিতেছেন।’ আহারের সময়ে মনে কর—‘ভগবানই আহার করিতেছেন, তিনিই আহার্য, তিনিই আহার।’ কখনও মনে কর—‘তিনিই সকল সাজিয়াছেন, তিনিই সকল শরীরে “আমি” “আমি” করিতেছেন; আমি ত তিনিই; আমি অথগু সচিদানন্দ।’

একটা কথা আছে। ‘আমি ভূক্ষ’—এ ভাব কোন কোন সাধকের ভাল লাগে না। কখনও কেহ মনে করে—‘ভগবানই এই সকল হইয়াছেন। যা কিছু, সকলই তিনি। আমি তাঁর দাস। আমি যতদ্র পারি, সকল শরীরে তাঁর সেবা করিব। ভগবানই সকল শরীরে শরীরী। সকল শরীর লইয়াই তাহার শরীর। প্রত্যেক শরীরই ভগবৎ-শরীরের এক একটী অবয়ব। তাই, যে কোন শরীরের সেবা করি, তাহাতে সর্বময় বিশ্বাধারেরই সেবা করা হয়।’ ধন, মন, বাণী ও শরীর দ্বারা যথাসাধ্য জীবগণের উপকার করিয়া, নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্তের ক্ষতি এবং অস্তুবিধা-বোধ নির্বাচন করিয়া সে মনে করে—সে ভগবানেরই সেবা করিতেছে। এইরূপ সেবা করিতেই সে ব্যগ্র, সেবা করিতে না পারিলেই তাঁর অত্যন্তি, সেবা করিবার স্থযোগ পাইলেই তাঁর আনন্দ। কোন শরীর দেখিলেই তাহাতে ভগবৎ-সত্ত্বা প্রত্যক্ষ করিয়া সে

ভক্তিভরে প্রণাম করে। সে প্রত্যেককেই মঙ্গলময়
ভগবান মনে করিয়া তৎকৃত ঘৃণা ও নিষ্ঠা, প্রহার ও
তিরস্কার অবিকৃতচিত্তে সহ করিয়া থাকে। সে দেব-
মন্দিরে যাইয়া মনে ভাবে—‘যদিও ভগবৎ-শরীরের-অবয়ব-
স্বরূপ প্রত্যেক-শরীরেই তাহাকে পূজা করা যায়, তথাপি
আমাদিগের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ
করিবার জন্য, আমাদিগের সর্বপ্রকার কল্যাণের নিমিত্ত,
তিনি অনন্ত থাকিয়াও এই সকল দেব-মূর্তি প্রকাশিত
করিয়াছেন। এই সকল বিগ্রহের চরণতলে যে প্রণাম
এবং অর্ধ্যাদি প্রদত্ত হয়, তাহা বিশ্ব-মূর্তি অনন্তদেবকেই
প্রদত্ত হয়, এবং তিনিই তৎসমুদয় গ্রহণ করেন।’ সে
প্রার্থনা করে—‘হে ভগবন् ! আমাকে অভিমানশূন্য কর,
নির্দোষ কর, প্রেমময় কর, তোমার সহিত যুক্ত করিয়া
নও। হে ভগবন् ! যা কিছু দেখিতেছি, তোমাকেই ত
দেখিতেছি; তথাপি আমার মোহ-কালিমা দূর হয় না
কেন ? যা কিছু শুনিতেছি, তোমারই কথা শুনিতেছি;
তবু আমার শাস্তি হয় না কেন ? যা কিছু খাইতেছি,
তোমারই প্রসাদ খাইতেছি; তবু আমার প্রেম হয় না
কেন ? তোমার ভিতরেই সর্বদা ডুবিয়া আছি, তবু
আমার আনন্দ হয় না কেন ? হে ভগবন् ! আমাকে কৃপা
কর। তোমাকে কোন শরীরে ঘৃণা করিতেছি, কোন
শরীরে বিদ্রো করিতেছি, তবে তোমাকে কেমন করিয়া

বেদ-বাণী

পাইব, কেমন করিয়া ভালবাসিব ? হে দয়াময় ! আমাকে
নির্শল কর ।'

আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছে, সে সেবা করিতে চায়
না । সে মনে করে—‘আমার কতটুকু শক্তি, কতটুকু বুদ্ধি,
কতটুকু জ্ঞান যে আমি সেবা করিব ! কখনও করিতে যাই
কোন শরীরের দৃঃখ-নির্বাত্তি,—কিন্তু বুদ্ধির দোষে এমন ভাবে
সেবা করি, যাতে তার দৃঃখ আরও বাড়িয়া যায় ! যাহা
কাহারও পক্ষে অপকারজনক মনে করি, তাহা তাহার
পক্ষে উপকারজনক বলিয়াই হয়ত তারপর বুঝিতে পারি ।
কোন্টা বাস্তবিক উপকার, কোন্টা বাস্তবিক অপকার,
তাহা বুঝিতে পারি কই ? আর, তাহা না বুঝিলে
কেমন করিয়াই বা সেবা করিব ? সেবা করিতে
একমাত্র ভগবানই সমর্থ এবং তিনিই সর্বদাই সকল
শরীরের সেবা করিতেছেন । তিনি প্রেমময়, মঙ্গলময়,
জ্ঞানময় ও সর্বশক্তিমান । যে শরীরের জন্য যেকোন
সেবার প্রয়োজন, তিনি নিজেই সর্বদা তাহার ব্যবস্থা
করিতেছেন । বুঝি আর না বুঝি, তিনি সর্বদা সকল
শরীরের মঙ্গলই করিতেছেন । আমি অভিমানবশে সেবা
করিতে যাইয়া তাহার শান্তিময়, স্বশৃঙ্খলাময় ব্যবস্থার
উন্নত্যন করিব ? আমার ও অন্ত্রের জন্য—সমস্ত জগতের
জন্য যখন যাহা প্রয়োজন, তিনিই তাহা সম্পূর্ণ করিতেছেন ।
তাহার মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস রক্ষা করিয়া আমি কেমন

বেদ-বাণী

করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি? আমার কোনই কর্তব্য নাই। যত দিন অভিযান আছে, তত দিন যথাসম্ভব তগবৎ-স্মরণই আমার একমাত্র কার্য;—তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহাকে ভাবিব, তাঁহাকে দর্শন করিব।'

ভক্তদের আরও কত রকম ভাব আছে; পত্রে আর কত লেখা যায়? এই যে বিভিন্ন ভাবসকল, ইহার কোনটিকেই মন্দ মনে করিও না। প্রত্যেকটিই সিদ্ধিপ্রদ। তোমার মনে যখন যেটি উদ্দিত হয়, তখন তদমুক্ত ব্যবহারই করিও। মোটের উপরে একটি কথা মনে রাখিও,—‘আমাদের মন সাধারণতঃ বিষয়ের দিকেই ধাবমান, নাম-রূপ লইয়াই ব্যস্ত। যখনই কোন বিষয়ের দিকে মন আকষ্ট হয়, তখনই, যে ভাবে হউক, সেই বিষয়টিকে ব্রহ্ময় ভাবনা করিয়া মনটিকে একবার চৈত্য-সমুদ্রে ডুবাইয়া লও। এইরূপ বারবার ডুবাইতে ডুবাইতেই মনে ব্রহ্মের রঙ ধরিবে। রঙ যখন পাকা হইবে, জীবনও তখন ধস্ত হইবে।’

কন্থলঃ

৫১০।১।



ବିତୀଳ ଅନୁବାକ ।

୪

୧ । ଭଗବାନଙ୍କ ସଂ, ଆର ଯା କିଛୁ ସବହି ଅସଂ ।
ଭଗବତ-ମନ୍ଦିର ସଂ-ମଞ୍ଜ ।

୨ । ନାମ କରିତେ କୋନ ନିୟମ ନାହିଁ, କୋନ ବିଚାର ନାହିଁ । ଯତ ଅଧିକ କାଳ ସନ୍ତ୍ଵନ, ଯତ ଅଧିକ ବାର ସନ୍ତ୍ଵନ, ନାମ କର । ବସିଯା ଥାକିତେ ନାମ କର ; ଯଥନ ଦୀଢ଼ାଇଯା ଥାକ, ନାମ କର ; ଯଥନ ଶୁଇଯା ଥାକ, ତଥନେ ନାମ କର । ନାମ କରିତେ ଶୁଣି ଅଞ୍ଚି ତେବେ ନାହିଁ ; କାଳାକ୍ରମ ନିରପଣ ନାହିଁ ; ପ୍ରାନେ, ଆହାରେ, ଅମଗେ, ମଳ-ମୃଦୁ-ତ୍ୟାଗେ ସର୍ବଦାହି ନାମ କରା ଯାଏ ଓ କରିତେ ହୁଁ । ନାମେର ସଂଖ୍ୟା ରାଥିବାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ; ଯେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ରାଥିବେ, ସେଟୁକୁ ମନେ ନାମାଘୃତେ ଡୁବାଇଯା ଦାଁଓ । ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା କି ହିବେ ? ଯତ ବେଶୀ ବାର ପାର, ନାମ ଲାଗେ । ସାଧନେର ସମୟ ସଦି ନା ଜୋଟି, ହାତେ କାଜ କରିତେ ଥାକିଯାଓ ମୁଖେ ନାମ କର । ଭାଲ ଲାଞ୍ଛକ୍ ଆର ମନ୍ଦ ଲାଞ୍ଛକ୍, ମନ ଲାଞ୍ଛକ୍ ଆର ନାହିଁ ଲାଞ୍ଛକ୍, ନାମ କରିତେ ଥାକ । ନାମ କରିତେ କରିତେ—ନାମେର ଶୁଣେ ସକଳ ବାଧା, ସକଳ

বেদ-বাণী

অস্মিধা দূর হইয়া যাইবে। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবদ্ধর্শন—
সকলই নামের গুণে মিলিবে। ধৈর্যের সহিত নাম
করিতে থাক।

৩। সাধারণতঃ উত্তরমুখো হইয়াই ভজন করিতে
বসা ভাল।

৪। যিনি তোমার প্রাণের ঠাকুর—যিনি তোমার
আরাধ্যদেব, তিনিই পূর্ণবৃক্ষ, তিনিই বিশ্বেশ্বর, তিনিই
বিশ্বময়, তিনিই বিশ্ব-মূর্তি। তিনিই বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন
সাধকের উপাস্ত। তাহাকেই বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন শোকে
ভাকিতেছে। তাহারই মহিমা বিভিন্ন শাস্ত্র প্রচার
করিতেছে। তিনিই বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন
ভজ্ঞের মনোরঞ্জন করিতেছেন। তাহারই পূজা সকল
মন্দিরে; তাহারই শক্তি সকল ভূবনে। প্রত্যেক মন্দিরে
তাহাকেই প্রণাম কর, প্রত্যেক সাধককে তাহারই উপাসক
মনে কর, প্রত্যেক নামে তাহাকেই শ্঵রণ কর এবং প্রত্যেক
হৃদয়ে তাহারই প্রেমময় মূর্তি দৰ্শন কর।

৫। তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠা যেন বিদ্বেষে প্রতিষ্ঠিত না হয়;
তোমার ধর্ম যেন সাম্প্ৰদায়িকতাৱ নামাস্তৱ না হয়;

বেদ-বাণী

তোমার জ্ঞান যেন বৈষম্য-হৃষ্ট না হয় ; তোমার প্রেম যেন
সকীর্ণতা-পঞ্চিল না হুয়।

৬। তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠা সর্বত অক্ষদর্শন করুক,
আব্রহ্ম-স্তুতি পর্যন্ত সকলের নিকটে সমভাবে গ্রণ্ত হউক।
তোমার ধর্ম-মন্দির উদারতার উচ্চ-শৃঙ্গোপরি প্রতিষ্ঠিত
হউক। তোমার জ্ঞানাঙ্গি সমৃদ্ধ ভেদ-দর্শন নিরাশ করুক,
হিংসা, স্থুণা ও স্বার্থপরতা তাহাতে সমূলে দুঃখ হইয়া যাক।
তোমার প্রেম-গঙ্গা বিশ্বব্যাপিনী হইয়া সকলকে সমান
ভাবে আলিঙ্গন করুক ; তাহাতে আনন্দ ও অমৃতের তরঙ্গ
সর্বদা খেলিতে থারুক।

৭। সিদ্ধাসন, অস্তিকাসন বা পদ্মাসন—যেটি হউক,
যে কোন একটি আসনে অনেকক্ষণ অক্লেশে বসিয়া থাকি-
বার অভ্যাস করা মন্দ নয়।

৮। সন্ধ্যাকালীন বাজে কর্ষে ব্যয় করা ভাল নয়।

৯। যে যত ত্যাগী, যে যত ক্ষমাশীল, যে যত ধৈর্য-
পরায়ণ, সে তত বড়।

বেদ-বাণী

১০। শ্রীকৃষ্ণের তিনি শিষ্য,—অর্জুন, গোপিনী ও উক্তব।

১১। যে অভাব-দাতা, সে কাহারও কোন অভাব দেখিলেই মনে করে, ‘এর সম্পূর্ণ অভাবের প্রতিকার করা একক আমারই কর্তব্য।’ ‘অন্তে কিছু করিতেছে না, আমি কেন করিব?’—এ সকল ভাব তার আসে না। ঐ অভাবের যতদূর প্রতিকার তার চেষ্টায় সম্ভব, ততদূর না করিয়া সে থামে না।

১২। অনেকে অনেক সময়ে করিতে যায় উপকার, কিন্তু হইয়া পড়ে অপকার।

১৩। আহার করিবার সময়ে সাস্তি ভাব বজায় থাকিলে তামসিক খাদ্যের দোষ অনেকটা দূর হইয়া যায়।

১৪। শুধু-শুধু কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া ভাল নয়।

১৫। যখন কেহ আচরণ-বিশেষ ঢাকা তোমার ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তি উপস্থিত করে, এবং সেই চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ

বেদ-বাণী

দোষ তাহার ক্ষক্ষে অক্লেশে অর্পিত করিয়া তাহার মুণ্ড-
চৰ্বণের নিমিত্ত যখন তুমি কঠি-বস্ত্বন করিতে প্ৰয়াসী হও,
তখন—তার খাতিৰে না হউক, অস্ততঃ তার বিধাতাৰ
খাতিৰে—কিছুক্ষণ দৈৰ্ঘ্যধাৰণ কৰিয়া, একটু কাল চিন্তা
কৰিও, ‘ঐ চাঙ্কল্যেৱ—ঐ দুৰ্বলতাৰ সম্পূৰ্ণ দোষ তাহারই
কিনা ? তোমাৰ মন যদি সংযত হইত, তাহা হইলে অন্তেৱ
ব্যবহাৰ তোমাকে ঝুঁক বা বিৱৰণ কৰিতে সমৰ্থ হইত
কিনা ?’ একটু কাল বিবেচনা কৰিও, ‘তাহাকে তিৰঙ্গাৰ বা
শাস্তি প্ৰদান কৰিতে যে শক্তি ও সময় ব্যয়িত হইবে, তাহা
তোমাৰ মানসিক দুৰ্বলতাৰ দূৰীকৰণার্থে ব্যয় কৰিলে
তোমাৰ অধিকতৰ কল্যাণ হইতে পাৰে কিনা ?’ একটু
কাল মনে কৰিও, ‘যে দোষগুলি বহুপূৰ্বেই সংশোধিত
হওয়া উচিত ছিল, সেগুলিৰ অস্তিত্ব এবং অনিষ্টকাৰিতা
বিস্মৃত হইয়া যখন তুমি দুৰ্বলতিভৰ্তা লইয়া, সন্তোষেৱ সহিত,
ঘৰকল্পা কৰিতেছিলে, তখন যদি কাহারও ব্যবহাৰ-বিশেষ
তোমাৰ গুণ-দোষগুলিকে—সেই গুণ ব্রণগুলিকে চোখেৱ
সাম্বলে প্ৰকাশিত কৰিয়া দেয়, তবে তাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা-
প্ৰদৰ্শন কৰ্তব্য কিনা ?’ একবাৰ ভাবিও, ‘পৱৰীক্ষা দ্বাৰাই
সকল শক্তি, সকল শিক্ষা, সকল অভ্যাসেৰ প্ৰকাৰ-ভেদ
নিৰূপিত হয়। পৱৰীক্ষা হইতে পলায়নই চতুৱতা নহে;
পৱৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হওয়াই পুৰুষত্ব। এবাৰেৱ পৱৰীক্ষায়
অনুভূৰ্ণ হওয়াতে তোমাৰ দুৰ্বলতা বুঝিতে পাৰিয়া যদি

বেদ-বাণী

তুমি পূর্ণ উৎসাহের সহিত ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও এবং অঙ্গের ঐরূপ “প্রতিকূল” আচরণগুলিকে যদি উন্নতি-বিধায়ক পরীক্ষা মনে করিয়া অভিনন্দন করিতে পার, তবে কি তাহা সাধকের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলপ্রদ হয় না ?” একবার শ্বরণ কর,—“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি । ভাময়ন् সর্বভূতানি যজ্ঞাকৃতানি মায়য়া ॥” যে আচরণ তোমার চিন্তকে বিচলিত করিতেছে, তাহার কর্তা অপর কেহ নহে,—তোমার প্রেময়, মঙ্গলময় বিধাতা ।” একবার বিচার কর, ‘তুমি যদি দেহেন্দ্রিয়াদিকেই অজ্ঞান-বশতঃ আজ্ঞা বলিয়া মনে না করিতে, তবে এই উন্নেজনা তোমার হইত কি না ? এবং তোমার আস্তিবশতঃই যে দুঃখভোগ তুমি^করিয়াছ, তজ্জ্য অগ্নকে দোষী না করিয়া নিজেই লজ্জিত হওয়া উচিত কি না ?’ একবার ভাব, ‘আমি আজ্ঞা—সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ষয় আজ্ঞা—ধীর, স্মৃতি, আচল, অটল, নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিকল্প, উদাসীন আজ্ঞা—কিছুতেই আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না—কিছুতেই আমাকে চঞ্চল করিতে পারে না ;—স্পর্শ করিবে কে ? আমি ভিন্ন আর কেহই নাই, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই—আমি আনন্দস্বরূপ—আমি শান্তিস্বরূপ—আমি অমৃতস্বরূপ ।’

১৬। ধর্মের নামে—ধর্মের আবরণে যেন কোন দুর্বলতাকে^{প্রতিক্রিয়া} হইতে দিও না ।

বেদ-বাণী

১৭। পরকে শিথাইতে যাইবার পূর্বে নিজের শিক্ষা
সম্পূর্ণ করিয়া লইও ।

১৮। “Blessed are they that mourn ; for,
they shall be comforted.”—গীতার অর্জুন এবং
যোগবাণিষ্ঠের রামচন্দ্রের এই বিষাদ আসিয়াছিল ; তাহারা
সাম্মানণ পাইয়াছিলেন ।

ଓঁ

১। যখনই কোন বৈষম্যিক চিন্তা মনে উদ্দিত হয়,
অমনি বিচার ও প্রার্থনার সাহায্যে তাহাকে তাড়াইয়া
দাও এবং যত অধিক ক্ষণ সন্তুষ্ট ভগবানকে শ্মরণ কর।
ধৈর্য ও অধ্যবসায় হারাইও না। ইহাই শান্তি-লাভের
সহজ উপায়।

২। সংসার সত্য কি মিথ্যা—সে বিচার লইয়া মাথা
ঘামাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। সংসার যেন মনকে
দখল না করে, ইহাই সর্বদা দেখিতে হইবে।

৩। ভোজন যেন আমাদিগকে না খায়। আহার
করিবার প্রাক্কালে সতর্ক হইবে যেন ভগবানকে বিস্মৃত না
হও এবং স্বাদের দিকে মন না যায়।

৪। কোন কোন স্থানে মুসলমানেরা আচ্ছীষ-স্বজনের
মৃত্যু-কালে হাসিয়া থাকে। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা

বেদ-বাণী

গ্রামই কাদে না। বঙ্গদেশে কোন কোন সময়ে তান-লয় সহকারেও কাদে। গুজ্জুটে খুব বুক চাপ্ড়ায়। হাসি-কাঙ্গাও কি অভ্যাস নয়? পাগল হইলে ত গো-বধেও আনন্দ পায়!

৫। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপেই ভগবানের হস্তে এবং অতীতের চিন্তা অনেক সময়েই বৃথা। এই মনে করিয়া সাধক কেবল বর্তমান লইয়াই থাকে এবং ভগবানকে ডাকে।

৬। কর্ষ সহজে তমাদি হয় না। মনকে আজ যে আহার দিবে, পঁচিশ বছর পরেও মন তাহার চেহুর তুলিতে পারে। তাই, সাবধান হইয়া কর্তব্য নির্দ্দারণ করিবে।

৭। কোন দ্রব্য দেখিলে সংসারী মনে করে, ‘ইহা কি কাজে লাগান যায়?’ সাধক মনে করে, ‘ইহা না হইলে আমার চলে কি না?’

৮। কোন বাসনা মনে উঠিলে চিন্তা করিবে, ‘এ’টি লইলে ত ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। দু’টির মধ্যে কোনটি ভাল?’

বেদ-বাণী

৯। তিন জন সাধকের আধপেটা খাবার জুটিয়াছে। এক জন বলে, ‘উদ্দর পূর্ণ করিয়া দাও, নহিলে ভজনের বিষ্ণু হইবে।’ আর একজন বলে, ‘তুমি মঙ্গলময় বিধাতা, যেটুকু দিয়াছ, নিশ্চয়ই এই খাচ্ছাটুকুতেই আমার মঙ্গল। তাই, এটুকুতেই যেন সম্পূর্ণ থাকিয়া তোমাকে ডাকিতে পারি।’ তৃতীয় বলে, ‘এ শরীরকে খাচ্ছ দাও বা না দাও, অন্ত দাও আর বেশী দাও,—সে ত তোমার কাজ; সে দিকে আমার মন যাবে কেন? আমার ঘোল-আনা মন যেন সর্বদা তোমাতে থাকে।’

১০। ডাকা’ত তোমার যথাসর্বস্ব লুট করিয়া দোড়াইল। তুমি পুনরুদ্ধারের আশায় পেছনে পেছনে ছুটিলে। কতক্ষণ পরে যখন কিয়ৎ পরিমাণে ক্লান্ত হইয়াছ, তখন ডাকা’ত তোমায় একটা পুটুলি হইতে একখানা কাপড় ফেলিয়া দিল। তা লইয়াই তুমি সম্পূর্ণ চিন্তে ফিরিলে; ডাকা’তও ‘আপদ চুকিল’ ভাবিয়া, হাসিতে হাসিতে চলিল। অনেক সাধকই ডগা-ডাকা’তের নিকট হইতে এইরূপ অমৃগ্রহ পাইয়া ফিরিয়া আইসে।

১১। যাহারা সিঙ্কাই দেখিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অহুরাগসম্পন্ন হয়, তাহাদের সিঙ্কি-লাভ স্ফুর্কঠিন।

বেদ-বাণী

১২। পুতুল-বাজি ত অনেক কাল দেখিলে ! এখন
একবার খেলার ঘর ছাড়িয়া পেছনের ঘরে চল—খেলো-
যাড়কে দেখিবে ; তখন খেলার সমূহ রহস্যই টের
পাইবে ।

১৩। কোন মজার কথা শুনিয়া, ভাল খাবার পাইয়া,
প্রিয় বন্ধুকে হঠাত দেখিয়া, একটি পয়সা হারাইয়া যদি
ভগবানকে তুলিয়া যাই, তবে ভগবানে অহুরাগ বা কত,
আর বৈরাগ্যই বা কি ?

১৪। মৃত্যু-কালে ভগবচ্ছিন্ন প্রয়োজন । অথচ,
“মরণের অবধারিত কাল নাই ।” তবে ভগবানকে তুলি
কি করিয়া ?

১৫। ভগবান এমনই ভালমানুষ যে তাকে যতই
জান্বে, ততই তার উপর টান বাঢ়বে ; আবার সে টানে
যতই তার দিকে এগোবে, ততই তাকে বেশী বেশী
জান্তে পারবে ।

১৬। এমন স্থানে ও এমন ভাবে সাধন করিতে
বসিবে, যেন অগ্নে তথায় তখন যাইতে না ~~পারিবে~~ ।

বেদ-বাণী

১৭। ‘এক ষট্টা ভজন করিয়া তারপর বাজারে
যাইব’—এরপ ঠিক করিয়া সাধন করিতে বসিলে আসনে
বসিয়া অনেক সময়েই মাছ কিনিতে হয়। ‘যতক্ষণ পারি,
সাধন করিব ; কোন বাধা নাই’—এই চাই।

১৮। নিরভিমান না হইলে ভক্তি-লাভ হয় না।

১৯। তুমি কি মৃত্তি কামনা করিতেছ ? বিষয়ের
তীব্র জালা হৃদয়ে অন্তর্ভূত হইতেছে কি ? বাসনাই বন্ধন—
ইহা বেশ বুঝিয়াছ কি ? আসত্তিই ডয়, আশঙ্কা ও সন্দেহের
মূল—তাহা জানিয়াছ কি ? ভেজজানই ছুখ, কষ্ট ও
যন্ত্রণার কারণ—ইহা উপলক্ষি করিয়াছ কি ? এ যদি হইয়া
থাকে, তবে তুমি সাধক বট। সরল অন্তঃকরণে ভব-
বন্ধন-হারীর নিকটে প্রার্থনা কর, পূর্ণকাম নিশ্চয়ই হইবে।

২০। প্রত্যেক উত্থান ও পতনে, জয় ও পরাজয়ে,
সম্পদ ও বিপদে, রোগ ও ভোগে, সৎ ও অসৎ আচরণে,—
প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক প্রাণী উন্নতির
দিকে—কল্যাণের দিকে ধাবমান হইতেছে,—ইহা কি
সর্বদা উপলক্ষি করিতে চেষ্টা কর ? নতুবা, ‘ভগবান
মঙ্গলময়’—ইহাত কথার কথা মাত্রই হইবে। ‘তিনি

বেদ-বাণী

মঙ্গলময়’—এ বিশ্বাস বক্ষমূল না হইলে তাহার উপর পূর্ণ
নির্ভরতাই বা আসিবে কেন ?

২১। দৈত্যাদ সত্য কি অর্দ্ধেত্যাদ সত্য, এক্ষ সাকার
কি নিরাকার, নির্ণগ কি সগুণ,—এ সকল তত্ত্ব যুক্তি-
তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইও না।
যে ভাব তোমার ভাল লাগে, তাহা অবলম্বন করিয়াই,
সরল ভাবে, সাধন-পথে অগ্রসর হইতে থাক। যথাসময়ে
সকল রহশ্যই তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবে।

২২। আগস্তক লোককে রাস্তার প্রত্যেক চৌমাথায়ই
নৃতন নৃতন লোকের সাহায্য লইতে হয়। একই গঙ্গার
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পাঞ্চার সাহায্য প্রয়োজন। একই
স্থুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন মাট্টার পড়ান। শান্তেও
আছে—গুরোঁগুর্গুর্বন্তরং গচ্ছৎ।

২৩। একটা সহজ উপায় আছে। সমুদ্র গোল-
মালের মূল এই শরীরটা। এটাকে ভগবানের কাছে
ফেলিয়া দাও ; তারপর, নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁর নাম কর।

২৪। ‘ভগবানই কর্তা, আর সব অকর্তা’—এটি বেশ

বেদ-বাণী

চিন্তা করা চাই। সকল কর্ম ও সংকলনের সময়েই যেন
এটি মনে থাকে।

২৫। সাধন-কালে একমাত্র উপদেষ্টাই সঙ্গী, অপর
কেহ নহে।

২৬। সাধককে অনেক সময়ে বলিতে হয়—

“O Lord, save me from my friends.”

২৭। যে ভগবানে নির্ভর করিতে না পারে, তাহার
একজন উপদেষ্টার উপর নির্ভর করা চাই। নিজের
বৃক্ষতে চলিবে না।

২৮। পত্রিকা পড়া সাধকের কর্তব্য নহে।

২৯। অবিশ্বাসী ও নাস্তিকের সঙ্গ কিছুতেই
করিবে না।

৩০। প্রথম প্রথম তীর্থ ভ্রমণ করা মন্দ নহে।

কর্ণবাস।

୪

୧। ଆଜ ଦେଓଯାଲୀ । ଏହି ଦିନେ ହିରମୟୀ କ୍ଳଞ୍ଚିତୀ
ଦେବୀ ନରକାନ୍ଧରକେ ବିନାଶ କରିଯାଇଲେମ । ତାଇ, ଆଜ
ହିମାଲୟ ହିତେ ସିଂହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ରେ ହିନ୍ଦୁଷ୍ଠାନେ “ଦୀପାବଲୀ”ର
ଉଦ୍‌ସବ । ତୋମରାଓ ଏହି ଉଦ୍‌ସବ ସୁମ୍ପନ୍ନ କର । ପ୍ରେମମୟୀ
ବିଶ୍ଵଜନନୀର ନିକଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର—ମାୟେର କାଛେ ଛେଲେର
ମତ ଆବଦାର କର,—ତାର କୃପାୟ, ତାର ଇଚ୍ଛାୟ ଅଜାନାନ୍ଧର
ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହଉକ—ମୋହାଙ୍କକାର ଦୂର କରିଯା ଜ୍ଞାନାଲୋକ
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁକୁ ।

୨। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ-କାନନେ ଏହି ଉଦ୍‌ସବେର ଆମ୍ଲୋଜନ
ହଉକ । ଦ୍ଵେଷ ଓ ହିଂସା, ଦର୍ପ ଓ ଅଭିମାନ, କପଟତା ଓ
ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା—ଏହି ଆଗାହାଗୁଲିକେ ସଯଜ୍ଞେ ଉତ୍ୱାଟିତ କର ।
କ୍ଷମା ଓ ଧୈର୍ୟ, ସୂତ୍ୟ ଓ ସରଲତା, ସଂସମ ଓ ପରିଭ୍ରତା—ଏହି
ସକଳ ପୁଣ୍ୟ-ତକ୍ଷର ରକ୍ଷଣ ଓ ବର୍ଦ୍ଧନ କର । କେନ୍ଦ୍ର-ହଳେ ଭାସ୍ତିର
ଉଦ୍‌ସ ନାଚିତେ ଥାରୁକ । ତାହା ହିତେ ଜ୍ଞାନ-ମନ୍ଦାକିନୀର
ଅୟୁତ-ଧାରା ପ୍ରବାହିତା ହଇଯା ସମୁଦୟ ବାଗାନକେ ସଞ୍ଜୀବିତ ଓ
ଶୋଭାଯମାନ କରିତେ ଥାରୁକ । ପୁଣିନେ ଫୁଲ-ହୁମ୍ରମୋପରି

বেদ-বাণী

উপবিষ্ট হইয়া বিহঙ্গমগণ জীব-প্রেম—বিশ্ব-প্রেমের স্মরণুর
ঝঙ্কারে দশ দিক পরিপূরিত করকৃ। সন্তোষের মৃদু হিলোল
সমুদ্র আন্তি বিহুরিত করকৃ। স্মৃতিজ্ঞলকান্তি লাবণ্য-
ময়ী শান্তিদেবীর মণিমণিত সিংহাসন রঞ্জবেদীর উপর
স্বপ্নতিষ্ঠিত হউকৃ। তাঁহার রূপের বিমল ছটা দশ দিক
আলিঙ্গন করকৃ। পত্র ও পুষ্প, পুলিন ও তরঙ্গ, জল ও
স্থল—সর্বতৎ-প্রতিফলিত আলোকমালা হৃদয়-কাননকে
অতুলশোভাসম্পদের অধিকারী করকৃ।

৩। ভক্তি-লাভই যদি না হইল, তবে জীবন-ধারণে
ফল কি ?

৪। ‘পুস্তের পরিবর্তে শ্রীরামচন্দ্রের মত নয়ন প্রাদান
করিব’—এমন ভক্তি ত আমার নাই, তবে তোমার পূজা
করিব কিরপে ? শরীর—হুর্বল, ব্যাধিগ্রাস্ত, ক্লেশ-সহনে
অক্ষম ; তোমার সেবাতেই বা আমার অধিকার কই ?
মন—চঞ্চল, অসংযত, বাসনাপীড়িত ; ধ্যানের সম্ভাবনাই
বা আমার কোথায় ? হে ভগবন् ! আমি একান্তই তোমার
কৃপাপাত্র। হে দীনদয়াল ! আমাকে যদি উদ্ধার করিতে
না পার, তবে তোমার পতিতপাবনী শক্তিরও সীমা আছে
বলিতে হইবে।

৫। হে ভগবন् ! তুমি সকলই আকর্ষণ ও ধারণ

বেদ-বাণী

করিতেছ । আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছ না কেন ?
মধুভাগ ছাড়িয়া আমার অমর-মন দিগ্ভিগন্তে বুথা ছুটাছুটি
করিতেছে কেন ?

৬। হে প্রেময় ! শুণময়ী প্রফুল্লতিরাণী সর্বদাই
তোমার পূজ্যায় নিবিষ্টচিত্ত—আভ্যহারা ! আমি যে দিকে
চাই, তাহার উপরেই আমার দৃষ্টি পতিত হয়, তোমার
মধুর মৃদ্ধি আমি দেখিতে পাই না ! হে কৃপানিধান ! দয়া
করিয়া এ আবরণ অপসারিত কর ।

৭। হে ভগবন् ! আমি আর কিছুই চাই না,—আমার
মন যেন সর্বদাই তোমার পাদ-পদ্ম চুম্বন করিতে থাকে ।

৮। আমাকে গৃহস্থই কর আর গৃহত্যাগীই কর,
চঙ্গালই কর বা আক্ষণই কর, মাছুষই কর কিংবা কীট-
পতঙ্গই কর, ধনীই কর আর দরিদ্রই কর, নিন্দিতই কর
অথবা প্রশংসনীয়ই কর,—কিছুতেই আমার আপত্তি নাই,
যদি হে ভগবন্ ! আমার হৃদয়-সিংহাসনে তুমি সর্বদা
বিরাজমান থাক ।

৯। তুমি অগণিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ভার সর্বদা
অনায়াসে বহন করিতেছ,—আর আমার যন কি এতই
ভারী যে তাহা তুমি গ্রহণ করিতে পারিতেছ না ?

বেদ-বাণী

১০। হে ভগবন! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে,
এ শরীরেও তাহা আছে। এ শরীরে যা কিছু আছে,
এ হৎ-পুণ্যরীকে তৎসমুদয়ই আছে। এই হৎপন্নেই
তোমার পূজা করিব, হৎপন্নেই তোমাকে দর্শন করিব,
হৎপন্নেই তোমার সম্মুখে বলি প্রদান করিব।

১১। মন যথন ভগবন্নয় হয়, তখন জগৎও ভগবন্নয়,
মধুময় হইয়া যায়। আর মন যতক্ষণ বিষয়াভিমুখ থাকে,
ততক্ষণই জগৎ জড় ও দৃঢ়ময়।

১২। ঝৰের মন যথন ভগবানের জন্য ব্যাকুল
হইয়াছিল, তখন প্রতিপত্তের পতনে সে মনে করিতেছিল
—‘এই বুঝি তিনি আসিতেছেন’। ব্যাপ্তের ভয়াবহ মূর্তি
নয়নগোচর হইলেও সে মনে করিয়াছিল—‘এই বুঝি
প্রেমময় আসিয়াছেন’।

১৩। নিজের বিচ্ছা-বুদ্ধির বলে ভগবানকে লাভ করা
বড়ই কঠিন। হয়, সম্পূর্ণক্লিপে ভগবানের শরণাগত হও;
নতুবা, যোগ্যতর ‘উপযুক্ত’ ব্যক্তির অধীনতা স্বীকার কর।

১৪। অমগে অনেক কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূর হয়;
ইহাতে আরও অনেক উপকার আছে।

বেদ-বাণী

১৫। সাধ্যাহুসারে মাঝে মাঝে লোককে নিমজ্জন
করিয়া, শৰ্কার সহিত, পরিতোষপূর্বক খাওয়ান—গৃহস্থের
একটি উৎকৃষ্ট কৰ্ম ।

১৬। বিশেষ ভাগ্যের ফলেই লোকে সেবা করিতে
সমর্থ হয় ।

১৭। কর্তব্য কর্ষণ্ণলি ভগবানের প্রীত্যর্থে সম্পন্ন
করিতে যত্নবান হও ।

১৮। সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত পরমুহূর্তের প্রতি যখন
বিদ্যুমাত্রও হাত নাই, তখন আর ভবিষ্যতের জলনা-কল্পনা
লইয়া সময়ের অপব্যবহার করিব কেন ?

১৯। শিবনেত্র বা শবনেত্র হইবার জন্য, নাক টিপিয়া
শ্বাসবন্ধ করিবার জন্য, অঙ্গভঙ্গিমহকারে আসনবিশেষে
অভ্যন্ত হইবার জন্য—অত ঘৰ্মাঙ্গকলেবর হইতেছ কেন ?
যে ভাবে বসিলে কষ্ট না হয়, এমন ‘স্বথাসনে’ বসিয়া মন
ভগবানে লাগাইয়া দাও । শৱীরের অঙ্গসংস্থানাদির চিন্তা
তোমায় করিতে হইবে না । মন যখনই ভাবরসে ডুবিবে,
তখনই চক্ষু উপযুক্তভাবে আপনাআপনিই বিশ্বাস হইবে,
নিশ্চাস-প্রশ্চাসও আপনাআপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে, শৱীরও

বেদ-বাণী

নিজে নিজেই স্থির হইবে। (মনে কিঞ্চ করিও না যে
আসন ও প্রাণয়ামকে নির্বর্ধক বলিতেছি।)

২০। যাহাদিগকে ঘৃণা কর, যাহাদিগকে নিন্দা কর,
যাহাদিগকে ষষ্ঠ কর, তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ হয়ত
তোমার পূর্বেই লক্ষ্যস্থানে পছঁচিতে সমর্থ হইবে ; হয়ত
তাহাদিগের অশুগ্রহ ও তোমার পক্ষে প্রয়োজন হইবে।

কর্ণবাস ;

দেওয়ালী, ১৩২৩।

ওঁ

১। যদি নিত্যানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে মনকে
শান্ত করিতে হইবে ।

মনকে শান্ত করিবার জন্য, তাহাকে একনিষ্ঠ—একাগ্র
করা প্রয়োজন ।

মনের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য, প্রকৃতির বিভিন্নতা
অঙ্গসারে, ধ্যান-যোগ, জ্ঞান-যোগ, লঘ-যোগ, মন্ত্র-যোগ,
প্রপত্তি-যোগ প্রভৃতি অবলম্বনীয় ।

যদি যোগে শ্রদ্ধা ও অধিকার লাভ করিতে বাসনা
থাকে, তবে সর্বপ্রয়ত্বে ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচরণ করিতে
হইবে ।

সৎসঙ্গ ও সৎশান্ত হইতে ইন্দ্রিয়সংযমের উপায় ও
সদাচরণের উপদেশ মিলিবে ।

২। নবীন বয়সেই পুণ্ডরীকের কর্মজীবনে এমন শ্রদ্ধা
ও ধৈর্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও নিপুণতার
গ্রীতিকর সমাবেশ হইয়াছিল যে তাহার ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রত্যেক

বেদ-বাণী

কর্তব্যটিই অতি সুন্দরভাবে—অতি পরিপাটি রূপে অনুষ্ঠিত হইত। একদিন তাহার বৃক্ষ পিতা আহারাণ্তে শয়ন করিয়া আছেন; তাহার চরণেগাম্ভীরে বজ্জ্বাসনে উপবেশন পূর্বক পুণ্যরীক পিতৃ-পদ-যুগল স্বীয় উকুলদেশে সংস্থাপিত করিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহার দেবা করিতেছেন। যুবক হঠাৎ মন্ত্রকে তোলন করায় দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে—অনতিদূরে যশোদানন্দবর্ধন, প্রেমময় বাস্তুদেব কঠিদেশে হস্তব্য রক্ষা করিয়া প্রসন্নবদননে দণ্ডায়মান! পুণ্যরীক—পিতৃসেবারত পুণ্যরীক তদবস্থায় থাকিয়াই ভূলুষ্ঠিত শিরে ভক্তিভরে শ্রিশ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রণামাণ্তে গদগদ বচনে বলিতে লাগিলেন, “ঠাকুর! যদি কৃপা করিয়া দেখাই দিয়াছ, তবে হে দয়াময়! আমাকে ক্ষমা কর। আমি পিতৃসেবায় নিষ্কৃত;—উঠিয়া, তোমার চরণ বন্দনাদিশ করিতে পারিতেছি না। হে কৃপানিধান! যদি প্রসন্ন হইয়া এখানে পদার্পণই করিয়াছ, তবে অনুগ্রহ পূর্বক নিকটস্থ ইষ্টকথঙ্গ গ্রহণ করিয়া তত্পরি উপবেশন কর।” দিব্য-মধুর-মূর্তি ভগবান সহাস্য বদনে বলিলেন, “পুণ্যরীক! আমার বসিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যে প্রেমের সহিত পিতৃ-সেবা করিতেছ, উহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। উহা দেখিবার জন্যই এখানে দাঢ়াইয়া আছি। তুমি পদ-সেবায় এমন তন্ময় হইয়াছিলে যে এতক্ষণ আমাকে দেখিতেই পাও নাই। আমি এখন চলিলাম। তোমার মঙ্গল হউক।” ভগবান

বেদ-বাণী

নন্দ-নন্দন এই ভাবেই ছই তিনি শত বৎসর পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তদবধি এই কটি-গৃহ্ণ-বাহু বিঠ্ঠলদেব বা বিঠোবা বাবা মহারাষ্ট্রের গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন। তখন হইতেই পুণ্ডরপুর মহারাষ্ট্রে—তথা সমগ্র হিন্দুস্থানের একটি পরিত্ব তীর্থ।

৩। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ও ভ্রান্দণ বিশ্বামিত্রের প্রভেদ অবগত হও।

৪। যাহা কিছু পাইবার সাধ থাকে, সে সকলের জগ্নই ভগবানের উপর নির্ভর করিতে যত্নশীল হও। যাহা কিছু পাইতেছ, সকলই ভগবানের নিকট হইতেই পাইতেছ।

মনে রাখিও, তিনিই সকল কর্মের কর্তা।

৫। ভজ্ঞই সাধনের ভিত্তি।

৬। অপরাহ্ন কাল। মেলা বসিয়াছে। পিতার হস্ত ধারণ করিয়া একটি মুসলমান বালিকা এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে মেলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ বালিকা একখানি পুতুলের দোকানের সামনে থমকিয়া দাঢ়াইল। পিতাকে বলিল, “বাবা ! ঐ পুতুলটি

বেদ-বাণী

আমাকে কিনিয়া দাও।” পিতা বলিল, “মা ! এ কাফেরের দেবতা। এ মুর্তিতে কাজ নাই। আর কোন পুতুল কিনিয়া দেই।” বালিকা সে কথা মানিল না। সে বলিল, “ঢাটির মত শুন্দর পুতুল আর একটিও নাই। আমি ঢাটই চাই।” অগত্যা সেই পুতুলটিই কেনা হইল। বাড়ী আসিয়াই বালিকা পুতুলটিকে লইয়া খেলিতে বসিল। কিছু দিন পর হইতে সে পুতুল-খেলায়ই প্রায় সমস্ত সময় কাটাইতে লাগিল। শেষে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না ;—কেবলই পুতুল-খেলা ;—দিন-রাত পুতুল-খেলা। সে পুতুলটিকে আর পুতুল মনে করিত না ;—পুতুল তার খেলার সঙ্গী। বালিকা আর পুতুল দৃঢ়নে এক সঙ্গে খেলিত, নাচিত, হাসিত, কথাবার্তা বলিত। উভয়ের কথোপকথন মাঝে মাঝে অন্য ২১ জন লোকেও শুনিতে পাইত। উপর্যুক্ত বয়সে বালিকার বিবাহের আয়োজন হইল। বালিকা বলিল, “পুতুলের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে ; আমি আর বিবাহ করিব না।” বিবাহ দিতে কিছুকাল চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রয়ত্ন হওয়াতে পরিশেষে অভিভাবকবর্গ নিরস্ত হইল। লীলাময়ের কি অপার মহিমা ! বালিকার সরল প্রেমের পুণ্য কিরণে ক্রমে ক্রমে আত্মীয়গণের হৃদয়ও রঞ্জিত হইল। কিছুকাল পরে তথায় গগনস্পর্শী মন্দির নির্মিত হইল। তব্যধ্যে কনকাসনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাসমারোহে তাঁহার দৈনন্দিন পূজার

বেদ-বাণী

ব্যবস্থা হইল। আজও সিক্কু-দেশে সেই মন্দির বিরাজমান।
আজও না কি তথায় কতিপয় সহস্র কৃষ্ণভক্ত মুসলমান-
সন্তান এক সম্প্রদায়বক্ত থাকিয়া বৈদিক ধর্মের অঙ্গসরণ
করিয়া থাকেন।

৭। কদাপি এমন ভাবে কাহারও সেবা করিও না
যাহাতে তার অস্ত্রবিধি হয়।

৮। নির্দেশগ্রন্থ হইতে যাইয়া যেন প্রকারান্তরে
জড়োপাসক হইও না। অঙ্গ চৈতন্য-স্বরূপ।

৯। যাহাতে তোমার স্তুবিধি বা অস্ত্রবিধি, তাহাতে
অন্ত্যের স্তুবিধি বা অস্ত্রবিধি বোধ না হইতেও পারে।

১০। অতিরিক্ত ভোজনের অনেক দোষ।

১১। রামচন্দ্র হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হনুমান! জল হইতে বিযুক্ত হইলে ত মৎস্য প্রাণধারণ করিতে পারে না ; তবে আমা হইতে বিযুক্ত হইলেও সীতার শরীরে প্রাণ আছে কিরূপে?” মহাবীর উত্তর করিলেন, “ভগবন् ! শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইবে কিরূপে ? প্রাণ শরীরের মধ্যে আবদ্ধ ; শরীরের কপাট কুদ্ধ, কপাটে তালা বদ্ধ,

বেদ-বাণী

তালাৰ সম্মুখে সতক প্ৰহৱী দণ্ডয়মান। তোমাৰ ধ্যানই
সেই কপাট, পাদাঙ্গুলৈ নিবক্ষ দৃষ্টিই চাবিবক্ষ তালা এবং
তোমাৰ নামই সতক প্ৰহৱী।”

১২। ক্ষণিক আমোদেৱ জন্ম, বন্ধুবৰ্গেৱ প্ৰীতিৰ জন্ম,
অনিছ্ছা বা অলসতাৰ জন্ম, কিম্বা অন্ত কোন কাৰণ
বশতঃ, ধৰ্মার্থানেৱ নিয়ম ভঙ্গ কৰিব না।

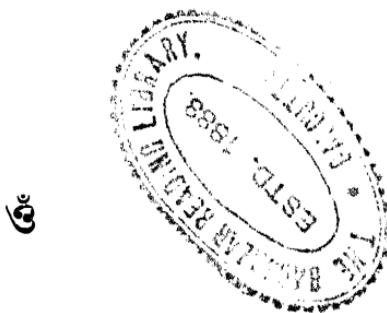
১৩। সত্য-ৰক্ষাৰ জন্ম প্ৰাণ-পণে ঘষ্ট কৰিবে। যত-
ক্ষণ চতুৱতা ও কপটতা বৰ্তমান থাকিবে, ততক্ষণ ধৰ্ম-লাভ
হইতেই পাৱে না।

১৪। মুমুক্ষু সাধক সম্মানেৱ লোভ কৰিবে না, বৱং
অবিকৃতচিত্তে অপমান সহ কৰিতে সচেষ্ট হইবে।

নিরীকারী আশ্রম,

কন্থলু;

১৪।৮।'১৭।



১। অবিদ্যার জন্মই দুঃখে স্থিবুদ্ধি, অঙ্গচিতে
শুচিবুদ্ধি এবং অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি জন্মে ।

২। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ব্যতীত আর কিছুতেই অবিদ্যার
নিরুত্তি হয় না ।

৩। নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন কর। উপাসনা ও অন্তান্ত
কর্তব্য কর্মগুলি বৈধ উপায়ে, ভগবৎ-প্রীতি কামনায়, শ্রাদ্ধা
ও সংযমের সহিত, ঝচাক রূপে সম্পন্ন করিতে থাক। ক্রমে
ক্রমে অভিমান বিগলিত হইবে, চিত্ত নির্মল হইবে, জ্ঞান
(অভেদ দর্শনং জ্ঞানং) প্রকাশিত হইবে ।

জ্ঞান ঈশ্঵রারাধনার সহিত অস্থিত হইয়া সাধককে
বৈরাগ্যবান করে ।

বৈরাগ্য এবং উপাসনার অভ্যাস হইতে মনষ্টৈর্য জন্মে ।

স্থির শান্ত মনে ব্রহ্ম-ধ্যান করিতে করিতে তত্ত্ব-
সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ।

বেদ-বাণী

৪। সাধনে শ্রদ্ধা না জমিলে সিদ্ধিলাভ হইবে
কিরূপে ?

৫। সন্তোষ লাভ করিবার জন্য বৈরাগ্য ও তিতিক্ষা
এ উভয়েরই প্রয়োজন ।

৬। অভ্যাস ও তত্ত্ব-বিচার দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয় ।

৭। সাধনকে অভ্যাস করিতে করিতে এমনভাবে
অঙ্গ-মজ্জা-গত করিয়া লইতে হইবে যে আমাদের মন থেন
রোগ এবং শোকে, সম্পদ এবং বিপদে, কর্ষ-জীবনে এবং
মৃত্যু-কালে ভগবানকে বিশ্বৃত না হয় ।

৮। অনেক ঋণ জমিয়াছে, ইহা শোধ করিতে হইলে,
বর্তমান ব্যয় অপেক্ষা বর্তমান আয় বেশী হওয়া আবশ্যক ।

বর্তমান ব্যয় অপেক্ষা বর্তমান আয় যত বেশী হইবে,
তত কম সময়ে ঋণ শোধ করিতে পারিবে ।

৯। যদি মনের চাঞ্চল্যই হয়, তবে তাহা ভগবানকে
লইয়াই হউক ।

১০। সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যেন রাগ, দ্বেষ
এবং অভিমান না জন্মে ।

বেদ-বাণী

১১। সাধক যখন ভগবানের কৃপাবলে তাঁহার শক্তি,
ঐশ্বর্য এবং মহিমা উপলক্ষ্মি করিতে পারে, তখন তার
ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে ।

বিশ্বাস হইতে প্রীতি এবং প্রীতি হইতে ভক্তি লাভ হয় ।

১২। গিয়াছি ঠাকুর দেখিতে ; কিন্তু, ঠাকুর-বাড়ীর
ঐশ্বর্য, মন্দিরের কারুকার্য, ঠাকুরের পোমাকের পারিপাট্য
প্রভৃতির আলোচনাতেই মন ব্যস্ত ; ঠাকুরের প্রতি প্রেম
কর্তৃকু ?

১৩। একটা নিয়ম আছে—রাজসিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট
লোক মাংস খাইতে ভালবাসে ; আবার, মাংস খাওয়ার
ফলে রজোগুণ বর্দ্ধিত হয় ।

১৪। বই পড়িয়াই সমুদ্য জ্ঞাতব্য জানা যায় না,
কতকগুলি কথা শুনিয়া লইতে হয় ।

কন্থলু ;

৪১৩'১৭ ।

ঁ

১। অবিশ্বার দুইটা গ্রন্থি :—অহংতা ও মমতা ।

২। একটা মাত্র পদার্থেও যদি আসক্তি থাকে,
পঞ্চাশটা পদার্থ তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে ।

৩। যত দিন মনে দুইটি বিপরীত বৃক্ষ-প্রবাহ
থাকিবে, তত দিন দুঃখ-নিবৃত্তির আশা কোথায় ?

৪। ধন ও মানের বাসনা যখন জাগে, তখন সাধকের
মন ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে এবং কপটতার আশ্রয় গ্রহণ
করিতে ইচ্ছা করে ।

৫। যে ব্যক্তি ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সকল ত্যাগ
করিয়াছে, ভগবান কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে
পারেন ?

বেদ-বাণী

৬। বৈরাগ্য-ভাস্তুর উদ্দিত হইলে ভক্তি-পন্থ আপনিই
প্রশ়ূটিত হয় ।

৭। ভক্ত কথনও নিজকে প্রচার করে না ।

৮। লোক ধেমন যত্পূর্বক স্বীয় কুকৰ্ম্ম গোপনে রাখে,
তুমি তোমার সাধনও তেমনি গোপনে রাখ ।

৯। ধর্মাচরণ—লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়,
ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য । ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে
সচেষ্ট হও, তাঁতে লোকে যা ভাবে ভাবুক ।

১০। সকলকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব । যাহাই কর,—
কাহারও শ্রীতি, কাহারও অঙ্গীতি ঘটিবেই । তবে আর
লোক-রঞ্জনের জন্য কর্তব্যকে পরিত্যাগ করিবে কেন ?

১১। লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই হউক, কিন্তু
অন্য কোন উদ্দেশ্যেই হউক, কথনও সরলতাকে পরিত্যাগ
করিও না ।

১২। রাম, লক্ষণ ও সীতা একত্রে বনগমন করিলেন ।
রাম—বিবেক, লক্ষণ—বৈরাগ্য, সীতা—ভক্তি ।

বেদ-বাণী

১৩। একজন সাধু কাহাকেও উপদেশ দিতেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করিলেন, “এখনও আমার হস্তয়ে উপদেশ দিবার বাসনা জাগ্রত হয়, তাই উপদেশ দিই না।”

১৪। একজন সাধু প্রায়শঃই চূপ করিয়া থাকিতেন। কাহারও সমালোচনা করিতেন না, কোন-তর্ক-বিতর্কেও যোগদান করিতেন না। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন, “সত্য বলিলে জগতের অপ্রীতি, আর মিথ্যা বলিলে ভগবানের অপ্রীতি;—তাই অনেক সময়েই চূপ করিয়া থাকি।”

১৫। আর একজন সাধুর কথা শোন। প্রায় ত্রিশ-বৎসর পূর্বে—তিনি তখন কাশীধামে থাকিতেন—একদিন এক গুঙ্গার প্রহারে জর্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় একটি গলির পার্শ্বে পড়িয়াছিলেন। কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া শুক্রষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে সাধু যেন কিছু শৃঙ্খলা বোধ করিলেন ও কথা বলিতে সক্ষম হইলেন। “কে আপনাকে প্রহার করিয়াছে?”—জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তিনি উত্তর করিলেন, “যিনি সেবা করিতেছেন,

তিনিই প্রহার করিয়াছেন।” অল্পকালের মধ্যেই কয়েকজন পুলিশ ও নাগরিকের চেষ্টায় অপরাধী গুগোটী ধৃত হইয়া তথায় আনীত হইল। একজন পুলিশ-কর্ষচারী সাধুকে বলিলেন, “এই লোকটাই আপনাকে প্রহার করিয়াছে কিনা, বলুন।” সাধু উত্তর করিলেন, “আহা ! এই শরীরটাকে এত ক্লেশ দিতেছ, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। এ শরীর যে ভগবানের মন্দির !” এই বলিয়া উদ্দেশ্যে ভগবানকে প্রণাম করিলেন।

১৬। আরও একজন সাধুর কথা বলি। ইনি এখনও জীবিত আছেন। এক সময়ে ইঁার ইচ্ছা হইয়াছিল, তপস্থার অন্তর্কূল একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিছুদিন পরে ইঁার পায়ে একটা ফোড়া হইল। ফোড়াটা কিছু যন্ত্রণাও প্রদান করিল। তিনি ভাবিলেন, “একটা সামান্য ফোড়ার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমি অসমর্থ, আর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে নিজকে সমর্থ মনে করিতেছি ! ধিক আমার অভিমানে !” আর আশ্রম করা হইল না !

১৭। তুমি যখন নিজেনে বসিয়া থাক তখনও তথায় যে চৈতন্য বিরাজমান, কোন মৃত্তি নিকটস্থ হইলেও সেই

বেদ-বাণী

চৈতন্যই তথায় বিরাজমান। তুমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলেও
তথায় সেই চৈতন্য বর্তমান। একই চৈতন্য সর্বদা সর্বত্র
পূর্ণরূপে বর্তমান।

১৮। কৃপণতা সাধকের দুঃখের কারণ।

ତୁ

୧ । ଅଛି ପାଶ କି ଜାନ ? କୁଳ, ଶୀଲ, ମାନ, ସ୍ଥଣା, ଲଜ୍ଜା,
ଭୟ, ଆଶକ୍ଷା ଓ ଜୁଗୁପ୍ତ୍ୟ—ଏହି ଆଟାଟି । ପାଶବନ୍ଦ—ଜୀବ ;
ଆର, ପାଶମୂଳ—ଶିବ ।

୨ । ସଂସାର-ସାଗରେର ଛୟଟି ତରଙ୍ଗ ମାନ୍ୟକେ ବିବ୍ରତ
କରେ । ଶୋକ ଓ ମୋହ, କୃଧା ଓ ତୁଷ୍ଣା, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟ—ଏହି
ଷଡ୍ଗୋପ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମନେର, ତାର ପରେର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣେର ଓ
ଶେଷ ଦୁଇଟି ଶରୀରେର ଧର୍ମ ।

୩ । ମୋକ୍ଷେର ସାଧନ ତିନଟି—ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ, ବାସନାକ୍ଷୟ ଓ
ମନୋନାଶ । ଯୋଗବାଣିଷ୍ଟ ବଲେନ, ଏକକାଳେଇ ଏହି ତିନଟିର
ଅଭ୍ୟାସ କରିତେ ହିବେ ।

୪ । ଏକତ୍ରଦଶୀ ସାଧକେର ପକ୍ଷେ ଲୋକେର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟବ-
ହାରେର ବିଚାର ଓ ସମାଲୋଚନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେ ।

বেদ-বাণী

৫। গীতা বলিয়াছেন, “মনঃপ্রসাদঃ”। ধাতু-বৈষম্য ঘেন না ঘটে। সহিষ্ণুতা ব্যতীত সিদ্ধি-লাভ হয় না।

৬। ভগবান তাহার বিশাল রাজ্যসমূহে অনন্তপ্রকারের বৈষম্য, বৈপরীত্য ও শক্তির পালন ও পোষণ করিতেছেন, আর আমরা আমাদিগের স্ব স্ব প্রকৃতি হইতে এক চুল পরিমাণ বিভিন্নতাও সহ করিতে নারাজ !

৭। যে যে বস্তর প্রতি আসক্তি থাকে, সেই সেই বস্তর স্মৃথুরূপত্ব বিচার দ্বারা বর্ণন করিয়া পরিণাম দৃঃখ-হেতুত্ব দর্শন করিতে হয়। আরও চিন্তা করিতে হয়, ‘এইটি আমাকে সাধন-পথ-অষ্ট করিবার জন্যই মনোমোহনরূপে সমাগত হইয়াছে; আমাকে অধঃপাতিত করিয়াই, বিজ্ঞপ্তের হাসি হাসিতে হাসিতে চিরবিদ্যায় গ্রহণ করিবে। তখন অনুত্তাপ—বৃথা অনুত্তাপই সার হইবে।’

৮। যারা সংসারে “আপনার জন”, তারাই ধর্মকর্ষে বাধা প্রদান করে, তারাই উন্নতির পরিপন্থী !

৯। আসক্তিবশতঃই—মর্যাদা লজ্জিত হয় ; বুদ্ধি হ্রাস-প্রাপ্ত হয় ; দৃঃখ, দৈন্য, ভয় ও সন্তাপ জন্মে এবং ধর্ম দুর্গত হয়।

বেদ-বাণী

১০। গুটিপোকা নিজ-শরীর-জাত স্মৃতি দ্বারা নিজেই
স্ব-শরীরকে দৃঢ়রূপে বক্ষন করে এবং পরে সেই বক্ষন
ছেদন করিতে না পারিয়া তত্ত্বাদ্যেই দেহত্যাগ করে।
মানবও কতকগুলি কাল্পনিক সম্পর্ক-জালে নিজকে বক্ষন
করে এবং পরিশেষে সেই বক্ষনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু-
কারাগারে উপস্থিত হয়।

১১। বিষয়ই বৈতরণীনদী, মুমুক্ষু সাধক প্রযত্নসহকারে
অবিলম্বে ইহার পরপারে গমন করিবেন।

১২। তুমি অনন্ত, সর্বগত, মহান्। কিন্তু যথনই
একটী ক্ষুদ্র বাসনা-বুদ্বুদ মনে উঠে, তখনই সাড়ে তিন
হাত ঝাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হও !

১৩। কামনাশূন্য আমি শরীরে থাকিয়াও অশরীরী,
মুক্ত, আনন্দময়, শান্তিময়। কামনাযুক্ত হইলেই শরীরী,
বদ্ধ, ভীত, দুর্বল ও দ্রুঃখময়।

১৪। “আমি কর্তা”, “ইহাই আমার কর্তব্য”, “ইহা
না করা অন্ত্যায়”—এই বুদ্ধিই কর্মের বীজ, ইহা হইতেই
সংসার।

বেদ-বাণী

১৫। “হৃদয়-গ্রহি ।” গ্রহি—হৃদয়ের, আত্মার নহে ।

১৬। আমি কর্ত্তাও নহি, ভোক্তাও নহি । কর্তৃত্ব-
ভোক্তৃত্বাদি অস্তঃকরণের ধর্ম ।

১৭। ছোট বড় যে কোন কর্মই করিতে হয়, তৎ
সঙ্গে সঙ্গেই মনে করিতে হয়—“ইন্দ্রিয়া ইন্দ্রিয়াথেষু
বর্তন্তে”, “নৈব কিঞ্চিত করোমি” ।

১৮। আত্মা—নাম, রূপ ও ক্রিয়া হইতে ভিন্ন—
অথঙ্গ সচিদানন্দ । আত্মার কোন কর্ম ও কর্মফল নাই ।

১৯। কাহারও কোন কর্ম আত্মাকে তিলমাত্রও স্পর্শ
করিতে পারে না । আত্মা সর্বদা একরূপ, নির্বিকার,
নিষ্কল, নিত্য ও অক্রিয় ।

২০। আত্মা আকাশবৎ নির্লিপ্ত, অসঙ্গ, দ্রষ্টা ও
নির্বিষয় ।

২১। সুমধুর সঙ্গীত এবং প্রশংসার মনোমোহন-ধ্বনি ;
মিথ্যা, নিন্দা এবং কর্কশ ও অযৌক্তিক বচন ; লাবণ্যময়
সৌন্দর্য এবং কৃৎসিং ও বিকৃতাঙ্গ কলেবর—এসকল কিছুই

বেদ-বাণী

আত্মাকে শ্পর্শ করিতে পারে না। আকাশে মুষ্টি-নিষ্কেপবৎ
এ সকলে আত্মার কিছুই আসে যায় না। অবিবেকীই প্রিয়
রূপ-রসাদি দ্বারা নিজকে মহীয়ান् মনে করে, আবার
অপ্রিয় বিষয় দ্বারা নিজকে দীন-হীন মনে করে।

২২। সংসারিগণ আত্মার সহিত বিষয়ের কতকগুলি
কাল্পনিক দেতু প্রস্তুত করিয়া অহরহঃ তত্ত্বপরি বিচরণ
করে ও তৎকলে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর অধীনতা প্রাপ্ত হয়।

২৩। বিচারই মুকুত ব্যক্তির পরম বদ্ধ। বিচার
শাস্ত্রান্তরকূল হওয়া চাই।

২৪। মুক্তি-লাভের জন্য যে চেষ্টা, তারই নাম
পুরুষকার ; অন্তান্ত কর্ম পশ্চচেষ্টা মাত্র।

ॐ

১। এক যায়গায় একুপ লেখা আছে :—পরব্রহ্ম
 পরমশিব ত্রিপুর-বধ-বাসনায় সজ্জিত হইলেন। ঠাহার
 সেই অভিযানে—(অভিযানে, না অভিনয় ?)—সাহায্য
 করিবার নিমিত্ত দেবগণও প্রস্তুত হইলেন। দেবতাদিগের
 মধ্যে কেহ হইলেন ধর্ম, কেহ ঘোড়া, কেহ বা সারথী ;
 কেহ হইলেন ধর্ম, কেহ শর, আর কেহ বা তৃণীর ;—
 এইরূপে প্রত্যেক দেবতাই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত
 হইলেন। তখন হঠাৎ সেই দেবমণ্ডলীর ভিতরে,
 কেনোপনিষদের দেবগণের মত, “অহঃ”-ভাব প্রাদুর্ভূত
 হইল। পৃথিবী মনে করিলেন, ‘আমি যদি রথ না
 হইতাম, তবে এই যে উচ্ছোগ-আয়োজন,—সবই পঙ্গ
 হইয়া যাইত !’ ব্রহ্মার মনে হইল, ‘ভাগ্যে আমি সারথী
 হইয়াছি ! নইলে দেখা যাইত—যুদ্ধটা কেমন চলে !’
 বিষ্ণু ভাবিলেন, ‘আমি শর হইয়াছি বলিয়াই না ত্রিপুর-
 বধের আশা হইতেছে ? আমার শক্তির উপরই সফলতা
 সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে !’ সর্বান্তর্যামী ভগবান
 শক্ত দেবগণের এই অভিযানানন্দ তৎক্ষণাত জানিতে

পারিলেন ; জানিয়াই, একটি হাস্ত করিলেন ; এবং কেবল
সেই হাস্তেই—দেবগণের সামান্য সাহায্য ব্যতীতও—
ত্রিপুরাস্তুর ধ্বংসপ্রাপ্তি হইল ।

২। মহারাষ্ট্রদেশে একজন সাধু ছিলেন ; নাম—
জ্ঞানদাস । জ্ঞানদাস খুব ভক্ত ; মাঝে মাঝে তিনি
ইষ্টদেবের দর্শন পাইয়া থাকেন । একদিন এক ভাঙ্গারায়*
অগ্রান্ত সাধুর সহিত জ্ঞানদাসজীও পঙ্ক্তিতে বসিয়াছেন,
এমন সময়ে এক মহাপুরুষ সেখানে উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট
সাধুগণের মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া, কোন কোন সাধুকে
'এ কাচ্চা', কোন কোন সাধুকে 'এ পাক্কা' বলিতে
লাগিলেন । জ্ঞানদাসজীকে তিনি 'কাচ্চা'র দলে ফেলিলেন ।
জ্ঞানদাস দুঃখিত হইলেন ; ভাবিলেন, 'ভগবান কৃপা করিয়া
মাঝে মাঝে আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন, তবুও আমি
কাচ্চা !' সেই রাত্রেই যথন ভগবান আবিভূত হইলেন,
তখন জ্ঞানদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর ! তোমার দর্শন
পাইয়াও আমি কাচ্চা, আর যারা তোমার এ দিব্য-মূর্তির
দর্শন পায় নাই, তাদের মধ্যেও কেহ কেহ পাক্কা হইয়া
গেল !" আরাধ্যদেব বলিলেন, "ই জ্ঞানদাস ! তুমি
কাচ্চা । অমুক স্থানে এক বৃক্ষ ফকির আছেন, তাঁর
শিশুত্ব গ্রহণ করিলে পাক্কা হইতে পারিবে ।" কি অস্তুত

* ভাঙ্গারা—ভোজ, পঙ্ক্তি-ভোজন ।

বেদ-বাণী

আদেশ ! অনাচারী স্বেচ্ছ মুসলমান,—তার শিষ্য হইতে হইবে ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জ্ঞানদাস মন স্থির করিলেন এবং ধীর-পদ-বিক্ষেপে ফকির সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হরি ! হরি ! দেখিতে পাইলেন কি ? একটি শিবলিঙ্গের উপরে পদব্যয় স্থাপন করিয়া ফকির সাহেব অতি আরামের সহিত নদী-সৈকতে বালুকা-শয্যায় শায়িত আছেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত জ্ঞানদাসের মন চঞ্চল হইল। ক্ষোভে, ক্ষোধে তাঁহার বদনমণ্ডল ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃক্ষ ফকির স্বেচ্ছ-ব্যঙ্গক স্বরে বলিলেন, “জ্ঞানদাস ! কি ভাবিতেছ ?” জ্ঞানদাস বলিলেন, “শিবলিঙ্গ ব্যতীত অপর কোনও স্থলে কি আপনি পা রাখিতে পারিতেন না ?” বৃক্ষ বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার যেখানে খুসী, আমার পা দু’খানা রাখিয়া দাও।” জ্ঞানদাস পা দু’খানাকে লইয়া যেখানেই স্থাপন করেন, সেখানেই দেখিতে পান—পায়ের নীচে একটি শিবলিঙ্গ। জ্ঞানদাস ঘর্ষাঙ্গ-কলেবর হইয়া বৃক্ষের পদ-প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎকাল পরে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। [গল্প ত শুনিলে ;—এখন, কোন কোন মহাভারত-অবণকারীর মত, তোমরাও দেবমূর্তি দেখিলেই পদাঘাত করিতে যাইবে না কি ?]

৩। ঐ অবকুল ক্ষুজ্জ প্রকোষ্ঠের মধ্যে যে প্রদীপ

জলিতেছে, তাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ-শক্তি বহির্ভাগে
কিঞ্চিম্বাত্রও অন্তর্ভুত হইতেছে না। প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া
দাও, দেখিবে—উহার আলো সর্বব্যাপী হইয়াছে! তেমনই,
যথনই জীব মোহ-নিষ্কৃত হইবে—যথনই তাহার অজ্ঞান-
বরণ অপসারিত হইবে, তথনই সে বুঝিবে, অন্তর্ভব
করিবে—তাহার অস্তিত্ব এবং তাহার (ইচ্ছা, জ্ঞান ও
ক্রিয়া) শক্তি সর্বগত এবং সনাতন।

৪। মন যদি উগবৎ-পদারবিন্দে লিপ্ত না হয়, তবে
৮৪ প্রকার আসনের অভ্যাসেই বা লাভ কি, রাশি রাশি
শাস্ত্র-গ্রন্থ কর্তৃস্থ করিয়াই বা ফল কি, সারাদিন ধরিয়া তার
স্বরে স্তোত্র পাঠেই বা উপকার কি, আর উপবাসাদি-
ক্লেশ-সহনেরই বা সার্থকতা কি?

৫। আসন-প্রাণায়ামই কর আর শাস্ত্র-চর্চাই কর,
জপ-পূজাই কর আর চাঞ্চায়ণাদিই কর, সর্বদা লক্ষ্য স্থির
থাকা চাই,—যেন এগুলিতে মন স্থির করে, ভক্তি বৰ্দ্ধিত
করে, জীবন ধন্ত করে। নতুবা অত্যবিধ অপকার ও
অস্ত্রবিধা ঘটাইবার সহিত ইহারা তোমার অভিমানের
বোঝা আরও বাঢ়াইবে যাত্র।

৬। একটি যাত্র উপদেশের সম্যক্ পালনেই জীবন

বেদ-বাণী

উন্নত ও ধৃত হইতে পারে। একটি মাত্র শব্দের উচ্চারণেই
মন ভাব-রসে নিমজ্জিত হইতে পারে।

৭। আদর্শটি নির্দোষ ও সর্বোৎকৃষ্ট হওয়া চাই।
যদি সেটিকে সম্যক প্রকারে অঙ্গসরণ করিতে না-ও পার,
যতদূর সাধ্য ততদূরই করিও;—কদাপি আদর্শকে ছোট
করিও না।

৮। বেশ লইবে ত্যাগীর মত, আর কর্ম করিবে
তোগীর মত,—এ ভাল নয়।

৯। আমাদের বৃক্ষ-প্রতিবেশী নারায়ণের কথা মনে
কর। বোধ হয় মনে আছে, সে এক সময়ে তোমার মিত্র
(তুমি তাহাকে মিত্র মনে করিতে) ও আমার শক্ত (আমি
তাহাকে শক্ত মনে করিতাম) ছিল। তাহার নিকট হইতে
তুমি আশা করিতে প্রেহ ও সহাহৃভূতি, আমি আশা
করিতাম শক্ততা ও অপকার। তাহার মধ্যে তুমি দেখিতে
বদ্যন্তা, আমি দেখিতাম যশোলিপ্সা। তুমি বলিতে—
“লোকটা কি ধার্মিক !” আমি বলিতাম—“লোকটা কি
কপট !” তাহার রূপ দেখিলে, তাহার কণ্ঠ-স্বর শুনিলে,
সে কাছে ঘোষিলে—তোমার হইত আহ্লাদ, আর আমার
হইত সৃণা ও বিষ্঵েষ। তার নাম মনে পড়িলে—তোমার

সাম্নে হাজির হইত একখানা ‘মধুর মুর্তি’, আর আমার
সাম্নে দেখিতাম একখানা ‘বিকট চেহারা’। সে ত
লোক একজনই—এক নারায়ণই, তথাপি তোমার ও
আমার মনে তার ছবি সম্পূর্ণ পৃথক्; এক নারায়ণেরই
ছবি দুই মনের উপর দুই রকম, বিভিন্ন মনের উপর
বিভিন্ন রকমের।

১০। লিখিবার উপকরণ—কলম, কালী, কাগজ
প্রভৃতি ভাল না হইলে লেখায় স্ববিধা হয় না। সাধনের
উপকরণগুলিও ভাল হওয়া চাই। নতুবা, সাধনে স্ববিধা
হয় না।

১১। যে কাজের ভার বা দায়ীত্ব গ্রহণ করিবে, তাহার
স্বসম্পাদনের জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করা চাই।

কর্ণবাস।

ঞ

১। চারি প্রকার শিক্ষা চাই—(১) ভগবানের উপর,
(২) গুরুর উপর, (৩) বেদের উপর ও (৪) নিজের উপর।

২। যত আসঙ্গ,—তত চাকল্য, তত অশাস্তি।

৩। বৈরাগ্যে স্ফুরিত না হইলে ধ্যান-নিষ্ঠ হওয়া
যায় না।

৪। দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রাম লক্ষণকে বলি-
লেন, “লক্ষণ ! তুমি বিবেচক ও কর্ম-কুশল। কুটীর-
নির্মাণের উপযোগী স্থান নির্দিষ্ট কর।” লক্ষণ বলিলেন,
“আমি ত বরাবরই আপনার দাস। আমার কোনৱুল
স্বাতন্ত্র্যই নাই। আমার ভাল মন্দ সকলই আপনি।
আপনাকে ছাড়িয়া অন্ত কোনৱুল বিচার আমার আসে না।
আপনিই স্থান নির্দিষ্ট করুন। আপনি যে স্থান পছন্দ
করিবেন, সেই স্থানই আমার ভাল লাগিবে।” রাম সন্তুষ্ট
হইয়া স্থান নির্দিষ্ট করিলেন। রামময়-প্রাণ লক্ষণ কুটীর

বেদ-বাণী

নির্মাণ করিতে লাগিলেন। দেবতারা ভীলকুপ ধারণ করিয়া লক্ষণের সহায় হইলেন। অবিলম্বে স্বদৃশ ও স্বদৃঢ় আশ্রম প্রস্তুত হইল। লক্ষণ রামের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

৫। যথনই তপস্যার বিষ্ণ উপস্থিত হয়, সে বিষ্ণের মধ্যেও যথা-সন্তুষ্ট শান্ত মনে ভগবানকে দর্শন করিতে অভ্যাস কর। ধৈর্য-হীন হইও না। এখন সামাজিক অন্তরায়ই যদি তোমার মনকে অস্থির করে, ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়, তবে শেষ মুহূর্তে—মৃত্যু ঘন্টাগার মধ্যে—তাঁকে মনে রাখিবে কিরূপে ?

৬। তত্ত্ব হইলে তিনিই যোগ-ক্ষেম বহন করিবেন ; —তবে আর চিন্তা কি ? তবে, ‘তিনি যোগ-ক্ষেম বহন করিবেন’—এ আশা লইয়া সাধন করিতে বসা মন্দের ভাল মাত্র। ‘যা হয় হউক, সাধন করিব’—এই চাই।

৭। চিন্ত অনেকটা শুক্র হইলে জ্ঞানাভাস আসে, তৎপর পর-বৈরাগ্য, তৎপর শান্তি।

৮। কতকূটা বলা যায় না, আর কতকূটা বলা উচিত না।

বেদ-বাণী

৯। কোন ঝপের উপর স্বেহ, কোন ঝপের উপর বিদ্বেষ, কোন ঝপের উপর ভয়,—এক্লপ হইলে, বিশ্ব-মূর্তি
পূর্ণ-অঙ্গকে পাওয়া যায় কিরূপে ?

১০। উপযুক্ত দানাই প্রকৃত সঞ্চয় ।

১১। সকলেরই সকল নাম ।

১২। অতীতের অনস্ত জন্মে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য বিষয়-
সেবা করিয়াছি, এবারও ত এত দিন করা গেল । কিন্তু
তাতে ফল হইল কি ? একবার বরং অন্ত চেষ্টা করিয়া
দেখা যাক না ?

১৩। আসক্তিই বুদ্ধির মল ।

১৪। উপায়—শাস্ত্র-সম্মত হওয়া চাই । উদ্দেশ্য—
সর্বদা মনে থাকা চাই ।

১৫। ধর্মলাভ করিতে হইলে চারি প্রকার কৃপার
প্রয়োজন ;—(১) দ্বিতীয়-কৃপা, (২) গুরু-কৃপা, (৩) বেদ-
কৃপা ও (৪) আত্ম-কৃপা ।

বেদ-বাণী

১৬। সন্ন্যাস মানে কি?—ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জন।

১৭। আচার্য্য যদি কেবল শিষ্যের মনস্তি সাধন করিতেই তৎপর হন, তবে শিষ্যের কুশল হয় না।

১৮। স্থষ্টি দুই প্রকার,—ঈশ্বর-স্থষ্টি ও জীব-স্থষ্টি। ঈশ্বর-স্থষ্টিতে কোন হানি নাই; জীব-স্থষ্টিই বঙ্গনের কারণ।

১৯। এক জোড়া প্রেমের চশ্মা যদি পাও ত একবার পরিয়া দেখ—‘জড় বালুকণা এবং প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেও কত জীবন, কত লীলা! তারা তোমার দিকে চাহিয়া কত হাসিবে—কত খেলিবে—কত বলিবে—কত শিখাইবে—কত রহস্যের গুপ্ত-ঘার উদ্ঘাটিত করিবে!’

২০। অভুত্ত্বেও কত অধীনতা! হাতী চালাইতে হইলেও বাধ্য হইয়া মাছতগিরি করিতে হয়!

২১। দারিদ্র্যের অস্ত কোথায়? তুমি কাহারও নিকটে যশের প্রার্থী, কাহারও নিকটে অর্থের ভিধারী,

বেদ-বাণী

কারণ সহান্ত বদন দেখিবার জন্য লাগায়িত। অনেকের নিকটেই ব্যবহার-বিশেষ পাইবার জন্য সর্বদা ব্যগ্র। ছেট-বড়, শক্র-মিত্র, প্রভু-ভূত্য, ভাই-ভগ্নি, পিতা-পুত্র সকলেরই নিকটে কিছু-না-কিছু আশা করিতেছ ! হায় মানব !

২২। কি বিড়স্থনা ! দীনাতিদীন, মূর্খের একশেষ, তৃণাদপি নগণ্য, সমাজের ঘূণিত এক রাস্তার-বালকও নিন্দা দ্বারা তোমাকে কষ্ট প্রদান করিতে, প্রশংসা দ্বারা তোমাকে স্বৰ্থ দান করিতে এবং ব্যবহার-বিশেষ দ্বারা তোমার অন্তবিধি চিন্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইতে সর্বদাই সমর্থ ! তুমি তদ্বত দুঃখের অধীন, তার দ্বারে স্বৰ্থের কাঙ্গাল, তার ভয়ে তুমি ভীত ! তোমার আবার স্বাধীনতা ! তোমার আবার ঐশ্বর্য ! তোমার আবার প্রভুত্ব !

২৩। রামের প্রয়োজন সত্ত্বেও সে এক ফোটা দুধ খেতে পায় না ; আর তুমি তার ঐ প্রয়োজন এবং অন্তর্গত স্ববিধা-অস্ববিধার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না করিয়া, তার ও তোমার বক্ষ শামের জন্য দুঃ-বহনে তা'কে অনুরোধ করিলে । এ কি ভাল ?

২৪। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হইয়াও সর্বদা সর্বত্র লুকাইয়া আছেন ; আর দুর্বল মাঝে চায় সর্বদা নিজকে যথা ও অযথা রূপে প্রকাশ করিতে !

বেদ-বাণী

২৫। বাসনার মূল সকল। সঙ্গ-পরিত্যাগে বাসনার
ক্ষয় হয়। বিষয়ের আলোচনা সর্বথা পরিহর্ত্ব্য।

২৬। স্থিতিকে আশ্রয় না করিয়া গতি থাকিতে পারে
না। শিবকে আশ্রয় করিয়া কালী মৃত্যু করিতেছেন।

২৭। অজ্ঞানও এক প্রকারের জ্ঞান। আবার অঙ্গ
পক্ষে, জ্ঞানও এক প্রকারের অজ্ঞান।

২৮। এক দীর্ঘরেচ্ছাই এবং এক ব্রহ্মানন্দই বিভিন্ন
কোশের ভিতর দিয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়।

২৯। * * * *

স্বর্গাঞ্চম।

ପ୍ରତ୍ୟେକ

୧। ଡାକ୍ତାରଥାନାୟ କତ ଉଷ୍ଣ ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି
ଉଷ୍ଣଇ ସକଳେର ଜଣ ନୟ । ଶାନ୍ତ-ଭାଙ୍ଗରେଓ ହାଜାର ହାଜାର
ଉପଦେଶ ଆଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଜଣ
ନୟ । ଉଷ୍ଣ ଉପୟୁକ୍ତ ନା ହିଲେ, ଉପଶମ ତ ଦୂରେର କଥା,
ରୋଗେର ସୁନ୍ଦର ଅସଂଖ୍ୟ ନୟ ।

୨। ସଦି ଆମ-ବାଗାନେଇ ଆସିଯାଇ, ତବେ ଆମ
ଖାଓୟାର ପରିବର୍ତ୍ତେ (କେବଳ) ପତ୍ର-ଗଣନାୟଇ ସମୟ ପାତ
କରିଓ ନା । ସଦି ଗୀତା ପଡ଼ିତେଇ ବସିଯାଇ, ତବେ ତାହା
ହିତେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣେର ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗୀତାକାରେର କବିତାର
ଆଲୋଚନାଯ(ଇ) ଘନୋନିବେଶ କରିଓ ନା । ସଦି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
ଶୁଣିତେଇ ବସିଯାଇ, ତବେ ଭଗବାନେର ନାମ ଓ ମହିମାୟ ଅମନୋ-
ଘୋଗୀ ହିୟା, ତାଲ-ମାନେର ଶୁନ୍ଦାଶୁନ୍ଦତାର ନିରପଣେ(ଇ)
ବ୍ୟକ୍ତ ହିେ ନା ।

୩। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସମୟେରଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିତେ ହିବେ ।

৪। সময়-নির্ণয় ও নিয়ম-নির্ণয় সচেতনতার প্রধান
অঙ্গ

৫। যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মন এবং ততটুকু সময়ই
বর্তমানে সাধন-ভজনে লাগাও; বাকী মন ও বাকী সময়-
টুকুর এমন ব্যবহার কর, যাহার ফলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ
মন ও সম্পূর্ণ সময়ই ভগবানে লাগাইতে সমর্থ হইবে।

৬। সাধনের জন্য একটি ভাব, তা যা'ই হোক,
ধরিয়া থাকা চাই। ‘কথনও এটি, কথনও ওটি’—এক্রম
হইলে স্ববিধা হয় না।

৭। যখন সাংসারিক কর্ম করিতে হয়, তখন পরীক্ষা
করিতে চেষ্টা করিও—কর্মটি তোমার সাধনের ‘ভাব’টিকে
গ্রাস করিতেছে কি না, কর্ম-শ্রোতের টানে ভগবানকে
বিস্মিত হইতেছে কি না, এবং সাধনের পরিপন্থী কোন ভাব
তোমার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে কি না। যদি সতর্ক
থাক, তবে, অভ্যাসের ফলে, কর্মের সময়েও সাধনের
ভাব বজায় থাকিবে এবং ভগবচিন্তা চলিবে।

৮। বাসনা, সংস্কার—এগুলি আর কি?—মনের
বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন মাত্র। অভ্যাস দ্বারা এগুলি

বেদ-বাণী

দৃঢ়-মূল হইয়াছে। অভ্যাসে যাহার জন্ম, অভ্যাসে তাহার মৃত্যুও অবশ্যভাবী। ঐ স্পন্দনগুলি রোধ কর, বিরক্ষ স্পন্দনের অভ্যাস কর, কালক্রমে বাসনা ও সংস্কার দূর হইবেই।

৯। যখনই ‘আমি’—এই শব্দ মনে উদ্বিত হয়, অমনি ভাবিবে, ‘আমি মানে দেহ নয়, আমি মানে আত্মা, আমি ব্রহ্ম।’

১০। সকল শরীরই ত আমার, সকল শরীরেই আমি ;
তবে কে আমাকে ঠকায়, কে আমার শক্ত, কে আমাকে
নিন্দা করে ?

১১। আমি ভিন্ন আর কে আছে ?—আমিই আমার
প্রশংসা করি, আমিই আমার নিন্দা করি। তবে আর
প্রশংসা ও নিন্দার জন্য স্থথ-চুৎ কি ?

১২। আমি বরাবর আছি, বরাবর ধাকিব। আমার
আবার জন্ম, মৃত্যু কোথায় ?

১৩। আমাকে আশ্রয় করিয়া—আমার ভিতরে অনন্ত-
কোঁটি ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতেছে, গ্রহ-নক্ষত্র চলিতেছে,

বেদ-বাণী

বায়ু বহিতেছে, পাতা নড়িতেছে, এই শরীর ও অগ্নান্ত
শরীর (সমুদ্র জীব-জন্ম) বিচরণ করিতেছে, এই মন ও
অগ্নান্ত সকল মন স্পন্দিত হইতেছে। ইহাতে—এই
সকল কম্পানে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি
নিঃসঙ্গ, নির্বিকার, ধীর, স্থির, শাস্ত, উদাসীন, সর্বব্যাপী
পরমাত্মা। “নৈব কিঞ্চিং করোমি।”

১৪। সকলই ব্রহ্ম। ভোজ্যা, ভোজ্য ও ভোগ;
জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন; কর্তা, কর্ম ও
ক্রিয়া;—এ সকলই ব্রহ্ম। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া—প্রত্যেকেই
ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যা কিছু সকলই
ব্রহ্ম। তবে আর ভাল-মন কি? বন্ধন-মুক্তি কি?
ত্যাজ্য-গ্রাহ কি?

১৫। ‘ছ-টি’ ত কোথায়ও নাই। আমি ও তুমি,
আমার ও অন্ত্যের—এ সকলই ত ফাঁকি!

১৬। অংশহীন, সর্বব্যাপী মাত্র এক সত্ত্বাই বর্তমান।
তবে আর ‘আমি পরোপকার করিতেছি’—এরূপ অহঙ্কারের
স্থান কোথায়?

১৭। আমি ত শরীর নই;—তবে আর শরীরের
কর্মে আমার অভিমান হইবে কেন?

বেদ-বাণী

১৮। নিজকে কেন আমি ‘সাড়ে তিন হাত’ গশ্চির
মধ্যে শুধু-শুধু আবক্ষ করিয়া সঙ্কীর্ণতা, অমুদারতা ও
বিদ্বেষ-বুদ্ধিকে প্রাঞ্চয় প্রদান করিব ?

১৯। “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান्,—ইতি শান্ত
উপাসীত”।

২০। “এই কর দেব দীন-দয়াময় !

তোমায় আমায় যেন ভেদ নাহি রঘ ;

জলের তরঙ্গ জলে কর লয়,

চিত্যন শ্বামশুল্বর !”

২১। আমি যে অচল, অটল, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ;—
আমার আবার যাওয়া-আসা কি ? আমার কর্ষই বা
কি ?

২২। আমি ভিন্ন যে আর কিছুই নাই,—আমার
আবার বাসনা কি ?

২৩। এক ব্রহ্মই আছেন। যা কিছু সকলই ব্রহ্ম।
আমিও ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্মই।

বেদ-বাণী

২৪। “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ;—কার তরে ক্রন্দন, কার জগ্য প্রফুল্লতা, কার নিমিত্ত ভাবনা, আর কিসের জগ্যই বা ছুটাছুটি ?

২৫। “আমি শরীর” ও “এই শরীরটিই আমার”
এই দুই মিথ্যাজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সমৃদ্ধ লোক-ব্যবহার
চলিয়া আসিতেছে ।

২৬। লোক-ব্যবহারের সময়ে মনে থাকা চাই—‘এ
সকল অভিনয় মাত্র । আমি সঙ্গীন সর্বগত ব্রহ্ম ।’
অভ্যাসের ফলে একপ স্মৃতি লাভ হয় ।

২৭। যখন মনে কোন বিষয়-বাসনা উদিত হয়,
তখন সেই বাসনা—সেই শ্পন্দনের মধ্যে ব্রহ্ম-দর্শন করিবে ।
ঐরূপ ব্রহ্ম-দর্শন ও ব্রহ্ম-শ্মরণের ফলে বাসনা অস্তিত্ব
হইবে ।

২৮। “আমি ব্রহ্ম”—আমার আবার সাধন কি,
সমাধি কি, সিদ্ধি বা কি, আর মুক্তি বা কি ?

২৯। যতক্ষণ অশুমান, ততক্ষণই বিচার । জ্ঞান
হইলেই বিচার বক্ষ ।

বেদ-বাণী

৩০। ২৪ ঘটাকে তিন ভাগ করিয়া—এক ভাগ আহার নির্দায়, এক ভাগ বিষয়-কর্ষে ও এক ভাগ সাধন-ভজনে ব্যয় করিবে। ক্রমে সাধন-ভজনে যতই মন লাগিতে থাকিবে, ততই অগ্ন দ্রুই ভাগ হইতে সময় কাটিয়া লইয়া ভজনের সময় বাড়াইতে থাকিবে।

৩১। তুমি হাজার চেষ্টাই কর, জগতের বিদ্যমাত্র কর্তৃতও ভগবান তোমার হাতে ছাড়িয়া দিবেন না। তবে আর জগৎ লইয়া মাথা ঘামান কেন? এস, জগতের সমুদ্দয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আচ্ছিন্নায় রত হই।

৩২। যদিও আমরা দুর্বল, যদিও আমাদের বাধা বিহু অনন্ত, তথাপি হতাশ হইবার কারণ নাই। চড়ুই পাখীর সমুদ্র-শোষণের গল্প জান তো? এস, আমরাও, চড়ুই পাখীর মত, আমাদিগের স্থৰ্যে ও সামর্থ্যের সম্বৰহার করিতে যথাসাধ্য যত্ন করি; চড়ুই পাখীর মত, আমরাও, ভগবানের কৃপায়, নিশ্চয়ই সফলকাম হইব।

৩৩। মাহুষটা যেমনই হউক,—তার ভিতরে দেবতা দেখিলে তোমারই লাভ, আর তার ভিতরে পশুতা দেখিলে তোমারই ক্ষতি। তোমার যেমন ভাব, তেমন লাভ।

বেদ-বাণী

বিষয়ের ভিতরে যদি ভগবানকে দর্শন করিতে পার, তবে
বিষয়ের বিষয়ত্ব দূর হইয়া যাইবে ।

৩৪। তোমা অপেক্ষা বড়ই বা কে, আর তোমা
অপেক্ষা ছোটই বা কে ?

৩৫। গীতা বলেন,—“অনন্ত ভক্তি” ব্যতীত ভগবান
লাভ হয় না ।

৩৬। সাধনের সময়ে যে সকল বিষ্ণু আসে, তজ্জ্বল
উদ্বিঘ্ন বা হতাশ হইও না । শান্ত মনে সাধনে লাগিয়া
থাক । ভগবানই সে সকল বিষ্ণু দূর করিবেন ।

৩৭। তোমার ইচ্ছামত সকল কাজ না হইলেই
বিরক্ত হইও না ।

৩৮। অন্ত কর্ম ছাড়িয়া আগে আসল কাজটি শেষ
করিয়া লও । শেষে যদি সময় না পাও ?

৩৯। জন্মও একাকী, মৃত্যও একাকী, ধর্ম-লাভও
একাকী ।

আশ্বিন, শঙ্কা অয়োদ্ধী, ১৩২৩ ।

ওঁ

১। কুক্ষক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির বলিলেন, “কৃষ্ণ !
 আমাদের সমুদয় শক্তি ত ধৰ্ম-প্রাপ্ত হইয়াছে । রাজ্য
 এখন নিষ্কটক । কোথায়ও অশান্তির লেশমাত্র বিদ্যমান
 নাই ।” বাস্তুদেব বলিলেন, “নরনাথ ! কয়েকজন দুর্বল
 শক্তিকে পরাস্ত করিয়াই অতিমাত্র আশ্চর্ষ হইবেন না ।
 আপনার এক মহাশক্ত এখনও জীবিত ; কেবল জীবিতই
 নহে,—সে আপনারই রাজ্য থাকিয়া, আপনারই অম্ভে
 প্রতিপালিত হইয়া, ক্রমেই অধিকতর বলসম্পন্ন হইতেছে ।
 সে মহাশক্ত জীবিত থাকিতে আপনার শান্তি-লাভের
 সন্তানবন্দী কোথায় ?” ত্রিষ্ট এবং বিশ্বিত হইয়া ধৰ্ম-নন্দন
 জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল কি কৃষ্ণ ! এমন শক্তির কোন
 সন্ধানই ত এত দিন জানিতে পারি নাই ! তাহার সমুদয়
 বৃত্তান্ত অবিলম্বেই বর্ণন কর ।” ভগবান বলিলেন, “মহারাজ !
 সে শক্তি আপনারই দেহ-দুর্গে বর্দ্ধিত হইতেছে । তার
 নাম—‘অভিমান’ । সে যত দিন অপরাজেয় থাকিবে,
 তত দিন অশান্তি আপনাকে পরিত্যাগ করিবে না ।”

২। বাহ্মিক দেশে এক রাজা ছিলেন। কালজ্ঞমে
তাঁহার বৈরাগ্যেন্দ্রিয় হইল। তিনি রাজ্যশৰ্য্য পরিত্যাগ
পূর্বক অতি দূরে এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হইলেন
এবং তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সাধু
রাজার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাঁহাকে আশ্রম-কার্যে
নিয়োজিত করিলেন। রাজাকে প্রত্যহই এক পাহাড়ে
উঠিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে এবং কাষ্ঠের বোৰা মাথায়
করিয়া আশ্রমে পছঁচাইতে হইত। এরূপ কর্মে অনভ্যস্ত
হইলেও, রাজা অত্যন্ত ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সহিত
যথাসম্ভব সুচারু রূপে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত
ছিলেন। একদিন কাষ্ঠের বোৰা বাঁধিতে সামান্য একটু
ক্রটি হওয়ার জন্য আশ্রমের একজন নীচকুলোন্তর চাকু
রাজার গওদেশে এক চপেটাঘাত করিল। রাজা তাহার
সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিলেন না। “আজ যদি আমি
বাহ্মিক দেশে থাকিতাম, তবে লোকটা বুঝিতে পারিত—
এই চপেটাঘাতের মূল্য কত”—মৃদুস্বরে এইমাত্র বলিয়াই
এক স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে
করিতে তাঁহার মনোমধ্যে দুঃখের উদয় হইল। তিনি
উঠিয়া সাধুজীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং প্রণামাদি
সমাপনান্তে বলিলেন, “ভগবন्! আপনার শিষ্য হইবার
আশায় কত কাল এই আশ্রমে অতিবাহিত করিলাম।
আমার পরে কত লোক আসিল, তাহাদের মধ্যেও

বেদ-বাণী

অনেকের দীক্ষা হইয়া গেল ; কিন্তু আমার ভাগ্য প্রসঙ্গ
হইল না !” সাধু উত্তর করিলেন, “এখনও বিলম্ব আছে।
এখনও তোমার গায়ে বাহ্মিকের গন্ধ বিষমান !”

৮কামাখ্যাধাম ;

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩২৫।

ঁ



১। মহামুনি বেদব্যাস ভগবান পিনাক-পাণির
সমীপে গমন পূর্বক প্রণামাদি সমাপনাত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে
নিবেদন করিলেন, “জগদ্গুরো ! শ্রীমান শুকের উপনয়-
নের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে । আমার প্রার্থনা, আপনি
অনুকচ্ছা পুরুষের তাহাকে এ সময়ে অঙ্গ-বিষ্ঠার উপদেশ
প্রদান করুন ।” শুক্র বলিলেন, “ব্যাস ! আমার নিকটে
পরব্রহ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইলে সে কি আর তোমার সঙ্গে
থাকিয়া গৃহস্থ-জীবন ধাপন করিবে ?—সে যে তখনই
জান লাভ করিয়া, নিঃসঙ্গ-চিত্তে যথা তথা বিচরণ করিতে
থাকিবে ।” ব্যাসদেব উত্তর করিলেন, “ভগবন् ! সংসার-
পাশ-বিমোচক আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে, মৎপুত্র যে
অবিলম্বেই সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?
তবে, সে গৃহেই থাকুক কিম্বা পরিব্রাজকই হউক, সে
বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই । আমি আমার কর্তব্য
সম্পন্ন করিব ;—তাহার উপনয়নের জন্য প্রেষ্ঠতম-আচার্য-
নিয়োগের চেষ্টা করিব । ফল কি হইবে, সে চিন্তা করিব

বেদ-বাণী

না। তাই, মিনতি করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া
শ্রীমানকে উপদেশ প্রদান করুন।”

২। কীর্তন-পীযুষ সমুদয় দিকে পরিবেষণ করিতে
করিতে প্রেমক-সম্বল নারদ যখন নৈমিত্যারণ্যে উপনীত
হইলেন, তখন শৌনকাদি তপোনিষ্ঠ মুনিগণ সমন্বয়ে
গাত্রোথান পূর্বক সোৎসাহে তাঁহার পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, “অঙ্গ-পুত্র ! অধুনা কোন্ স্থান হইতে শুভাগমন
করিতেছেন ?” দেবর্ষি উত্তর করিলেন, “ঝাহার বরণীয়
কীর্তি, অভিষ্ঠবন পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, সেই সার্থক-জন্মা
পরীক্ষিত-নরপতির নিকট হইতেই আসিতেছি।” শৌনক
বিনীত বচনে কহিলেন, “ভগবন् ! ভবদীয় মুখারবিন্দ
ঝাহার প্রশংসা-সৌরভ প্রচার করিতেছে, তিনি ভাগ্যবান
পুরুষ, সন্দেহ নাই। তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে আমা-
দিগের আগ্রহ জন্মিতেছে। যদি তাঁহার বর্ণন-প্রসঙ্গে
শ্রীভগবানের অলৌকিক মহিমা কীর্তিত হয়, তবে অন্তর্গত
পূর্বক তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিয়া আমাদিগের কর্ণকুহর
পবিত্র করুন। কিন্তু যদি তাঁহার জীবন-কথনে হরি-গুণ-
কীর্তন না হয়, তবে সে উপাখ্যানে আমাদিগের প্রয়োজন
নাই। ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য আলোচনা আমরা
পরিত্যাগ করিয়াছি।”

বেদ-বাণী

৩। মহর্ষি যাজ্ঞবক্ষ্য একান্ত-তপস্ত্বার নিমিত্ত কোন নির্জন প্রদেশে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, গৃহস্থিত যাবতীয় তৈজস-পত্র ভার্যাদ্বয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে-ছেন, এমন সময়ে দ্বিতীয়া পত্নী মৈত্রেয়ী বলিলেন, “ভগবন্ত ! সসাগরা বস্ত্রস্করা যদি বিজ্ঞপূর্ণা হইয়া আমার উপভোগ্যা হয়, তবে কি তৎসাহায্যে আমি অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইব ?” যাজ্ঞবক্ষ্য বলিলেন, “না । অনিত্য পদার্থের দ্বারা নিত্যবস্ত্ব—অমৃতত্ত্ব লাভ করা যায় না ।” মৈত্রেয়ী বলিলেন, “যাহা আমাকে অমরত্ব প্রদান করিতে পারে না, এমন দ্রব্যে আমার কি প্রয়োজন ? আমি ঐ সকল মোহ-ভাগ্নি চাই না । যাহার সাহায্যে আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব, এমন কিছু আমাকে প্রদান করুন ।” যাজ্ঞবক্ষ্য মৈত্রেয়ীকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক সহধৈ বলিলেন, “মৈত্রেয়ি ! তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিতেছি । মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করিয়া নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হও । অচিরেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে ।”

৪। তপস্ত্বায় প্রবৃত্ত হইবার কালে শাক্য-সিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, “তপস্ত্বা করিতে করিতে এ শরীর যদি শুষ্ক হইয়া যায়, অষ্টি-চৰ্ম-মাংস যদি প্রলয় প্রাপ্ত হয়, তাহাও স্বীকার ; তথাপি বিজ্ঞানামৃত লাভ করিবার পূর্বে—কিছুতেই তপস্ত্বা পরিত্যাগ করিব না ।”

বেদ-বাণী

৫। তপস্তা-নিরত ঈশার সমক্ষে যখন কামদেব মনোমোহন মূর্তিতে আবিভূত হইয়া তাহাকে সমুদ্য কাম্য বস্ত প্রদান করিতে চাহিলেন, ঈশা অকৃষ্টিতচিতে বলিয়া উঠিলেন, “Get thee hence, Satan, I do not want thee.”

৬। উপনিষদের খবি বলিয়াছেন, “এই তিমিরাতীত, জ্যোতির্ময়, মহান् পুরুষকে আমি জানিয়াছি। কেবল ইঁকে জানিয়াই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অমরত্ব (মুক্তি)-লাভের অন্য পথ বিদ্যমান নাই।”

আজকার চিঠি এই খানেই শেষ করিয়া, এস, ঐ সম্মুখাগত মহাত্মার পাদ-পদ্মে প্রণত হই। ঐ যে প্রসন্ন-মূর্তি পরিব্রাজক ধীরপদে আগমন করিতেছেন, উঁকে চিনিতে পারিয়াছ কি?—উহারই নাম শ্রী-শুকদেব; জ্ঞান-সিঙ্গু শঙ্করের উপদেশে প্রবৃক্ষ হইয়াই, তদবধি, অক্ষায়ত-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে—প্রতিপদক্ষেপে ধরণীর পবিত্রতা বর্কিত করিতে করিতে এই প্রপঞ্চ-পরাঞ্জুথ, জ্ঞানতৃপ্তি মহাপুরুষ নির্বিকার চিত্তে, সর্বত্র সমভাবে বিচরণ করিতেছেন। একপ দুর্লভ সঙ্গ, একপ মহীয়ান् আদর্শ আর কোথায় মিলিবে? অতএব,

বেদ-বাণী

আর সময়-ক্ষেপে প্রয়োজন নাই। চল, আমরা অবিলম্বেই
এই অথগুণ্ড-বিগ্রহের অঙ্গমন করিয়া জন্ম ও জীবন
সার্থক করি।

৭ কাশীধাম ;

ওঠা পৌষ, ১৩২৫।

ତଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଛବାକ୍ ।

ওঁ

নাৰায়ণেষ্ট।

যখন ভাল-মন্দ বুবিতে আৱস্ত কৰিয়াছি, তখন হইতে
আজ পৰ্যন্ত,—এই স্বদীৰ্ঘ কালেৰ মধ্যে, উন্নতি-লাভেৰ সাধনাৰ সুযোগ
কত সুযোগই হেলায় হারাইয়াছি ! এই সকল সুযোগেৰ
সম্বহাৰ যদি কৰিতাম, আজ অশাস্তিৰ দাবানলে দঞ্চ
হইতাম না !

কিন্তু অনুশোচনায় ফল কি ? যা হইবাৰ, তা
হইয়াছে। অতীতেৰ দুর্বুদ্ধিৰ কুফল আমাকে বৰ্জনানে
সাবধান কৰক। আঘোষ্মতিৰ যে সকল সুযোগ এখন
আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে আসিবে, তাহাদিগকে যেন
সাদৰে গ্ৰহণ কৰিতে সক্ষম হই।

যে দিন যায়, সে দিন আৱ ফিরিয়া আসে না ; যে
সুযোগ এখন চলিয়া যাইতেছে, সে সুযোগ আৱ ফিরিয়া
পাইব কি না, কে জানে ? তাই, সৰ্বদা সতৰ্ক থাকিব,
জাগিয়া থাকিব, দুয়াৰ খুলিয়া রাখিব,—যেন সুযোগৱৰ্ণী
প্ৰেমময়েৰ-কোন-অগ্ৰদৃত দুয়াৰে আসিয়া, দুয়াৰ হইতেই
ফিরিয়া না যায় !

আচ্ছা, এখনই যে আমাৰ সম্মুখে সাধনাৰ অন্ত

বেদ-বাণী

স্বযোগ উপস্থিত রহিয়াছে ! এগুলিকে পরিত্যাগ করিব
কেন ?

আমার জিহ্বা তো আড়ষ্ট হয় নাই, তবে এখনই
ভগবানের নাম কীর্তন করিব না কেন ? আমার কর্ণ তো
বধির হয় নাই, তবে এখনই প্রেময়ের মহিমা শ্রবণ
করিব না কেন ? আমার চক্ষু তো অঙ্গ হয় নাই, তবে
এখনই দীনবন্ধুর সন্তাপহারী মূর্তি দর্শন করিব না কেন ?
আমার হস্ত তো অবশ হয় নাই, তবে এখনই ভগবৎ-
সেবায় নিযুক্ত রহিব না কেন ? আমার চরণ তো চলচ্ছিক্ষি
হারায় নাই, তবে এখনই পুণ্য-স্থানে গমন করিব না কেন ?
আমার মন তো চিন্তা করিতে অসমর্থ হয় নাই, তবে
এখনই ভগবচিন্তায় তন্ময় হইব না কেন ?

আমাদের প্রতিবাসী ঐ যে বিলাস-পরায়ণ বৃক্ষ, উঁঁার
কথাই একবার চিন্তা করি। উঁঁার ধন-জনের অভাব
নাই। শিবিকারোহণ ব্যতীত সামাজিক দূরেও উনি গমন
করেন না। বহুমূল্য পরিচ্ছদে স্বশোভিত না হইয়া উনি
বাটীর বাহির হ'ন না। কখন কিসে মান কমিয়া যায়,
এই চিন্তায় উনি সর্বদা ব্যস্ত। এই ত উঁঁার সাধারণ
অবস্থা। কিন্ত, যেদিন উঁঁার একমাত্র পুত্র সর্প-দংশনে
মৃতপ্রায় হইল, সে দিন উঁঁার অবস্থা অন্ত প্রকার।
নগ্নপদে, অনাবৃত্তশরীরে ছুটিয়া চলিয়াছেন; সঙ্গে লোক-জন
কেহই নাই; ঘর্ষাঙ্গ কলেবরে এক ক্রোশ দূরবর্তী এক

বেদ-বাণী

মুচির গৃহে উপনীত হইলেন। সর্প-দংশনের চিকিৎসায় মুচির নাম-যশ ছিল; অনেক কারুতি-মিনতি করিয়া সেই মুচিকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এই যে এতটা ব্যাপার ঘটিল, ইতিমধ্যে—বৃক্ষ মান-মর্যাদার চিন্তা একবারও করেন নাই; রাস্তার লোকে কে কি বলে, দে কথা একবারও ভাবেন নাই; অত দ্ব্র চলিতে পারিবেন কিনা, সে সন্দেহে একবারও চিন্তিত হ'ন নাই; সঙ্গে কাহাকেও লইবার বাসনাও করেন নাই; চরণতল যখন শক্ত-বিক্ষত ও রক্তাঙ্গ হইয়াছিল, তখনও তাহাতে লাক্ষেপ করেন নাই!

কাল-দষ্ট আমিও যখন ভব-রোগ-বিনাশক বৈচরাজের সন্ধানে ছুটিতেছি, তখন—মান-অপমানের চিন্তা করিব কেন, স্থথ-হৃঢ়ের বিচার করিব কেন, যত্নণার দিকে মন যাইবে কেন, অগ্নের অপেক্ষা করিব কেন, অন্য কিছু ভাবিব কেন?

অন্য দিকে মন দিবার অবসর আমার নাই। এই খানেই চিঠি বন্ধ করিয়া, এই মৃত্তর্তেই, তন্ময় চিন্তে, প্রেম-ময়ের কাছে ছুটিয়া যাই!

৩কাশীধাম;

১১ই পৌষ, ১৩১৫।

* * *

ॐ

নারায়ণেষ্য ।

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছি ; উত্তর দিতে বিছু
বিলম্ব হইল । পত্র পাইয়াই উত্তর দেওয়া—আজ-কাল
সময়ে সময়ে ঘটিয়া উঠে না ।

ধ্যান-জপ যেরূপ ভাবে করিতে বলিয়াছি, সেই ক্রপেই
করিতে থাক । বর্তমানে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন
দেখি না । ‘সহস্র-নাম’ অর্থ-বুঝিয়া পড়িতে পারিলে ত
ভালই হয়, কিন্তু তাহা বোধ হয় তোমার পক্ষে সন্তুষ্ট হইবে
না । তাহি, অর্থ বুঝিতে না পারিলেও যথাসন্তুষ্ট ভক্তির সহিত
নামাবলি পাঠ করিও ; তাতেও অনেক উপকার হইবে ।
পুস্প-চন্দনাদির সাহায্যে মৃগ্যয়ী ও প্রস্তরময়ী দেব-মূর্তির
বাহপূজা যেমন লোকে করিয়া থাকে, তুমিও তত্ত্বপূর্ণ মানস-
কল্পিত পুস্প-চন্দনাদির সাহায্যে হৃদয়-সিংহাসনোপরিস্থিতা
জ্যোতিশ্চর্যী ইষ্ট-মূর্তির মানস-পূজা প্রেমার্জ-হৃদয়ে সম্পূর্ণ
করিবে । যে যে বস্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা করিতে ইচ্ছা
হয়, তৎসমুদয়ই তাহাকে নিবেদন করিয়া দিবে । প্রত্যেক
‘দ্রব্যটী অর্পণের সময়েই তোমার মন্ত্রটী একবার বলিবে ।

বেদ-বাণী

হৃদয়ের দেবতাকে জাগ্রত, জীবন্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবে। তাহার সহিত কথা বলিবে, তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবে, তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে, তাহাকে সাজাইয়া দিবে ও বারংবার প্রণাম করিবে। তাহার অশুমতি লইয়া, তাহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া, তাহারই গ্রীতির জন্য, সমুদয় কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হইবে। তিনিই তোমার ইষ্ট, তিনিই তোমার গুরু, তিনিই তোমার আশ্রয়, তিনিই তোমার সহায়, তিনিই তোমার বন্ধু, তিনিই তোমার প্রিয়তম, তিনি তোমারই, তুমি তাঁরই। তুমি সর্বদা তাহার দিকে তাকাইয়া থাক, তাহার উপরই নির্ভর কর। এই পরিবর্তনশীল সংসার সর্বদাই মানব-মনকে মুক্ত করিতে প্রয়াসী। তুমি সাবধান থাকিও,—কখনও যেন এখানকার কিছুতেই আশা ও বিশ্বাস স্থাপন করিও না। ঘনে রাখিও এই নশের জগৎ আমাদের চির-বাস-স্থান নয় ; যে অল্পকিছুকাল এখানে—এই পাহুশালায় থাকিতে হইবে, সেই সময়টুকুর মধ্যেই কৌশলপূর্বক এমন কিছু করিয়া লইতে হইবে, যাহা আমাদিগকে চির-অমরত্ব প্রদান করিতে সমর্থ। তাই, একটু সময়ও হেলায় হারাইও না, একটু কালও অসতর্ক থাকিও না। স্বয়েগগুলি অনেক সময়েই আমাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়া আবার আমাদের অজ্ঞাতসারেই পলায়ন করে। কখনও কখনও, তাহাদের

বেদ-বাণী

প্রস্থানের পরে তাহাদের সংবাদ পাইয়া, ২১৪ মিনিট কাল
বৃথা অরুতাপ করি মাত্র। কাজেই, সাবধান থাকিও।
বিচারের মশাল যেন কখনও নিভিয়া না যায়। কিন্তু, কেবল
বিচারেও কুলাইবে না। সংসারের পিছিল পথে দুর্বল
মানবের জন্য প্রার্থনার ঘষিখানিও বিশেষ আবশ্যক। যখনই
শক্তির অল্পতা বোধ করিবে, সন্দেহ ও অবিশ্বাস আক্রমণ
করিবে, দুর্বলতার ষস্ত্রণা অরুভূত হইবে, তখনই যুক্তকরে ও
উদ্ধৃন্তে প্রার্থনা করিও, মায়ের নিকটে কাদিতে কাদিতে
আব্দার করিও; দেখিবে—মেঘমালা ধীরে ধীরে অপসা-
রিত হইতেছে, প্রাণে শান্তির বাতাস বহিতেছে, অতয়দায়িনী
বিশ্ব-জননীর কোলে তুমি স্থান পাইয়াছ। মনে রাখিও,
প্রার্থনা অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ; মায়ের কোষাগারে
এমন কোন সিদ্ধুক নাই, যাহা প্রার্থনার চাবিতে খোলা
যায় না। তাই বলিয়া কিন্তু মায়ের কাছে যা-তা চাহিতে
হইবে না। মহারাজাধিরাজের চরণতলে উপস্থিত হইয়া
কোন মূর্ধ ধূলিমুষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবে? জীবনের যাহা
সার—সাধনের যাহা লক্ষ্য—অগ্নের নিকটে যাহা পাওয়া
যায় না—যাহা পাইলে জীবন শান্তিময়, মধুময় হইয়া যায়—
এমন অমূল্য ধনই মায়ের নিকটে চাহিতে হইবে। ব্যাকুল
হৃদয়ে চাহিবে—যতদিন না পাও, ততদিনই চাহিবে—
অনবরত চাহিবে; এইরূপে সরলভাবে চাহিতে চাহিতেই

বেদ-বাণী

মিলিবে—প্রার্থনা পূর্ণ হইবে—জীবন ধন্য হইবে—সমুদয়
অভাব দূর হইবে। আজ এই পর্যন্ত। সাধন-ভজন যথা-
সন্তব গোপনে রাখাই ভাল।

তেঁতুল তলা, বর্কমান ;
২৫শে বৈশাখ, ১৩২৪।

* * *



ॐ

নারায়ণেষু ।

উপত্যকা
লাভের
উপায়

তোমার কর্ষই—তোমার স্মৃষ্টিত কর্তব্যপরম্পরাই তোমাকে শক্তিপ্রদানে সমর্থ । কর্মজীবন হইতে ধর্ম-জীবনকে পৃথক করা সঙ্গত নহে । নৈতিক জীবনের স্বদৃঢ় ভিত্তির উপরই আধ্যাত্মিক জীবনের শান্তি-মন্দির বিরাজ করিতে পারে । সত্য ও পবিত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবনকে উন্নত করিবার আশা করিও না । যদি মানব-জন্ম সফল করিবার বাসনা থাকে, তবে ক্ষুদ্রাদিপি ক্ষুদ্র কার্য্যেও ঘ্যায়ের মর্যাদা অটুট রাখিতে হইবে । ঘ্যায়-নিষ্ঠার জন্য সহস্র ক্ষতি স্বীকারেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে । সত্য ও পবিত্রতাকে অক্ষম রাখিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে, সমুদয় আরাম-বিরাম এবং স্বার্থবাসনার পরিহারে কুতসংকলন হইতে হইবে । এ যত দিন না পারিবে, তত দিন তোমাকে শ্রেষ্ঠতম অধিকার লাভে বক্ষিত থাকিতে হইবে । পশুধর্ম পরিহার করিয়া মহাযুধর্ম গ্রহণ কর ; প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করিয়া সংযম ও বিচারের আশ্রয় গ্রহণ কর ; বৃথা পরিতাপে সময়ক্ষেপ না করিয়া, প্রবল-পুরুষকার-সহায়ে বিষ্ণুরাশির

বেদ-বাণী

উন্মূলনে যত্ত্বান হও ; সর্বোপরি ভগবানের নিকটে
সরলান্তঃকরণে সিদ্ধি-লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
থাক ;—ইহাই তোমার পক্ষে সমীচীন পদ্মা ; স্বৰ্থ-লাভের,
শান্তি-লাভের, দুঃখ-নিরুত্তির জন্য তোমার পক্ষে অন্য
কোন পথ নাই । ঐ পথে চলিতে চলিতে যখনই চরণে
দুর্বলতা অমূভব করিবে, ভগবানের নাম সে অন্তরায় দূর
করিতে সমর্থ হইবে । নামের অসীম মহিমায় বিশ্বাসবান
হইও ।

বরিশাল ।

১০।৭।১৮

* * *

୪

ନାରୀଯଶେସ୍ ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରେମ-
ମରେଇ ଦୂତ
ପତ୍ର ପାଇଲାମ । ସମୁଦ୍ର ଦୁଃଖ-କଷ୍ଟକେ ପ୍ରେମମୟେର ମଞ୍ଜଳା-
ଶୀର୍ଘାଦ ବଲିଯା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ । ଜୀବନେର
ଉତ୍ସତିକଣ୍ଠେ ବିଷ-ବିପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୱକ ଆଛେ ; ଏବଂ ଆବଶ୍ୱକ
ଆଛେ ବଲିଯାଇ ଦୟାଲ ଠାକୁର ସମ୍ମେହେ ତାହାର ବିଧାନ କରିତେ-
ଚେନ । ତାହାର ବିବେଚନା-ଶକ୍ତି ତୋମା ହିଁତେ ଅନ୍ତର ନହେ ।
ତୋମାର ଉତ୍ସତିର ଜନ୍ମ ତୋମାର ପକ୍ଷେ ଯାହା ପ୍ରଯୋଜନ, ତାହା
ତିନି ତୋମା ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଜାନେନ । ‘ଦୁଃଖେର
ଆକାରେ ଯାହା ଆମାଦିଗେର ନିକଟେ ଆସେ, ତାହା ଆମାଦେର
କଲ୍ୟାଣେରଇ ଜଣ୍ମ’—ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ; ତାହାର ଉପରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିର୍ଭର କରିଯା ସଙ୍କଟ ଚିନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିତେ
ଥାକ ଏବଂ ସଥାସାଧ୍ୟ ତାହାର ନାମ-କୀର୍ତ୍ତନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ ।

ଦୁଃଖକେ ସ୍ଵର୍ଥେରଇ ନିଦାନ ବଲିଯା ସେ ମନେ କରେ, ତାର କାହେ
ଆର ଦୁଃଖେର ତୀର୍ତ୍ତତା କି ? ‘ଦୁଃଖ ପ୍ରେମମୟେରଇ ପ୍ରେରିତ’—
ଏ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାର ଆର ଦୁଃଖେ ଭୟ କି ?

ଏକ ଦର୍ଶକତି ଜାହାଙ୍ଗେ ଚଢ଼ିଯା ଇଯୁରୋପେର ଦିକେ ଯାଇତେ-
ଛିଲେନ । ହଠାତ ବାଡ଼ ଉଟିଲ, ସମୁଦ୍ର ଭୌଷଣକାର ଧାରଣ କରିଲ ।

বেদ-বাণী

জাহাজ ডুব-ডুব হইল। আরোহিগণ আসন্ন-মৃত্যুর ভয়াবহ চিন্তায় কাতর ও বিষণ্ণ হইলেন ; কিন্তু উক্ত দম্পত্তির মধ্যে স্ত্রী দেখিলেন,—তাহার স্বামী বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ন নাই।

স্ত্রী স্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী গভীর-ভাবে পকেটস্থ পিস্তল বাহির করিয়া স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধারণ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, “এ আবার কি ? ব্যাপার কি ? তোমার হয়েছে কি ?” স্বামী বলিলেন, “পিস্তল দেখিয়া তোমার ভয় হয় না ?” স্ত্রী উক্তর করিলেন, “তোমার হাতের পিস্তল দেখিয়া আমার ভয় হইবে কেন ?” স্বামী বলিলেন, “তবে প্রেমময় জগৎ-স্বামীর হাতের বাড়-তুফান দেখিয়া আমিই বা ভয় করিব কেন ?”

আজ এই পর্যন্ত ; বেশী লেখা অনাবশ্যক। এই একটি কথাই যদি ধরিয়া থাকিতে পার, তবেই তোমার জীবন মধুময় হইবে। আর যদি রাশি-রাশি গ্রহ অধ্যয়ন কর এবং একটি উপদেশও জীবনে আয়ত্ত করিতে না পার, তবে সে অধ্যয়নে ফল কি ?

শিবমন্ত্র । ইতি ।

৮/কাশীধাম ;

* * *

২১১১১'১৮

ॐ

নারায়ণেষু ।

জানিতে পারিলাম, তুমি ব্যারামে খুব ভুগিতেছ ।
শারীরিক দুঃখ ব্যারামে ভোগার মধ্যে ন্তৰন্তৰ বেশী কিছু নাই ; কারণ
অপরিহার্য সংসারে মৃত্যুর মত ব্যাধিও অপরিহার্য । তোমার আমার
 তো দূরের কথা, যে সকল মহাপুরুষ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ
 হইয়াছেন, শান্তিময়কে লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহও
 ব্যাধির কবলে, অল্পাধিক পরিমাণে, নিপত্তিত হইয়াছে ।
 বৃক্ষদেবের পেটের পীড়া, আচার্য শঙ্করের ভগন্দর, মহাপ্রভু
 চৈতন্যদেবের অর-রোগ এবং আধুনিক কালের প্রমত্তস
 রামকৃষ্ণদেবের গলক্ষত,—এ সমুদয়ই তোমরা অবগত আছ ।
 তাই বলিতেছি 'ব্যারামে ভোগার মধ্যে ন্তৰন্তৰ নাই ।
 তবে ন্তৰন্তৰ না থাকিলেও বিশেষত্ব কিছু নিশ্চয়ই আছে ।
 মনের অবস্থাই সেই বিশেষত্ব । ব্যারামে ভুগিয়া ভুগিয়া
 আভ্যন্তর হইয়াছ কি না, মনের ক্ষুর্তি ও শান্তি নষ্ট হইতেছে
 কি না, তাহাই এ স্থলে জ্ঞাতব্য । কেহ কেহ অল্প কষ্টেই
 অধীর হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু, আমার ধারণা, তুমি সে
 দলের লোক নও । তোমার ব্যাধি যদিও কঠিন বটে,

বেদ-বাণী

যদিও তুমি অনেক কাল যাবৎ ভুগিতেছ, তথাপি মনে হয়,
ধৈর্য এবং উৎসাহকে পরিত্যাগ করা যেন তোমার উপযুক্ত
নয় ; হতাশ এবং নিঃসূচ হওয়া যেন তোমার ‘ক্ষ্যাপা’
নামের, ‘ঘটীজ্ঞ’ নামের যোগ্য নয় । যাহারা ধর্ম-রাজ্যের
ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে
প্রেময় যাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন, তাহার প্রতিই
অনেক সময়ে ভীষণ পরীক্ষার কঠোর বজ্র নিক্ষেপ করেন ।
প্রহ্লাদের প্রতি কতই না অত্যাচার অশুষ্টিত হইয়াছিল,
ঐ সকল অত্যাচারই তো প্রহ্লাদকে আমাদের সমক্ষে
গৌরবান্বিত করিয়াছে ! যে যত উপরের শ্রেণীতে পড়ে,
তার পরীক্ষা তত কঠিন ; তাই, যন্ত্রণার ভীষণতায় তোমার
উৎসাহ না বাড়িয়া বরং কমিবে কেন ? আরও এক কথা—
যতটুকু যন্ত্রণা সহ করিতে আমরা বাস্তবিকই অসমর্থ,
ততটুকু যন্ত্রণা প্রেময়, জ্ঞানয়, বিশ্ব-বিধাতা কি আমা-
দিগকে প্রদান করিতে পারেন ? একজন সধারণ রজকও
তার গর্দভের পিঠে এত বড় কাপড়ের বোঝা চাপায় না,
যাহাতে তার পিঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে ;—আর ভগবান
তাঁর প্রিয় সন্তানের উপর অসহনীয় বোঝা চাপাইয়া দিবেন,
ইহা কি যুক্তিসন্দৰ্ভ ? আমরা অনেক সময়েই হতাশ হইয়া
আঁশহারা হই, নিজের শক্তি-সামর্থ্য ভুলিয়া যাই । অতীতে
যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, ভবিষ্যতে যে কষ্ট ভোগ করিবার
সন্তাননা, তৎসমূদয়কে কল্পনার সাহায্যে বর্তমানের সামান্য

বেদ-বাণী

ছঃখের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইয়া বর্তমানের বোঝাটিকে
বহনের অযোগ্য বলিয়া মনে করি। ইহা আমাদের বিচারের
দোষমাত্র। অতীতে যত আহার করিয়াছি, ভবিষ্যতে যত
আহার করিব, তৎসমস্ত একত্র হইয়া কি বর্তমানে আমার
উদ্দরাময় জন্মাইতে সমর্থ? ভাবিয়া দেখ, বর্তমানের
কষ্টটুকু সহ করিতে তুমি বাস্তবিকই সমর্থ কি না। যদি
ধৈর্যের সহিত পরীক্ষা কর, দেখিবে—প্রতি মুহূর্তেই তৎ-
সময়ের ছঃখটুকু সহ করিতে তুমি সম্পূর্ণ সক্ষম। আর সহ
তো সর্বদাই করিতেছ, কেবল কতকগুলি আহা-উহ,
কতকগুলি দুর্ভাবনা এবং কতকগুলি কান্ননিক বিভীষিকার
চিন্তা মিশ্রিত করিয়া অনর্থক বিলাপে শরীর-মন ক্ষয়
করিতেছে। প্রতিক্ষণই তার ছঃখ-কষ্টের বোঝা লইয়া প্র-
ক্ষণের পূর্বেই চলিয়া যাইতেছে, তবে আর দীর্ঘকালের কষ্ট
বলিয়া কষ্টকে অসহনীয় মনে করিবে কেন? মন স্থির কর,
প্রতিজ্ঞা কর—‘আমি অবিকৃত চিন্তে এ কষ্ট সহিব’, চিন্তা
কর—‘আমি এই কষ্টটুকু সহিতে পারিব না কেন?’ তাহা
হইলেই দেখিবে—কষ্ট আর তোমাকে বেশী কষ্ট প্রদান
করিতে পারিবে না। আরও বিচার কর—‘আমাদের কষ্ট
কতটুকু? প্রহ্লাদের প্রতি যত অত্যাচারের বোঝা নিষ্কিঞ্চ
হইয়াছিল, সহস্র রোগের মধ্যেও কি ঐরূপ বোঝা আমার
উপরে আপত্তি স্থায়াছে? যখন হরিদাসের প্রহার-
যন্ত্রণার মত কোনও কষ্ট কি আমি ভোগ করিয়াছি?

বেদ-বাণী

তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত সুধম্বার মত ঝেশ আমাকে কি কথনও
ভুগিতে হইয়াছে ? ক্রুশ-বিদ্ব যীশুআঁষ্টের কথা মনে করিলে
আমার যন্ত্রণা কত লম্বু হইয়া যায় !’ তাই, আশ্বস্ত হও,
নিজকেই সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য মনে করিও না । আরও এক
কথা । সক্রেটাজ্ যখন স্বহস্তে বিষ পান করিয়া হাসিতে
হাসিতে দেহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন কেহ প্রশ্ন
করিয়াছিল,—“ভীষণ মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াও
আপনি বদনের প্রসন্নতা রক্ষা করিতেছেন কিরূপে ?”
সক্রেটাজ্ প্রফুল্ল বদনে উত্তর করিলেন, “এই দেহ বরাবরই
আমার শক্তা করিয়াছে ; ক্ষুণ্ণ ও পিপাসা, নিদ্রা ও তক্ষা,
জরা ও ব্যাধি, আলস্য ও দুর্বলতা প্রভৃতি দ্বারা সর্বদাই
আমাকে অস্থবিধাগ্রস্ত করিয়াছে । আজ সেই চির-শক্ত
হাত হইতে নিষ্ঠার পাইয়া শান্তিময়ের সহিত মিলিত
হইব, ইহা অপেক্ষা স্বর্থের কথা, আশাৰ কথা, সৌভাগ্যেৰ
কথা আৱ কি হইতে পাৰে ?” বাস্তবিকই সংসারে দুঃখ ও
কষ্ট, ব্যাধি ও মৃত্যু যখন অপরিহার্য, তখন বিলাপে সময়-
ক্ষেপ না করিয়া যাহাতে ইহাদেৱ হস্ত হইতে চিরমুক্তি
লাভ করিতে পাৰি, এমন চেষ্টাই কি কৰ্তব্য নয় ? এই
উদ্দেশ্য সাধনেৰ জন্যই ভাৱতেৱ ব্ৰাহ্মণগণ, ঋষিমুনিগণ
সংসারে বীতস্ফূহ হইয়া হৱি-চৱণ-শ্঵রণে দেহ-মন সম্পর্ণ
করিয়া থাকেন । তুমিও ব্ৰাহ্মণ-সন্তান, তুমিই বা ইহাতে

দুঃখেৰ চিৰ-
নিযুক্তি

বেদ-বাণী

ভগবৎ-কৃপাই
শাস্তি-লাভের
মূল

ভগবৎ-স্মরণ

পঞ্চাংগদ হইবে কেন ? যে শক্তি ও স্বযোগ পাইয়াছ,
 তাহা যত সামান্যই হউক না কেন, এই উদ্দেশ্য-সাধনে
 নিয়োজিত কর। ইহার সদ্ব্যবহার যদি না কর, তবে
 এতদপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও স্বযোগের দাবী করিবার
 অধিকার কি ? তুমি হয়ত বলিবে, ‘এই রংগ দেহ ও
 ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কি সেই তপস্যা করা সম্ভব, যদ্বারা
 চিরশাস্তি লাভ করা যায় ?’ কিন্তু, তোমার এ কথা,
 তোমার এ প্রশ্ন নিতান্তই বালকোচিত। তপস্যা যতই
 কর না কেন, কোটি-কোটি বৎসর কঠোর তপস্যায়
 কাটাও না কেন, কিছুই শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার পক্ষে
 প্রচুর নহে। তপস্যারূপ মূল্য দ্বারা ভগবানকে কিনিবে,—
 ইহা অসম্ভব কথা, হাস্তকর উক্তি। ভগবানের কৃপাদ্বারাই
 তাহাকে লাভ করিতে হইবে। সে কৃপা সম্পূর্ণ রূপেই
 তাঁর ইচ্ছা-সাপেক্ষ ; তাহা তোমার শক্তি বা সময় সাপেক্ষ
 নহে। পরীক্ষিঃ সাত দিন মাত্র ভাগবৎ-শ্রবণেই শাস্তি-প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন। ভগবানের করুণায় এক মুহূর্তেই জীবন ধন্য
 হইতে পারে। কাজেই, ‘আমার সময় নাই, শক্তি নাই,
 স্বযোগ নাই,’—এ বলিয়া আক্ষেপে সময়-ক্ষেপের আবশ্যক
 নাই। অন্ত চিন্তা, অন্ত কর্ম বিসর্জন দিয়া তাঁহার কৃপা-
 লাভের জন্য, দিবা-রাত্রির যতক্ষণ সম্ভব, তাঁহার চরণই
 স্মরণ করিতে থাক। সর্বদার জন্য তাঁহারই পদাশ্রয়
 করিতে সচেষ্ট হও। তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জনের জন্যই

বেদ-বাণী

তোমার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত কর। তাঁহার নাম, যতক্ষণ
সন্তুষ, মুখে বা মনে উচ্চারণ কর। তাঁহার দিব্য মধুর মৃত্তি
মনে মনে চিন্তা কর এবং সে মৃত্তির নিকটে মনে মনে পূজা
কর, প্রার্থনা কর, আত্ম-নিবেদন কর। সে মৃত্তির সহিত
কথা কও, আব্দার কর, ঝীড়া কর। তাঁহার হাস্য-বদন
মানস-নয়নে নিরীক্ষণ কর। তাঁহার সান্নিধ্য সর্বদা অমৃতব
ও স্মরণ করিতে বিশেষভাবে যত্নবান হও। প্রত্যেক কর্ষে
তাঁহারই কর্তৃত উপলক্ষি কর। প্রত্যেক শরীরকে তাঁহারই
মন্দির মনে কর। প্রত্যেক শরীরে তাঁহারই বংশী-ধ্বনি
শ্রবণ কর। তিনিই ভাঙ্কারের শরীরে চিকিৎসক রূপে,
আত্মীয়-বন্ধুগণের শরীরে সেবকরূপে কর্ত্ত্ব করিতেছেন,—
ইহা ধারণা কর এবং তাঁহার প্রেম-হস্ত প্রত্যেক ব্যাপারে
দর্শন করিতে চেষ্টা কর। দুঃখ-ছুর্দশার মধ্যে তাঁহার
মঙ্গল হস্তেরই ইঙ্গিত অমৃতব কর; এবং তুমি সর্বদাই
তাঁহার দ্বারা রক্ষিত ও পালিত, ইহা বিশ্বাস কর। তাঁহার
মহিমা স্মরণ কর, তাঁহার গুণ কীর্তন কর এবং তাঁহার গাথা
শ্রবণ কর। যাহাতে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত
হয়, এমন পৃষ্ঠক সন্তুষ্য হইলে পাঠ কর। আর, যখনই
দুর্বলতা বোধ করিবে, হতাশতা আক্রমণ করিবে, সন্দেহ
আসিবে, তখনই তাঁহার রূপা ভিক্ষা কর এবং তাঁহার
মঙ্গলময়দের অমৃতধ্যান কর। এই ভাবে যদি চলিতে চেষ্টা
কর, দেখিবে, তোমার জীবন শাস্তিময়, মধুময় হইর্মা

বেদ-বাণী

যাইবে। পওহারী বাবাকে যে সাপটী দংশন করিয়াছিল, সেইটাকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “এটা প্রেমময়ের দৃত”। আশা করি তুমিও বলিতে পারিবে—‘এই যে রোগ ও শোক, এই যে দুঃখ ও দৈন্য, এই যে জরা ও মৃত্যু, ইহারাও প্রেমময়ের দৃত’। ‘জীবন থাক বা মৃত্যু আস্ত্বক, তা’তে আমার কি? আমি যত পারি, তাহাকে স্মরণ করিব। যতদিন শরীর থাকিবে, তাহার চিন্তা করিয়া-কাটাইব; তারপর, যখন এ শরীর ছুটিয়া যাইবে, তাহারই সহিত মিলিত হইব’। তিনিই এ শরীর নির্মাণ করিয়া-ছেন, এ শরীরের চিন্তা তিনিই করুন। আমার কর্তব্য—তাহার চিন্তা করা, আমি কেবল তাহাই করিব।’—এই প্রকার প্রতিজ্ঞাই তোমার হউক। আশা করি, এই ভাবে চলিয়া এ অগ্নি-পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইবে। বিশ্বাস করিও,—তুমি ভগবানের প্রিয় সন্তান, কোলের ছেলে; তুমি পরিত্যক্ত নও; তিনি তোমার সমৃদ্ধয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বাস কর, নির্ভর কর। আজ এই পর্যন্ত। শিবমন্ত। ইতি।

স্বর্গাশ্রম;

১৯শে পৌষ,

১৩২৬।

* * *

୪

ନାରାୟଣେୟ ।

ନିତ୍ୟ, ନିର୍ବିକାର ଭଗବାନଙ୍କ ସଂ ; ଆର ବା କିଛୁ,
ସକଳଙ୍କ ଅସଂ । ଭଗବଂ-ସଙ୍ଗଙ୍କ ସଂସଙ୍ଗ ; ବିଷୟ-ସଙ୍ଗଙ୍କ ଅସଂସଙ୍ଗ ।
ତୋମାର ଶରୀର କୋନ କରେ ଲିପ୍ତ ଥାକୁକ ବା ନା ଥାକୁକ,
ତୋମାର ନିକଟେ କେହ ବା କିଛୁ ଥାକୁକ ବା ନା ଥାକୁକ,
ତାହାତେ କିଛୁଇ ଆସିଯା ଯାଯ ନା । ତୋମାର ମନ ସଦି ଭଗବଂ-
ଶ୍ଵରଣ କରିତେ ଥାକେ, ତବେଇ ତୋମାର ସଂସଙ୍ଗ ; ଆର ତୋମାର
ମନ ସଦି ଭଗବାନଙ୍କେ ବିଶ୍වତ ହିୟା ବିଷୟ-ମେବା କରିତେ ଥାକେ,
ତବେଇ ତୋମାର ଅସ ସଙ୍ଗ । କାଜେଇ, ସଂସଙ୍ଗ ବା ଅସଂସଙ୍ଗ
କରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତୋମାର ମନେର ଉପରଙ୍କ ନିର୍ଭର କରିତେଛେ ।
ସେଖାନେଇ ଥାକ, ସେଥାନେ କୋନ ସାଧୁ-ମହାଜନ ଉପଶିତ ଥାକୁନ୍
ବା ନା ଥାକୁନ୍, ତୋମାର ଇଚ୍ଛା ହିଲେଇ ତୁମି ଅନାୟାସେ ସଂ-
ସଙ୍ଗେର ସ୍ଵଧାମୟ ଫଳ ଭୋଗ କରିତେ ସମ୍ରଥ ।

ତବେ ଆମାଦେର କୁଟୀ ମନ ସତତଙ୍କ ବିଷୟେର ଦିକେ ଧାବ-
ମାନ । ପ୍ରୟତ୍ତ-ବଲେ ଇହାକେ ଭଗବାନେର ଦିକେ ଟାନିଯା ଲାଇତେ
ହିବେ । ତାଇ, ଯାହାର ନିକଟରେ ହିଲେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହ୍ୟ, ଭଗ-
ବାନଙ୍କେ ଭୁଲିଯା ଯାଯ, ତାହା ହିତେ ସଥାସଙ୍ଗର ଦୂରେ ଥାକିବାର
ଚେଷ୍ଟାଇ ଏଥନ ସଙ୍ଗତ । ଆର, ଧୀର କାହେ ବସିଲେ ମନ ପବିତ୍ର

বেদ-বাণী

হয়, ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, তাঁর কাছে যাওয়ার
জগত ও যথাসঙ্গের চেষ্টা বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু
সর্বদাই আসল কথাটা মনে রাখা চাই,—ভগবানে সর্বদা
মন লাগাইবার চেষ্টা করা চাই।

সাধন।

ভক্তি-শাস্ত্র হইতে ভগবানের মহিমার বিবরণ পাঠ কর,
সঙ্গে হইলে সরল-হৃদয় ভক্তগণের নিকট হইতে তাঁহার
শ্রেষ্ঠ-লীলার মধুময় কাহিনী শ্রবণ কর, সত্য-কাম বক্তু-
গণের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা কর, এবং নির্জনে
বসিয়া ভগবন্মাহাত্ম্যের চিন্তা কর। নিকটে যদি কোন
মন্দির থাকে, মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া ইষ্টদেবকে
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কর। স্তোত্র এবং নাম-মালা আবৃত্তি
কর এবং ভক্তিবন্ধক সঙ্গীত গান কর। যথনই সঙ্গে,
ভগবানের নাম চিন্তা বা উচ্চারণ কর এবং সরল হৃদয়ে
তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। কথনও বা কাগজ-কেন্দ্রিল
লইয়া তাঁহার মৃত্তি অঙ্কিত কর। যে গৃহে বাস কর,
তাঁহার প্রাচীরের কোন উপযুক্ত স্থানে ইষ্টদেবতার এক
মনোহর প্রতিমূর্তি স্থাপন কর, পুস্পাদি দ্বারা তাহা সজ্জিত
কর, বারংবার তাঁহাকে দর্শন কর এবং সময়ে সময়ে
প্রণাম কর। মনে মনে ভগবানের দিব্য-মধুর-মৃত্তির চিন্তা
কর, মনঃকল্পিত উপকরণে তাঁহাকে পূজা কর, এবং তাঁহার
নিকটে আত্ম-সমর্পণ কর। ভোজনের প্রাক্কালে আহাৰ্য্য দ্রব্য
ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া, তাঁহারই প্রসাদ ভক্ষণ কর।

বেদ-বাণী

তাঁহার সহিত কথা কও, আমোদ কর, আব্দার কর, ভ্রমণ কর। ভক্তের সহিত ভগবানের লীলা-বিলাস শাস্তি মনে অমুধ্যান কর। চলিবার সময়ে মনে কর—তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। পড়িবার সময়ে মনে কর—তিনি সামনে দাঢ়াইয়া তোমার পড়া শুনিতেছেন। লিখিবার সময়ে মনে কর—তিনি কাছে থাকিয়া তোমার লেখা দেখিতেছেন। ঘূর্মাইবার পূর্বে শয়ন করিয়া চিন্তা কর—তিনি প্রসন্ন বদনে তোমার দিকে তাকাইয়া আছেন। প্রত্যেক কর্ষের সময়ে স্মরণ কর—তিনি তোমার কর্ষ এবং ভাব দর্শন করিতেছেন। কোন জীব-শরীর নয়ন-গোচর হওয়া মাত্রাই চিন্তা কর—উহার হৃদয়ে তোমার প্রিয়তম ইষ্টদেব বিরাজ-মান রহিয়াছেন। বাগানে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া মনে কর—ভগবান ঐ স্থানে দাঢ়াইয়া আছেন, আর তাঁহার চরণোপরি ঝঁ ফুলগুলি শোভা পাইতেছে। এক দিন যিনি তমালের তলে, যমুনার কূলে বসিয়া কতই লীলা করিয়াছেন, কতই বাঁশী বাজাইয়াছেন, তিনিই সম্মুখস্থ তরু-শাখায় উপবিষ্ট আছেন, তিনিই নদীর তীরে নৃত্য করিতেছেন! ঐ যে কেমন স্বন্দর পুষ্পটি নির্মাণ করিয়া এইমাত্র গোপনে জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন! ঐ যে সন্ধ্যার আবরণে লুকাইত থাকিয়া ঐ ফুলটিকে প্রস্ফুটিত করিতেছেন! ঐ যে আকাশে কত রকমের রঙ লাগাইতেছেন, আর চঞ্চল বালকের মত কেবলই

বেদ-বাণী

রঙ্গ বদলাইতেছেন ! ঐ যে, কত মনোযোগ সহকারে, কত সুন্দর সুন্দর নক্ষত্র আকিতেছেন ! ঐ যে শারদীয় বরজনীর হাস্যময়ী জ্যোৎস্না, ঐ যে শ্রোতৃশ্বিনীর সুন্দর ত্বরণ-ভঙ্গ, ঐ যে মৃচ্ছ-মধুর মলয়-হিঙ্গোল, ঐ যে মনোহর কারু-কার্য-সমন্বিত সুন্দর কিশলয়, ঐ যে কৃপ-লাবণ্য-সম্পন্ন বালকটীর অনিন্দ-সুন্দর মুখ-কাস্তি,—এ সকলই যে তাঁহারই রচনা ; এ সকলে যে তাঁচারই সৌন্দর্যের, তাঁহারই বৈপুণ্যের, তাঁহারই মহিমার আংশিক প্রকাশ । এই যে অনন্ত ভাব-প্রবাহ, এই যে অনন্ত কর্ম-শ্রোত—এ ত তাঁহারই লীলা-বিলাস । মেঘের গর্জনে, নদীর কুলুক্ষনিতে, ষ্টীমার-গমন-শব্দে তাঁহারই নাম ধ্বনিত হইতেছে, মনে কর । সন্ত-প্রসূত বালকের ক্রন্দনে ও মৃত্যু-শয্যায় শায়িত রোগীর আর্তনাদে প্রথব-ধ্বনি শুনিতে চেষ্টা কর ।

আর কত বলিব ? ভাবের চশ্মা পরিয়া লও । অনন্তভাবময় ভগবানকে সর্বদা সর্বত্র উপলক্ষি করিতে সচেষ্ট হও । নানা ক্লপে, নানা ভাবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাকেই দর্শন কর । এইক্রম সৎসঙ্গ করিতে করিতেই ভগবানে অশুরাগ জন্মিবে এবং ক্রমে বাড়িবে । তার পর যথন প্রেম-মধু তোমার হৃদয়-পক্ষজকে পরিপূর্ণ করিবে, তথন ভগবৎ-ভূঁঙ্গের এমন শক্তি থাকিবে না, যদ্বারা সেই অসুজাসন ক্ষণকালের জন্মও সে পরিত্যাগ করিবে ।

পত্র কেবল পড়িলেই হইবে না । কাজ কর, কাজে

বেদ-বাণী

নাগিয়া থাক। মনের চঞ্চলতায় তাঁহারই লীলা-বিলাস
প্ররূপ করিয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাও। একপেও যখন
মনকে শান্ত করিতে পারিবে না, বিচারাদির সাহায্যেও
যখন উদ্বাধ মনকে সংস্থত করিতে অসমর্থ হইবে, তখন
তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা কর। বিষ্ণু-
বিপত্তিতেও মঙ্গলময়েরই হস্ত দর্শন কর। রুথ-শান্তিতে
তাঁহারই নিকটে কৃতজ্ঞ হও। সর্বতোভাবে তাঁহারই
আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁহারই দাস ভাবে, তাঁহারই গ্রীতি
কান্দনায়, সমুদয় কর্তব্য যথাসময়ে, যথানিয়মে, রুচাক্ষ ক্রপে
সম্পন্ন কর

কন্থল,
২৩৩'১৭।

